দু'আ

(আদব, শর্ত, বিধান ও তা কবুলে বাধাসমূহ)

সংকলনঃ শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী

الدُّعَاءُ
آدَابُهُ وَشُرُوْطُهُ وَأَحْكَامُهُ وَمَوَانِعُ الْإِجَابَةِ فِيْهِ

দু'আ
(আদব, শর্ত, বিধান ও তা কবুলে বাধাসমূহ)

সংকলনঃ
শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী
সম্পাদনাঃ
শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস
পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

দু'আ
(আদব, শর্ত, বিধান ও তা কবুলে বাধাসমূহ)

সংকলনঃ শাইখ মোস্তাফিজুর রহমান আল-মাদানী
লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ
আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস
পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯
মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gmail.com
Mrhaa_123@hotmail.com / Mmiangi@yahoo.com
Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com
www.mostafizbd.wordprees.com / www.allahhuakber.com

সম্পাদনা:
শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৩

সূচীপত্রঃ

বিষয়: পৃষ্ঠা:

অভিমত.....৬

লেখকের কথা.....৭

দু'আর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ.....১০

কুর'আন মাজীদে দু'আ শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার.....১৫

দু'আর প্রকারভেদ ও তাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক.....২০

দু'আ ও ফরিয়াদের মধ্যে পার্থক্য.....২৮

দু'আর উভয় প্রকার একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত...৩০

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দৃষ্টান্তসমূহ.....৩০

দু'আর ফযীলতসমূহ.....৩৪

দু'আর শর্তাবলী.....৪৬

দু'আর আদবসমূহ.....৬৪

যে সময়, স্থান, অবস্থা ও পরিস্থিতিতে দু'আ কবুল করা হয়.....৯৬

দু'আর কিছু ভুল-ভ্রান্তি.....১২৮

দু'আ কবুল হওয়ার কারণসমূহ.....১৪৩

দু'আ কবুল না হওয়ার কারণসমূহ.....১৪৯

দু'আ কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে একটি মাসআলা.....১৫০

দু'আর প্রতি রাসূলগণের গুরুত্ব ও তা কবুল হওয়া.....১৫৩

যে দু'আগুলো সাধারণত কবুল হয়.....১৮৪

মানব জীবনে দু'আর গুরুত্ব ও তার অবস্থান.....২০৫

যে সকল বস্তু বান্দা বিশেষভাবে তার প্রভুর নিকট চাইবে.....২০৮

দু'আর ব্যাপারে কিছু দুর্বল ও বানানো হাদীস.....২২৩

কুরআনে বর্ণিত কিছু দু'আর নমুনা.....২৩২

কিছু নববী দু'আর নমুনা.....২৩৭

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও।

মহান আল্লাহর কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
৩০/১১/১১

লেখকের কথা:

إِنَّ الْـحَمْدُ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُـوْذُ بِالله مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلِ اللهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً كَثِيْراً

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা সবাই তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও খারাপ আমল থেকে। যাকে আল্লাহ তা‘আলা হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্ট করার আর কেউ নেই এবং যাকে আল্লাহ তা‘আলা পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দেয়ারও আর কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ তা‘আলা ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা‘আলার বান্দাহ ও একমাত্র তাঁরই প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কিরাম ও তা-কিয়ামত আসা তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর রহমতের অসংখ্য বারিধারা বর্ষণ করুন।

মূলতঃ দু‘আ আল্লাহ তা‘আলার একটি একান্ত দান। যা আল্লাহ তা‘আলা নিজ দয়ায় তাঁর বান্দাহদেরকে দিয়েছেন। এমনকি তিনি এ ব্যাপারে তাদের প্রতি বিশেষ অনুকম্পাও দেখিয়েছেন। তিনি তাদেরকে যেমন দু‘আর আদেশ করেছেন। তেমনিভাবে তিনি তাদের

সাথে তা কবুল করা ও তার উপর সাওয়াব দেয়ার ওয়াদাও করেছেন।

অতএব দু'আর ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার লাভও খুবই ব্যাপক। উপরন্তু ইসলাম ধর্মে এর বিশেষ অবস্থানও রয়েছে। তার ন্যায় অন্য কোন জিনিস দিয়ে এতো নিয়ামত সংগ্রহ করা যায়নি। আর তার ন্যায় অন্য কোন জিনিস দিয়ে এতো বিপদ প্রতিহতও করা যায়নি। কারণ, দু'আর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর একক ইবাদাত। আর এটিই হচ্ছে বস্তুতঃ ইবাদাতের একান্ত মূল।

সত্যিই একজন বান্দা দু'আর কতই না মুখাপেক্ষী। কতই না বাধ্যতামূলক তার জন্য দু'আ করা। বস্তুতঃ একজন মোসলমান কোন অবস্থাতেই দু'আ থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।

একজন প্রশাসকেরও দু'আর দরকার। যেন আল্লাহ তা'আলা তার প্রশাসন দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখেন, তাকে নিজ প্রজাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেন এবং যেন প্রজারা তাকে ভালোবাসে উপরন্তু সেও যেন প্রজাদেরকে ভালোবাসে।

একজন দা'য়ী কিংবা ধর্ম প্রচারকেরও দু'আর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যেন আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজের সহযোগিতা ও তা কবুল করেন। উপরন্তু তিনি যেন তাকে তা সঠিকভাবে পরিচালনা করার তাওফীক দান করেন। যেন সে সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকতে এবং এ পথের সকল বিপদাপদ সহ্য করতে পারে। যেন মানুষ তার কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনে ও আমল করে।

একজন মুজাহিদেরও দু'আর বিশেষ প্রয়োজন। যেন আল্লাহ তা'আলা তাকে এ কাজে সাহায্য করেন। শত্রুর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে সে যেন স্থির থাকতে পারে। শত্রুরা যেন লাঞ্ছিত হয়। তাদের অন্তরে যেন ভয় ঢুকে যায়। তাদের ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরে তারা যেন পরিশেষে পরাজিত হয়।

একজন রোগীরও দু'আর বিশেষ প্রয়োজন। যেন আল্লাহ

তা'আলা তাকে দ্রুত সুস্থ করে দেন এবং তার বিপদটি দ্রুত দূর করে দেন। এমনকি তিনি যেন তাকে দ্রুত রোগমুক্ত ও নিরাপদ করেন।

মোটকথা, বিশ্বের সকলেরই দু'আর প্রয়োজন। যেন তারা দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণের নাগাল পায়।

যখন দু'আর এতই প্রয়োজন এবং দু'আর গুরুত্ব এতই বেশি তখন প্রত্যেক লোকেরই উচিত দু'আর সকল আদব-কায়েদা শিখে নেয়া। যেন সে কোন ভুল কিংবা হঠকারিতা ছাড়া ভালোভাবে জেনেশুনে নিজ বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট বিশেষভাবে ফরিয়াদ করতে পারে। যাতে তার দু'আগুলো দ্রুত কবুল হয় এবং তা ফলপ্রসূ হওয়ার বিশেষ আশা করা যায়।

তাই এ পুস্তকে দু'আ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে কমবেশি আলোচনা করা হয়। যদি এতে কোন কিছু ভালো করে থাকি তা সবই একান্ত আল্লাহরই দান। আর যা ভুল করে থাকি তা শয়তানেরই প্রবঞ্চনা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তা থেকে রক্ষা করুন।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ ফরিয়াদ যে, তিনি যেন আমাদের সকল নেক দু'আ কবুল করেন এবং আমাদের আমলগুলো তাঁর জন্য খাঁটি করেন। একমাত্র তিনিই তা করতে পারেন। আর কেউ নয়।

সর্বশেষে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের উপর অফুরন্ত শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

আ-মীন ইয়া রাব্বাল-আলামীন!

লেখক

দু'আর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থঃ

দু'আর আভিধানিক অর্থ হলো, কাউকে ডাকা কিংবা কারো নিকট বিনয়ের সাথে কোন কিছু চাওয়া।

ইবনু মানযূর বলেনঃ বলা হয়,

دَعَا الرَّجُلَ دَعْواً وَدُعَاءً: نَادَاهُ

"সে অমুক ব্যক্তিকে ডাকলো"। বিশেষ্য হলো, الدَّعْوَةُ

وَدَعَوْتُ فُلاَناً أَيْ صِحْتُ بِهِ وَاسْتَدْعَيْتُهُ

"আমি ওমুককে ডাকলাম বা তলব করলাম"।

(লিসানুল-আরবঃ ১৪/২৫৮)

আরো বলা হয়,

دَعَوْتُ اللهَ أَدْعُوْهُ دُعَاءً: ابْتَهَلْتُ إِلَيْهِ بِالسُّؤَالِ وَرَغِبْتُ فِيْمَا عِنْدَهُ مِنَ الْـخَيْرِ

"আমি আল্লাহ তা'আলাকে ডেকেছি মানে, আমি বিনয়ের সাথে তাঁর নিকট কিছু চেয়েছি এবং তাঁর নিকট কল্যাণ কামনা করেছি।

(আল-মিসবাহুল-মুনীরঃ ১/১৯৪)

وَدَعَا اللهَ: طَلَبَ مِنْهُ الْـخَيْرَ وَرَجَاهُ مِنْهُ

"সে আল্লাহ তা'আলাকে ডেকেছে মানে, সে তাঁর নিকট কল্যাণ কামনা ও প্রার্থনা করেছে।

وَدَعَا لِفُلاَنٍ: طَلَبَ الْـخَيْرَ لَهُ، وَدَعَا عَلَى فُلاَنٍ: طَلَبَ لَهُ الشَّرَّ

"সে তার জন্য দু'আ করেছে মানে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করেছে। আর তার বিরুদ্ধে দু'আ করেছে মানে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার জন্য অকল্যাণ কামনা

করেছে। (আল-মু'জামুল-ওয়াসীত: ১/২৮৬)

আর দু'আর পারিভাষিক অর্থ হলো,

ক. আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু আশা করা।

(লিসানুল-আরব: ১৪/২৫৭)

খ. ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: দু'আ মানে, দু'আকারীর জন্য লাভজনক কোন কিছু চাওয়া কিংবা তার জন্য ক্ষতিকর কোন কিছু সরিয়ে দেয়া কামনা করা। (বাদায়িউল-ফাওয়ায়িদ: ৩/২)

গ. আল্লাহ তা'আলার নিকট বিনয়ের সাথে কোন কিছু চাওয়া এবং তাঁর নিকট কোন কল্যাণ কামনা করা। তাঁর নিকট কোন কিছু পাওয়ার জন্য কিংবা কোন ভয়ঙ্কর কিছু থেকে বাঁচার জন্য কান্নাকাটি করা। (আদ-দু'আ/আব্দুল্লাহ আল-খুযারী: ১০)

আবার দু'আ কখনো আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা কিংবা তাঁর প্রশংসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। (আল-কামূসুল-ফিকহী: ১৩১)

দু'আ মূলতঃ যিকিরের একটি প্রকার। কারণ, যিকির হলো তিন প্রকার:

১. আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী স্মরণ করা। তার অর্থ বুঝা ও তা কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে একক ও তাঁরই শানে অনুচিত সকল কিছু থেকে তাঁকে পবিত্র মনে করা। তা আবার দু' প্রকার:

ক. যিকিরকারীর পক্ষ থেকে এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা। হাদীসে এ জাতীয় যিকিরের আলোচনা এসেছে। যেমন: "সুবহানাল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ", লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ", "আল্লাহু আকবার" ইত্যাদি বলা।

খ. আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলীর বিধান সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। যেমন: আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। একজন মানুষ তার হারানো আরোহণ পেলে যতটুকু খুশি হয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর তাওবায় তার চেয়েও বেশি খুশি হন। তিনি

তাঁর বান্দাহদের সকল কথাই শুনেন। এমনকি তাদের নড়াচড়াও দেখেন। বান্দাহর কোন আমল তাঁর নিকট লুক্কায়িত নয়। তিনি তাঁর বান্দাহদেরকে তাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশি দয়া করেন। ইত্যাদি।

২. তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম তথা তাঁর সকল বিধি-বিধানকে স্মরণ করা। তাঁর আদেশ মান্য করা ও নিষেধ থেকে দূরে থাকা। তাঁর হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করা। তা আবার দু' প্রকার:

ক. এগুলোর ব্যাপারে মানুষকে সংবাদ দেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যাপারে আদেশ করেছেন। আর অমুক ব্যাপারে নিষেধ করেছেন। তিনি অমুক জিনিসকে পছন্দ করেন। আর অমুক জিনিসকে অপছন্দ করেন। তিনি অমুক ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আর অমুক ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। ইত্যাদি।

খ. তাঁর কোন আদেশকে স্মরণ করে তা বাস্তবায়ন করা। তেমনিভাবে তার কোন নিষেধকে স্মরণ করে তা থেকে দূরে থাকা।

৩. তাঁর কোন নিয়ামত, অনুগ্রহ ও অনুকম্পার কথা স্মরণ করা। এটিও যিকিরের একটি বিশেষ দিক।

যিকিরকে আবারো তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. মুখ ও অন্তর তথা উভয়ের সমন্বয়ে যিকির করা। এটি সর্বোত্তম।

খ. শুধু অন্তর দিয়ে যিকির করা। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের।

গ. শুধু মুখে যিকির করা। এটি সর্ব নিম্ন পর্যায়ের।

(মাদারিজুস-সালিকীন: ১/২৩, ২/৪৩০ আল-ওয়াবিলুস-সায়্যিব: ১৭৮-১৮১)

যিকির মানে, ইচ্ছা-অনিচ্ছা তথা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা। তথা এ ব্যাপারে কোন প্রকারের গাফিলতি না করা ও ভুলে না যাওয়া। গাফিলতি মানে, ইচ্ছা করে কোন কিছু না করা। আর ভুলে যাওয়া মানে, অনিচ্ছায় কোন কিছু করতে ভুলে যাওয়া।

যিকির আবার তিন পর্যায়ের:

১. প্রকাশ্য যিকির।

* আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসামূলক যিকির। যেমন: “সুবহানাল্লাহ”, “আলহামদুলিল্লাহ”, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, “আল্লাহু আকবার” ইত্যাদি বলা।

* দু‘আমূলক যিকির। যেমন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الأعراف: ٢٣]

“হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো”।

(আল-আরাফ: ২৩)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ

“হে চিরঞ্জীব! চির সংরক্ষক! আমি আপনার রহমতের ফরিয়াদ করছি”।

* তত্ত্বাবধানমূলক যিকির। যেমন: আল্লাহ তা‘আলা আমার সাথে আছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে দেখছেন। যা অন্তরের উন্নতি, আল্লাহ তা‘আলার সাথে আদব রক্ষা, গাফিলতি থেকে মুক্তি এবং শয়তান ও অন্তরের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় কামনা করাই বুঝায়।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত যিকিরগুলো উক্ত তিন প্রকার যিকিরকেই শামিল করে। কারণ, তাতে রয়েছে আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা, দু‘আর প্রতি ইঙ্গিত ও সরাসরি দু‘আ। এমনকি তা আল্লাহ তা‘আলার পূর্ণ তত্ত্বাবধান, অন্তরের উন্নতি, গাফিলতি ও শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি তথা সব কিছুকেই শামিল করে।

২. অপ্রকাশ্য যিকির। তা হলো শুধু অন্তরের যিকির। যার মাধ্যমে গাফিলতি ও বিস্মরণ থেকে মুক্তি এবং আল্লাহ তা‘আলা ও

মানুষের অন্তরের মধ্যকার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়। এমনকি তা এমন পরিস্থিতিরও জন্ম দেয় যে, যেন সর্বদা আল্লাহ তা'আলাকেই দেখা যায়।

৩. প্রকৃত যিকির। তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বান্দাহকেই স্মরণ করা। (মাদারিজুস-সালিকীন: ১/২৩, ২/৪৩০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ □ □ □ □ □ □ □ ﴾ [البقرة: ١٥٢]

"কাজেই তোমরা আমাকেই স্মরণ করো। আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো। আর আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো। কখনো অকৃতজ্ঞ হয়ো না"। (বাক্বারাহ: ১৫২)

আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِيْ، فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِيْ مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِيْ يَمْشِيْ أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি আমার বান্দাহর ধারণা অনুযায়ী তার সাথে আচরণ করে থাকি। আমি তার সাথেই থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করলে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। সে আমাকে জনসমাবেশে স্মরণ করলে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। সে আমার দিকে এক বিঘত আগালে আমি তার দিকে এক হাত আগাই। সে আমার দিকে এক হাত আগালে আমি তার দিকে দু' হাত আগাই। সে আমার দিকে হেঁটে আসলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই"। (বুখারী

৭৪০৫ মুসলিম ২৬৭৫)

কুর‘আন মাজীদে দু‘আ শব্দের বিভিন্ন ব্যবহারঃ

দু‘আ শব্দটি কুর‘আন মাজীদে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১. ইবাদাতের অর্থে। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [الأنعام: ٧١]

“বলোঃ আমরা কি আল্লাহ্ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবো তথা এমন কারো ইবাদাত করবো যে আমাদের না কোন লাভ করতে পারবে না কোন ক্ষতি”। (আল-আন‘আমঃ ৭১)

ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ □ □ □ □ □ □ ﭼ [يونس: ١٠٦]

“তুমি আল্লাহ্ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে আহ্বান করো না তথা এমন কারো ইবাদাত করো না যে না পারবে তোমার কোন লাভ করতে না কোন ক্ষতি”। (ইউনুসঃ ১০৬)

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [الشعراء: ٢١٣]

“কাজেই তুমি আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি অন্য কোন ইলাহকে ডেকো না তথা অন্য কোন ইলাহের ইবাদাত করো না”। (আশ-শু‘আরাঃ ২১৩)

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ [الفرقان: ٦٨]

“যারা আল্লাহ্ তা‘আলার পাশাপাশি অন্য কোন ইলাহকে ডাকে না তথা অন্য কোন ইলাহের ইবাদাত করে না”। (আল-ফুরক্বানঃ ৬৮)

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ □ □ ﭼ [الفرقان: ٧٧]

“বলোঃ আমার প্রভুর তোমাদের প্রতি কী প্রয়োজন রয়েছে যদি তোমরা তাঁকে না ডাকো তথা তাঁর ইবাদাত না করো”।

(আল-ফুরক্বান: ৬৮)

২. কথার অর্থে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭽ ﭽ ﭼ ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ [الأعراف: ٥]

“যখন আমার শাস্তি এসে গেলো তখন তাদের এ কথা ছাড়া আর কোন কথাই ছিলো না যে, নিশ্চয়ই আমরা যালিম ছিলাম”।

(আল-আ’রাফ: ৫)

ﭽ ﭽ ﭼ ﭽ ﭽ ﭽ ﭼ [الأنبياء: ١٥]

“শেষ পর্যন্ত তাদের কথা এটাই ছিলো”। (আল-আম্বিয়া: ১৫)

ﭽ ﭽ ﭼ ﭽ ﭽ ﭼ [يونس: ١٠]

“তার ভিতর তাদের দু‘আ কিংবা কথা হবে, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র”। (ইউনুস: ১০)

৩. আহ্বানের অর্থে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [القمر: ١٠]

“তখন সে তার প্রভুকে ডেকে বললো: নিশ্চয়ই আমি পরাজিত। তাই আপনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করুন”। (আল-ক্বামার: ১০)

ﭽ □ □ □ □ □ □ ﭼ [القمر: ٦]

“যেদিন আহ্বানকারী এক ভয়াবহ বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে”। (আল-ক্বামার: ৬)

ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭼ [الإسراء: ٥٢]

“যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দিবে”। (ইসরা/বানী ইসরাঈল: ৫২)

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [الروم: ٥٢]

“তুমি বধিরকে কোন ডাকই শুনাতে পারবে না”। (আর-রূম: ৫২)

ﭽ ک ڪ ڪ گ گ ﭼ [فاطر: ١٤]

“তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাডের ডাক শুনবে না”। (ফাত্বির: ১৪)

৪. প্রশংসার অর্থে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ﭼ [الإسراء: ١١٠]

“তোমরা আল্লাহকে ডাকো কিংবা রহমানকে ডাকো তথা যে নামেই তাঁর প্রশংসা করো”। (ইসরা/বানী ইসরাঈল: ১১০)

৫. ফরিয়াদের অর্থে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ ﭼ [البقرة: ٢٣]

“আর এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো তথা তাদের নিকট ফরিয়াদ করো”। (আল-বাক্বারাহ: ২৩)

ﭽ ۆ ۈ ۈ ۇ ۋ ۋ ﭼ [يونس: ٣٨]

“আর এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পারো ডেকে নাও তথা তার নিকট ফরিয়াদ করো”। (ইউনুস: ৩৮)

৬. প্রশ্ন তথা কোন কিছু জিজ্ঞাসার অর্থে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ۋ ۋ ﭼ [البقرة: ٦٨]

“তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রভুকে ডাকো তথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করো যেন তিনি আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন, তা কী ধরনের?” (আল-বাক্বারাহ: ৬৮)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ [الكهف: ٥٢]

“সেদিন তিনি বলবেন: তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে

মনে করেছো তাদেরকে ডাকো। তখন তারা ওদেরকে ডাকবে তথা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু তারা কোন উত্তরই দিবে না”। (আল-কাহফ: ৫২)

৭. প্রার্থনা তথা কোন কিছু চাওয়ার অর্থে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ٹ ٹ ٹﭼ [غافر: ٦٠]

“তোমরা আমাকে ডাকো তথা আমার কাছে কিছু চাও আমি তোমাদেরকে তা দেবো”। (গাফির/আল-মু’মিন: ৬০)

ﭽ ڙ ڙ ڙ ڙ ک ک ک ک ﭼ [الأعراف: ١٣٤]

“হে মূসা! তুমি আমাদের জন্য নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করো তোমার সাথে করা অঙ্গীকারের ভিত্তিতে”। (আল-আ’রাফ: ১৩৪)

ﭽ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ﭼ [الزخرف: ٤٩]

“হে যাদুকর! তুমি আমাদের জন্য নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করো”। (আয-যুখরুফ: ৪৯)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[غافر: ٤٩]

“জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে: তোমরা নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করো যেন তিনি আমাদের জন্য এক দিনের আযাব হলেও কমিয়ে দেন”। (গাফির/আল-মু’মিন: ৪৯)

৮. আযাবের অর্থে।

আল্লামাহ আদ-দামেগানী ও ইবনুল-জাওযী (রাহিমাহুমাল্লাহ) বলেন: দু‘আ অর্থ আযাবও হতে পারে।

যেমন: আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ

[المعارج: ١٥ – ١٧]

"না, কক্ষনো না। মূলতঃ সেটি এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। যা পুরো চামড়াটিই তুলে নিবে। তা সেই লোককেই শাস্তি দিবে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে"।

[(আল-মা'আরিজ: ১৫-১৭) (আল-ওযূহু ওয়ান-নাযায়ির/আদ-দামেগানী: ১৭৫ নুযহাতুল-আ'য়ুনিয-নাওয়াযির/ইবনুল-যাওযী: ১/১৮১)]

এ ব্যাখ্যা শব্দটির আভিধানিক বহন করতেই পারে। কারণ, আভিধানিকরা এর সমর্থন দিয়েছেন।

আল-মুবাররিদ বলেন:

تَدْعُوْ: تُعَذِّبُ

"তাদ'ঊ মানে শাস্তি দিবে"।

নাযার বিন শুমাইল আল-খালীল থেকে বর্ণনা করেন,

قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: دَعَاكَ اللهُ أَيْ عَذَّبَكَ اللهُ

"জনৈক বেদুঈন বলেন: দা'আকাল্লাহ মানে আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিয়েছেন"।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াযীদ বলেন:

تَدْعُوْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى أَيْ تُعَذِّبُ

"আগুন সেই লোককেই শাস্তি দিবে যে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে"।

ইবনু মানযূর বলেন:

تَدْعُوْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى أَيْ تَفْعَلُ بِهِمُ الْأَفَاعِيْلَ

"আগুন সেই লোকদের সাথে ভয়ানক সকল কর্মকাণ্ড করবে যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাকে পেছনে ফেলে দিয়েছে"।

(লিসানুল-আরব: ১৪/৪৬০-৪৬১ আল-ওযূহু ওয়ান-নাযায়ির/আল-কার'আওয়ী:

দু'আর প্রকারভেদ ও তাদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কঃ

কুর'আন ও হাদীসে যত জায়গায়ই দু'আ শব্দটি এসেছে তা মূলতঃ দু'আর উভয় প্রকারকেই শামিল করে। যা নিম্নরূপঃ

ক. প্রার্থনামূলক দু'আ খ. ইবাদাতমূলক দু'আ

শায়েখ আব্দুর রহমান বিন সা'দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ কুর'আনের যেখানেই দু'আর আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কারো নিকট দু'আ করতে নিষেধ করা হয়েছে উপরন্তু যেখানেই দু'আকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে তা সবই উভয় প্রকার দু'আকেই শামিল করে।

এটি মূলতঃ একটি লাভজনক সূত্র। কারণ, অধিকাংশ মানুষই দু'আ বলতে সাধারণত প্রার্থনামূলক দু'আকেই বুঝে থাকেন। সকল ইবাদাত যে দু'আর ভেতরে ঢুকে আছে তা তারা কখনোই ভাবতে পারেন না। যার ফলে তারা এ ভুল থেকে আরো বড় ভুলও করে থাকে। অথচ দু'আ বলতে উভয় প্রকারের দু'আকেই যে বুঝায় তা আয়াত কর্তৃক সুস্পষ্ট।

(আল-কাওয়ায়িদিল-হিসান লিতাফসীরিল-কুর'আন/ইবনু সা'দীঃ ১৫৪-১৫৫)

নিচে উভয় প্রকারের দু'আর সংজ্ঞা দেয়া হলোঃ

১. প্রার্থনামূলক দু'আঃ

তা বলতে প্রার্থনাকারীর যে কোন সুবিধা চাওয়াকেই বুঝানো হয়। চাই তা সুবিধা হাসিলের মাধ্যমেই হোক কিংবা অসুবিধা দূরীকরণে। (বাদায়িউল-ফাওয়ায়িদঃ ৩/২)

এভাবেও বলা যায় যে, যার মাঝে কোন কিছু চাওয়া ও প্রার্থনা রয়েছে। যেমনঃ হে আল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমাকে সম্মানিত করুন। ইত্যাদি।

এ প্রকার দু'আ আবার তিন ধরনের:

ক. আল্লাহ তা'আলার নিকট যে কোন কিছু চাওয়া বা প্রার্থনা করা। যেমন: হে আল্লাহ! আমাকে দয়া করুন কিংবা আমাকে ক্ষমা করুন। এগুলো আল্লাহর ইবাদাতে শামিল।

খ. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট এমন কোন কিছু চাওয়া যা দিতে সে সক্ষম। যেমন: জীবিত উপস্থিত সক্ষম কোন ব্যক্তির নিকট খাদ্য, পানি ইত্যাদি চাওয়া। তা জায়িয। তাতে কোন অসুবিধে নেই। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ

"কেউ তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলার দোহাই দিয়ে কোন কিছু চাইলে তাকে তোমরা তা দিয়ে দাও। কেউ আল্লাহ তা'আলার দোহাই দিয়ে তোমাদের নিকট আশ্রয় কামনা করলে তাকে আশ্রয় দাও। কেউ তোমাদেরকে (খাবার ইত্যাদির জন্য) ডাকলে তার ডাকে সাড়া দাও। কেউ তোমাদের প্রতি দয়া করলে তার প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য কোন কিছু না পেলে অন্ততপক্ষে তার জন্য এতটুকু দু'আ করো যতটুকু দু'আ করলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো"।

(আবূ দাউদ ১৬৭২ নাসায়ী: ৫/৮২ আহমাদ: ২/৬৮, ৯৯ আত-তা'লীকুল মুফীদ/ইবনু বায: ৯১, ২৪৫)

গ. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট এমন কিছু কামনা করা যা দিতে সে কোনভাবেই সক্ষম নয়। বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তা দিতে সক্ষম। যেমন: কোন মৃত ব্যক্তির নিকট খাদ্য চাওয়া। কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট তার সাধ্যের বাইরে কোন ব্যাপারে সহযোগিতা কামনা করা। কারো নিকট রোগ মুক্তি কামনা করা। সন্তান কামনা করা ইত্যাদি। এগুলো মূলতঃ বড় শিরক। আর

এ জাতীয় ব্যক্তি মুশরিক ও কাফির। চাই যাকে ডাকা হয় সে জীবিত হোক কিংবা মৃত। উপস্থিত হোক কিংবা অনুপস্থিত।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ی ی ﯿ ﯿ □ ﭼ [الأنعام: ١٧]

“আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চান তা হলে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তা হলে তিনি সবকিছুই করতে পারেন”।

(আল-আন‘আম: ১৭)

ﭽ ی ی ﯿ ﯿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ

[يونس: ١٠٦ – ١٠٧]

“আর তুমি আল্লাহ ছাড়া এমন কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ডাকো না যা তোমার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না। এমন করলে সত্যিই তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ তোমাকে কোন ক্ষতির সম্মুখীন করেন তাহলে তিনিই একমাত্র তোমাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের গতিরোধ করার সাধ্য কারোরই নেই। তিনি নিজ বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অতিশয় দয়ালু”। (ইউনুস : ১০৬-১০৭)

ﭽ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﯦ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[الأعراف: ١٩٤]

“তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকো তারা তো তোমাদের মতোই মানুষ। তোমরা ডাকতে থাকো, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো”। (আল-আ’রাফ: ১৯৪)

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [الأعراف: ١٩٧]

“আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো; না তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবে, না তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে”। (আল-আ’রাফ: ১৯৭)

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ ﭼ

[الحج: ١١ – ١٣]

“মানুষের মাঝে এমন কতেক লোক আছে যারা স্বার্থের চূড়ান্তপর্যায়ে গিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। তার কোন কল্যাণ হলে সে তা নিয়ে তৃপ্ত হয়। আর কোন সমস্যা হলে সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। মূলতঃ সে দুনিয়াতেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং আখিরাতেও। আর এটিই হলো তার সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে এমন কিছুকে ডাকে যা তার না কোন ক্ষতি করতে পারে, না কোন লাভ। আর এটিই হলো চরম ভ্রষ্টতা। সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতিই লাভের চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। কতো মন্দই না তার এ অভিভাবক। আর কতো মন্দই না তার এ সঙ্গী”। (আল-হাজ্জ: ১১-১৩)

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الحج: ٧٣ – ٧٤]

“হে মানুষ! এখানে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে। তোমরা তা খুব মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা যাদেরকে আল্লাহর বিকল্প হিসেবে ডাকো তারা কখনো সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনকি কোন মাছি যদি তাদের সম্মুখ থেকে

কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও তারা তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তারা উভয়ই দুর্বল। বস্তুতঃ তারা আল্লাহর যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমতাশীল মহাপরাক্রান্ত"। (আল-হাজ্জ: ৭৩-৭৪)

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [العنكبوت: ٤١ – ٤٣]

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সার মতো। যে ঘর বানায়। আর মাকড়সার ঘরই তো ঘরের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল। যদি তারা জানতো। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে আল্লাহ তা সবই জানেন। তিনি মহাপরাক্রান্ত মহাপ্রজ্ঞাময়। বস্তুতঃ আমি এ সব দৃষ্টান্তমানুষের জন্যই বর্ণনা করছি। তবে তা কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই বুঝবে"। (আল-আনকাবূত: ৪১-৪৩)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﯼ
ﯽ ﯾ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭼ [سبأ: ٢٢ – ٢٣]

"হে নবী তুমি বলে দাওঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে পূজ্য মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কোন কিছুরই মালিক নয়। এমনকি এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই এবং তাদের কেউ তাঁর সহায়কও নয়। তাঁর নিকট কেবলমাত্র অনুমতিপ্রাপ্তদেরই কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে। যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর করা হবে তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে: তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তারা বলবে: যা সত্য ও ন্যায় তাই তিনি বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ

সর্বশ্রেষ্ঠ”। (সাবা : ২২-২৩)

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

[فاطر: ١٣ – ١٤]

“তিনিই হলেন আল্লাহ। সকল ক্ষমতা তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা (খেজুরের আঁটির আবরণ পরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে ডাকলে তারা কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে মেনে নিলেও তারা তো তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবে না। বরং কিয়ামতের দিবসে তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ দিতে পারবে না”। (ফাতির : ১৩-১৪)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ [الأحقاف: ٥ – ٦]

“তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কোন কিছুকে ডাকে যা কস্মিনকালেও (কিয়ামত পর্যন্ত) তার ডাকে সাড়া দিবে না। এমনকি তারা ওদের প্রার্থনা সম্পর্কে সম্পূর্ণই গাফিল। বরং কিয়ামতের দিন যখন সকল মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা হবে মানুষের শত্রু। আর মানুষ যে তাদের ইবাদাত করেছিলো তা তারা অস্বীকার করবে”।

(আহকাফ : ৫-৬)

আর শিরক আল্লাহ তা‘আলা কখনোই ক্ষমা করবেন না। বরং তার পরিণতি হবে জাহান্নাম। যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী। উপরন্তু তার সকল আমল হবে ধ্বংস এবং সে হবে চিরস্থায়ী শাস্তির সম্মুখীন।

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ

[المائدة: ٧٢]

“তারা অবশ্যই কুফরি করেছে যারা বলে: নিশ্চয়ই মারইয়ামের পুত্র মাসীহ হলো স্বয়ং আল্লাহ। অথচ মাসীহ নিজ জীবদ্দশায় বলেছিলো: হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো যিনি হলেন আমার ও তোমাদের প্রভু। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে আল্লাহ তার উপর জান্নাত হারাম করে দেন এবং জাহান্নামকে করেন তার একান্ত ঠিকানা। বস্তুতঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই”। (আল-মায়িদাহ: ৭২)

ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [النساء: ١١٦]

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে শিরক করা কখনোই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে চান ক্ষমা করে দেন। বস্তুতঃ যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করলো সে চরম ভ্রষ্টতায় পতিত হলো”। (আন-নিসা: ১১৬)

ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [الشعراء: ٢١٣]

“কাজেই তুমি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য ইলাহকে ডেকো না, তা না হলে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। (আশ-শুআরা: ২১৩)

ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ

[الزمر: ٦٥ – ٦٦]

“তোমার ও তোমার পূর্ববর্তীদের নিকট এ ব্যাপারে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো তা হলে তোমার সকল আমল নিশ্চয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে আর তুমি অবশ্যই

ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। বরং তুমি একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করো এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও”। (যুমার: ৬৫-৬৬)

ﭽ ﮯ ﮮ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﯓ ﭼ [الأنعام: ٨٨]

“তারা যদি শিরক করতো তা হলে তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যেতো”। (আল-আনআম: ৮৮)

দু‘আ ও ফরিয়াদের মধ্যে পার্থক্য:

ফরিয়াদ বলতে বিপদ থেকে উদ্ধার প্রার্থনাকে বুঝানো হয়। আর দু‘আ হলো ব্যাপক একটি শব্দ। তা কল্যাণ অর্জন এবং অকল্যাণ থেকে মুক্তি উভয়টিকেই বুঝায়। অতএব, প্রত্যেক ফরিয়াদই দু‘আ তবে প্রত্যেক দু‘আ ফরিয়াদ নয়।

২. ইবাদাতমূলক দু‘আ:

ইবাদাতমূলক দু‘আ বলতে যে কোন নেক আমলের মাধ্যমে সাওয়াব কামনা করাকে বুঝানো হয়। অতএব, তা বলতে মূলতঃ সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ইবাদাতকেই বুঝানো হয়। কারণ, এক জন ইবাদাতকারী ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তা কবুল হওয়া ও সাওয়াবের আশা করে। তা হলে আমরা বুঝতে পারলাম, দু‘আ ব্যাপক অর্থে ইবাদাতকেও বুঝায়। এ জন্যই আপনি যদি কোন ঈমানদার ইবাদাতকারীকে জিজ্ঞাসা করেন, সে তার নামায, রোযা, হজ্জ তথা আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর বান্দাহর অধিকার আদায়ের মাধ্যমে কী চায়? তখন তার মুখের আগেই তার অন্তর বলবে: আমি এর মাধ্যমে আমার প্রভুর সন্তুষ্টি ও সাওয়াব এবং তাঁর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা কামনা করি। আর এ জন্যই কোন আমল বিশুদ্ধ ও কবুল হওয়া এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতে তার উত্তম ফল পাওয়া নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল। (আল-কাওয়ায়িদুল-হিসান: ১৫৫)

এ জন্যই এ ইবাদাতমূলক দু‘আ আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা বড় শিরক। কারণ, যে আল্লাহ তা‘আলা

ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে সে বস্তুতঃ যে কোনভাবে তার নিকটবর্তী হতে চায়। যেন সে তার দু‘আটি গ্রহণ করে এবং তাকে সে জন্য সাওয়াব দেয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [غافر: ٦٠]

“তোমাদের প্রতিপালক বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার ইবাদাত করে না তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে”।

(গাফির/মু’মিন: ৬০)

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [الأنعام: ١٦٢ – ١٦٣]

“বলো: আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ সবই সর্ব জগতের প্রভু আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমিই সর্ব প্রথম মোসলমান”। (আল-আনআম: ১৬২-১৬৩)

দু‘আর উভয় প্রকার একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত:

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেলো, দু‘আর উভয় প্রকার একটি অপরটির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ, কোন লাভ অর্জন কিংবা কোন ক্ষতি থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনামূলক দু‘আ করা হয়। আর ভয় ও আশা নিয়ে ইবাদাতমূলক দু‘আ করা হয়। এ থেকেই বুঝা গেলো উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অতএব, প্রত্যেক ইবাদাতমূলক দু‘আ বস্তুতঃ প্রার্থনামূলক দু‘আকে বাধ্য করে। আর প্রত্যেক প্রার্থনামূলক দু‘আ ইবাদাতমূলক দু‘আকে

শামিল করে। (বাদায়িউল-ফাওয়ায়িদ: ৩/৩)

উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দৃষ্টান্তসমূহ:

ক. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ [غافر: ٦٠]

“তোমাদের প্রতিপালক বলেন: তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো” তথা তোমাদের চাহিদা পূরণ করবো এবং তোমাদের আমল কবুল করবো। (গাফির/মু’মিন: ৬০)

এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এরপর বললেন:

ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [غافر: ٦٠]

“যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার ইবাদাত করে না তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে”। (গাফির/মু’মিন: ৬০)

এখানে উক্ত দু‘আকে আল্লাহ তা‘আলা ইবাদাত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ, এক জন প্রার্থনামূলক দু‘আকারী নিজ মুখ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট তার প্রয়োজন পূরণ করা কামনা করে। আর এক জন ইবাদাতকারী তার অবস্থাদৃষ্টে সে তার প্রভুর কাছ থেকে নিজ ইবাদাত কবুল হওয়া এবং এর সাওয়াব এমনকি তার সকল গুনাহর ক্ষমা কামনা করে।

খ. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

ﭽ □ □ □ □ ﭼ [الأعراف: ٢٩]

“তোমরা তাঁর খাঁটি আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ডাকো”।

(আল-আ’রাফ: ২৯)

উক্ত আয়াতে দীন শব্দটিকে ইবাদাতের জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। যা কুর‘আন মাজীদে আরো আছে। তা এটাই প্রমাণ করে যে, দু‘আ হলো ধর্ম ও ইবাদাতের মূল।

তা হলে উপরের আয়াতের অর্থ হবে: যখন তোমরা তাঁর কাছে

কোন কিছু চাবে তখন তা নিষ্ঠার সাথে চাও এবং আনুগত্য ও নেকীর কাজগুলো তাঁর জন্য একান্ত নিষ্ঠার সাথে করো।

গ. আল্লাহ তা'আলার বাণী:

ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ

[يونس: ١٢]

"মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা আমাকে শুয়ে, বসে ও দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে"। (ইউনুস: ১২)

উক্ত আয়াতে দু'আ বলতে প্রার্থনামূলক দু'আকেই বুঝানো হয়। কারণ, এক জন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তার দুর্দশা দূর করারই দু'আ করে।

তেমনিভাবে ইবাদাতমূলক দু'আও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এক জন দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তর এমতাবস্থায় একমাত্র আল্লাহমুখী ও তাঁর রহমতের আশাবাদী হয়ে থাকে। সে তখন নিশ্চিতভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, তার দুর্দশা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই দূর করতে পারেন। আর কেউ নয়। আর এটিই হলো দু'আমূলক ইবাদাত।

ঘ. আল্লাহ তা'আলার বাণী:

ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ [الأعراف: ٥٥]

"তোমরা নিজ প্রভুকে গোপনে বিনয়ের সাথে আহ্বান করো"। (আল-আ'রাফ: ৫৫)

উক্ত আয়াতের اُدْعُوْا শব্দটি উভয় দু'আকেই শামিল করে। যেমনিভাবে প্রার্থনামূলক দু'আ পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ না তার মধ্যে থাকে অধিক বিনয় ও ধারাবাহিকতা এবং অত্যন্ত লুকায়িতভাবে ও নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার সামনে নিজের দীনতা ও মুখাপেক্ষিতার বহিঃপ্রকাশ তেমনিভাবে ইবাদাতমূলক দু'আও পূর্ণতা লাভ করে না যতক্ষণ না তার মধ্যে থাকে ধারাবাহিকতা এবং তার

সাথে সংশ্লিষ্ট হয় বিনয়, গোপনীয়তা ও নিষ্ঠা।

ঙ. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ [الشعراء: ٢١٣]

“কাজেই তুমি আল্লাহর পাশাপাশি অন্য ইলাহকে ডেকো না”। (আশ-শু‘আরা: ২১৩)

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[المؤمنون: ١١٧]

“যে ব্যক্তি বিনা দলীলে আল্লাহর পাশাপাশি অন্য ইলাহকে ডাকে”। (আল-মু’মিনূন: ১১৭)

ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ [الجن: ١٨]

“কাজেই তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না”। (আল-জিন: ১৮)

উক্ত আয়াতগুলো উভয় প্রকার দু‘আকেই শামিল করে। যেমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো নিকট এমন কিছু চায় যা দিতে সে অক্ষম তখন সে কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে তেমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে সেও কাফির ও মুশরিক হয়ে যাবে।

চ. আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ [الأعراف: ١٨٠]

“আল্লাহ তা‘আলার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। কাজেই তোমরা সে নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকো”। (আল-আ’রাফ: ১৮০)

উক্ত আয়াত উভয় দু‘আকেই শামিল করে।

তা প্রার্থনামূলক দু‘আকে এভাবে শামিল করে যে, এক জন প্রার্থনাকারী তার প্রার্থনার ধরন অনুসারে সে আল্লাহ তা‘আলার

একটি নাম পছন্দ করেই সে অনুযায়ী তাঁর নিকট প্রার্থনা করে থাকে। যেমন: কারো আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর দয়া ও ক্ষমার প্রয়োজন হলে সে আল্লাহ তা'আলার "রাহীম" ও "গাফূর" নামের মাধ্যমেই তাঁর নিকট তাঁর দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। তেমনিভাবে কারো রিযিক দরকার হলে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর "রাযযাক" নামের মাধ্যমেই তার রিযিক প্রার্থনা করে। ইত্যাদি।

আর তা ইবাদাতমূলক দু'আকে এভাবে শামিল করে যে, এক জন ইবাদাতকারী আল্লাহ তা'আলার সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমেই তাঁর ইবাদাত করে। প্রথমে সে আল্লাহ তা'আলার একটি মর্যাদাপূর্ণ নামের অর্থ জেনে নেয়। পরবর্তীতে তা নিজ অন্তরে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তা দিয়ে তার অন্তরকে পরিপূর্ণ করে নেয়। অতএব, আল্লাহ তা'আলার যে নামগুলো মহত্ব ও তাঁর বড়ত্ব বুঝায় সে নামগুলো তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান ও মর্যাদায় ভরে দেয়। আর আল্লাহ তা'আলার যে নামগুলো তাঁর দয়া, অনুকম্পা ও রহমত বুঝায় তা তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমতের আশায় ভরে দেয়।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার যে নামগুলো তাঁর ভালোবাসা ও পরিপূর্ণতা বুঝায় তা তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, ইবাদাত ও মুখাপেক্ষিতায় ভরে দেয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার যে নামগুলো তাঁর জ্ঞানের বিশালত্ব ও সূক্ষ্মতা বুঝায় তা তার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলার সার্বিক পর্যবেক্ষণবোধ ও তাঁর লজ্জায় ভরে দেয়।

অন্তরের এ অবস্থাগুলো সত্যিই সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত অবস্থা। এক জন বান্দাহ লাগাতার তার অন্তরকে এ গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলে একদা সেগুলোর টানে তার অন্তর আল্লাহ তা'আলার অনুগত ও বাধ্য হবে। আর অন্তরের আমলগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করলে তার শারীরিক আমলগুলোও পরিপূর্ণ হতে

বাধ্য।

দু'আর ফযীলতসমূহঃ

বস্তুতঃ দু'আর অনেকগুলো বিশেষ বিশেষ ফযীলত রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১. দু'আ করলে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ আদেশ মান্য ও তাঁর আনুগত্য করা হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭼ [غافر: ٦٠]

"তোমাদের প্রতিপালক বলেনঃ তোমরা আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো"। (গাফির/মু'মিনঃ ৬০)

তিনি আরো বলেনঃ

ﭽ □ □ □ □ ﭼ [الأعراف: ٢٩]

"তোমরা তাঁর খাঁটি আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ডাকো"।
(আল-আ'রাফঃ ২৯)

কাজেই এক জন দু'আকারী সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগত ও তাঁর আদেশ মান্যকারী।

২. দু'আ এক জন দু'আকারীকে অহঙ্কার থেকে মুক্ত করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

[غافر: ٦٠]

"যারা অহঙ্কারবশতঃ আমার ইবাদাত করে না তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে"। (গাফির/মু'মিনঃ ৬০)

৩. দু'আই ইবাদাতঃ

নু'মান বিন বশীর < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল @

ইরশাদ করেন:

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

"দু'আই হলো ইবাদাত"।

(তিরমিযী ২৯৬৯ আবূ দাউদ ১৪৭৯ ইবনু মাজাহ ৩৮২৮ সাহীহুল-জামি' ৩৪২৮)

৪. দু'আ আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই মর্যাদাপূর্ণ একটি বস্তু:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدُّعَاءِ

"আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়েও আরো মর্যাদাপূর্ণ কোন বস্তু নেই"।

(আহমাদ: ২/৩৬২ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৭১২ ইবনু মাজাহ ৩৮২৯ তিরমিযী ৩৩৭০ মুস্তাদরাক: ১/৪৯০)

৫. দু'আ আল্লাহ তা'আলার নিকট খুবই প্রিয়:

ইবনু মাস'ঊদ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

سَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ

"তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে কিছু চাওয়াই পছন্দ করেন"।

(তিরমিযী ৩৫৭১ কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন)

৬. দু'আ হলো অন্তরের প্রশস্ততা বৃদ্ধি, চিন্তা ও বিষণ্নতা দূর এবং সমূহ কাজ সহজ হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম:

জনৈক কবি এ ব্যাপারে খুব সুন্দর কথাই বলেছেন:

وَإِنِّيْ لَأَدْعُو اللهَ وَالْأَمْرُ ضَيِّقٌ عَلَيَّ فَمَا يَنْفَكُّ أَنْ يَّتَفَرَّجَا

وَرُبَّ فَتًى ضَاقَتْ عَلَيْهِ وُجُوْهُهُ أَصَابَ لَهُ فِيْ دَعْوَةِ اللهِ مَخْرَجا

"কখনো আমার কোন ব্যাপার সঙ্কটময় হলে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেই সে সঙ্কট দূর হয়ে যায়। অনেক যুবকই যখন তার জীবনের সকল দিক তার জন্য সঙ্কীর্ণ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেই যে কোন সরল পথ তার জন্য খুলে যায়"। ('উয়ূনুল-আখবার: ২/২৮৭)

৭. দু'আ আল্লাহ তা'আলার রোষানল থেকে বাঁচার একটি সহজ উপায়:

বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চায় না আল্লাহ তা'আলা তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চায় না তিনি সত্যিই তার উপর অসন্তুষ্ট হন"।

(আহমাদ: ২/৪৪২ তিরমিযী ৩৩৭৩ ইবনু মাজাহ ৩৮২৭ হাকিম: ১/৪৯১ আল-আদাবুল-মুফরাদ ৫১২)

জনৈক কবি এ ব্যাপারে খুব সুন্দরই বলেছেন। তিনি বলেন:

لاَ تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً وَسَلِ الَّذِيْ أَبْوَابُهُ لاَ تُحْجَبُ

اللهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ وَبُنَيُّ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

"আদম সন্তানের নিকট কখনো তুমি কোন কিছু চাবে না। শুধু তার নিকটই চাও যার দরজাগুলো তোমার জন্য কখনো বন্ধ করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা সত্যিই রাগান্বিত হন যখন তুমি তাঁর নিকট কোন কিছু না চাও। আর আদম সন্তানের নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে সে রাগান্বিত হয়"।

৮. দু'আ মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার উপর একান্ত

ভরসা, তাঁর সার্বিক সহযোগিতা কামনা ও সকল বিষয় তাঁর নিকট সোপর্দ করার নাম।

৯. দু'আর মাধ্যমে মানুষের আত্মসম্মান ও সাহসিকতা বেড়ে যায়। কারণ, এক জন দু'আকারী যখন অত্যন্ত শক্তিশালী সত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে এবং একমাত্র তাঁর নিকটই তার সমস্ত প্রয়োজন উপস্থাপন করে উপরন্তু সর্ব ব্যাপারে তাঁর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয় তখন মানুষের সম্পদের প্রতি তার কোন লোভ থাকে না। তখন সে তাদের অধীনতা ও গোলামি থেকে মুক্তি এবং তাদের দয়ার তুলনা থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পেতে পারে। আর এটিই হলো সত্যিকারের সফলতা।

১০. দু'আ সত্যিই অক্ষমতা থেকে মুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রমাণ বহন করেঃ

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ

"অক্ষম সে যে দু'আ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। আর কৃপণ সে যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে"।

(ইবনু হিব্বান/আল-মাওয়ারিদ ১৯৩৯ সাহীহুল-জামি' ১০৪৪)

সুতরাং মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বোকা, সাহসহীন ও অদূরদর্শী সে যে দু'আ করতে অক্ষম। কারণ, দু'আতে কোন ক্ষতি নেই। তাতে শুধু লাভই লাভ।

১১. দু'আর সুফল সর্বদাই সংরক্ষিত। কখনো তা বৃথা যায় নাঃ

এক জন দু'আকারী যখন দু'আর সকল শর্ত পালন করে তখন সে তার সুফল অবশ্যই পাবে। এমনকি সে নিশ্চিত সফলকাম হবে।

সালমান ফারসী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু লজ্জাশীল দয়ালু। তিনি তাঁর কোন বান্দাহ তাঁর নিকট নিজ দু' হাত উঁচু করে দু'আ করলে তা খালী ফেরত দিতে লজ্জা পান"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৮ হাদীস ১৪৮৮ তিরমিযী: ৫/৫৫৭ ইবনু মাজাহ: ২/১২৭১ হাদীস ৩৮৬৫ বাগাওয়ী: ৫/১৮৫)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْعُوْ بِدُعَاءٍ إِلاَّ آتَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ، أَوْ كَفَّ عَنْهُ مِنْ سُوْءٍ مِثْلَهُ، مَا لَـمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ

"কেউ আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাকে তা দিবেন অথবা তার থেকে সে সমপরিমাণ অকল্যাণ দূর করবেন যতক্ষণ না সে গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দু'আ করে"।

(আহমাদ: ৩/১৮ তিরমিযী ৩৩৮১ সাহীহুল-জামি' ৫৬৭৮)

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُّعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَّدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالَ: إِذاً نُكْثِرُ، قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ

"কোন মোসলমান দু'আ করলে যাতে কোন গুনাহ'র দু'আ

কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের দু'আ নেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর একটি দিবেন: তার আবেদনটি দ্রুত কবুল করবেন কিংবা তা তার পরকালের জন্য সংরক্ষণ করবেন অথবা তার থেকে সে পরিমাণ অকল্যাণ দূর করবেন। বর্ণনাকারী বলেন: তা হলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো। রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ তার চেয়েও বেশি দিতে সক্ষম"।

(আহমাদ: ৩/১৮ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৭১০ তিরমিযী ৩৩৮১, ৩৫৭৩)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَنْصِبُ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا، إِمَّا عَجَّلَهَا لَهُ فِيْ الدُّنْيَا، وَإِمَّا ذَخَّرَهَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ مَا لَـمْ يُعَجِّلْ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا عَجَلَتُهُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: دَعَوْتُ وَدَعَوْتُ، وَلاَ أَرَاهُ يُسْتَجَابُ لِيْ

"কোন মু'মিন আল্লাহ তাআলার দিকে নিজ চেহারা উত্তোলন করে কোন কিছু চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দিয়ে দিবেন। তাকে তা দুনিয়াতে নগদ দিবেন অথবা তা তার আখিরাতের জন্য সংরক্ষণ করবেন যতক্ষণ না সে তড়িঘড়ি করে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! তড়িঘড়ি মানে কী? তিনি বললেন: সে বলবে: আমি অনেক বার দু'আ করেছি; অথচ আমার ডাকে সাড়া দেয়া হয়নি"। (বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৭১১)

১২. দু'আ বিপদ আসার আগেই তা প্রতিরোধের এক বিশেষ মাধ্যম:

সালমান < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

"দু'আই একমাত্র তাকদীরকে প্রতিরোধ করতে পারে"।

(আহমাদ: ৫/২৭৭ তিরমিযী ১৩৯ ইবনু মাজাহ ৯০ সাহীহুল-জামি' ৭৬৮৭)

১৩. দু'আ বিপদ আসার পরও তা বিদূরিত করার একটি বিশেষ মাধ্যমঃ

আব্দুল্লাহ বিন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَمَا سُئِلَ اللهُ شَيْئًا يُعْطَى أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةُ، إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ؛ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ

"যার জন্য দু'আর দরজা খুলে দেয়া হয়েছে যেন তার জন্য রহমতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নিকট দেয়ার মতো যা চাওয়া হয় তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো তাঁর নিকট সুস্থতা কামনা করা। দু'আ আসা না আসা সকল বিপদের ক্ষেত্রেই লাভজনক। তাই হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা সর্বদা দু'আ করো"।

(তিরমিযী ৩৫৪৮ সাহীহুল-জামি' ৩৪০৯ মিশকাত ২২৩৪)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

لاَ يُغْنِيْ حَذَرٌ مِنْ الْقَدْرِ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلاَءَ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"সতর্কতা মূলতঃ তাকদীরের ক্ষেত্রে কোন ফায়েদাই দেয় না। তবে দু'আ আসা না আসা সকল বিপদের ক্ষেত্রেই লাভজনক। নিশ্চয়ই দু'আ বিপদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত লড়তে থাকে"।

(ত্বাবারানী/আদ-দু'আ: ২/৮০০ হাদীস ৩৩ ত্বাবারানী/আওসাত্ব ২৫১৯ হাকিম: ১/৪৯২ বাযযার/কাশফুল-আসতার: ৩/২৯ হাদীস ২১৬৫ সাহীহুল-জামি' ৭৭৩৯ মিশকাত ২২৩৪)

বিপদের সাথে দু'আর তিনটি অবস্থা:

ক. দু'আ বিপদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। তখন সে বিপদকে একেবারে কাছেই আসতে দেয় না।

খ. দু'আ বিপদের তুলনায় অতি দুর্বল। তখন তা বিপদকে কোনভাবেই প্রতিরোধ করতে পারে না। বরং তা ঘটেই যায়। তবুও দু'আ তার প্রকোপকে খানিকটা হলেও কমিয়ে আনে।

গ. উভয়টির কেউই কারোর চেয়ে কম নয়। তখন তারা উভয়েই লাগাতার একে অপরকে প্রতিরোধ করে। তখন তা আর ঘটতে পারে না।

১৪. দু'আ দু'আকারীর অন্তরে আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্ত আলাপের মজা ঢুকিয়ে দেয়:

কখনো কখনো বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট একান্তে নিজের প্রয়োজনগুলো বলতে গেলে আল্লাহ তা'আলা তার সামনে তাঁর একান্ত ভালোবাসা ও তাঁর সত্যিকার পরিচয় এমনকি তাঁর সামনে বান্দাহর সার্বিক কাকুতি-মিনতি ও সমূহ বিনয়ের দরজা খুলে দেন। যা তার মূল প্রয়োজনকেই ভুলিয়ে দেয়। তখন তার এ অবস্থা তার নিকট তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি প্রিয় হয়ে উঠে। যার স্থায়িত্ব সে তখন কামনা করে এবং তা তার নিকট তার প্রয়োজনের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। তখন সে তার প্রয়োজন পূরণের খুশির চেয়েও তার পরিবর্তিত অবস্থায় বেশি খুশি হয়।

(মাদারিজুস-সালিকীন: ২/২২৯)

জনৈক বুযুর্গ বলেন: কখনো আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে আমি তাঁরই নিকট তা চাই। আর ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে আমার একান্ত আলাপচারিতা, তাঁর সঠিক পরিচয় এবং তাঁর সামনে আমার সার্বিক কাকুতি-মিনতি ও সমূহ বিনয়ের মজা আমার অন্তরে ঢুকিয়ে দেন। যার দরুন আমি তখন আমার প্রয়োজন পূরণে দেরি হওয়া এবং সে পরিবর্তিত

অবস্থার দীর্ঘ স্থায়িত্ব আমি কামনা করি। (মাদারিজুস-সালিকীন: ২/২২৯)

১৫. দু‘আ মোসলমানদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টির একটি বিশেষ মাধ্যম:

যখন এক জন মোসলমান তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু‘আ করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তা কবুল করেন। আর তা তার ভেতর-উপর সবটাই এক হওয়া প্রমাণ করে। এমনকি তা তাকওয়া, সত্যবাদিতা এবং মোসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক দৃঢ় সম্পর্কেরও প্রমাণ। আর এরই মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক ভালোবাসার সম্পর্ক আরো জোরদার হয়।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ٱ ب ب ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ

[مريم: ٩٦]

“যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে দয়াময় প্রভু তাদের জন্য ভালোবাসার জন্ম দিবেন”। (মারইয়াম: ৯৬)

ফলে তারা একে অপরকে ভালোবাসবে। আর এ কথা সত্য যে, দু‘আ ঈমান ও আমলেরই অন্তর্গত।

১৬. দু‘আ আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাহদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য:

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবীদের সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭒ ﭓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[الأنبياء: ٩٠]

“তারা (নবী ও রাসূলগণ) সৎকর্মে দৌড়ে আসতো এবং আমাকে ডাকতো আশা ও ভয়ের মাঝে। তেমনিভাবে তারা ছিলো আমার নিকট সুবিনীত”। (আম্বিয়া : ৯০)

তেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নেককার বান্দাহদের সম্পর্কে বলেন:

ﭼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭽ [الحشر: ١٠]

"এ সকল সম্পদ তাদের জন্যও যারা এদের পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পূর্ববর্তী ঈমানদার ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। উপরন্তু কোন ঈমানদার ভাইয়ের প্রতি আমাদের অন্তরে সামান্যটুকুও হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময় পরম দয়ালু"। ('হাশরঃ ১০)

১৭. দু'আ শত্রুর উপর বিজয় ও তাদের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকার একটি বিশেষ মাধ্যমঃ

আল্লাহ তা'আলা তালূত ও তাঁর সেনাদের সম্পর্কে বলেনঃ যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে মেতে উঠলো তখন তারা বললোঃ

ﭼ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭽ [البقرة: ٢٥٠]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের উপর ধৈর্য ঢেলে দিন এবং আমাদের পদযুগলকে দৃঢ় করুন উপরন্তু আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করুন"। (আল-বাক্বারাহঃ ২৫০)

তখন তার পরিণতি হলোঃ

ﭼ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭽ [البقرة: ٢٥١]

"অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে শত্রুদেরকে পরাজিত করলো এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো"। (আল-বাক্বারাহঃ ২৫১)

১৮. দু'আ মযলুম ও দুর্বলদের একান্ত আশ্রয়স্থলঃ

এক জন মযলুম ও দুর্বল ব্যক্তির যখন যালিমের যুলুম থেকে বাঁচার সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়; যখন কেউ আর তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না তখন সে তার দু' হাত উঁচিয়ে পরাক্রমশালী আল্লাহ

তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি কিছু সময় নিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করেন এবং তার জন্য যালিমের কাছ থেকে উচিৎ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

এ জন্যই নূহ ﷺ তাঁর সম্প্রদায়কে বদদু'আ দিয়েছেন যখন তারা তাঁকে দুর্বল ও মিথ্যুক ভেবে তাঁর দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে।

তেমনিভাবে মূসা ﷺও ফিরআউনকে বদদু'আ দিয়েছেন যখন সে তাঁর সাথে হঠকারিতা দেখিয়েছে ও তাঁর আনীত সত্য ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদের উভয়ের দু'আ কবুল করেছেন। ফলে জালিমরা দুনিয়াতেও লঞ্ছিত হয়েছে এবং আখিরাতেও তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

এমনই অবস্থা প্রত্যেক দুর্বল মাযলূমের। সেও যদি তাঁর প্রভুর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর নিকট কঠিন ফরিয়াদ করে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন ও তার ডাকে সাড়া দিবেন। যদিও সে গুনাহগার হোক না কেন।

ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে খুব সুন্দরই বলেছেন:

أَتَهْزَأُ بِالدُّعَاءِ وَتَزْدَرِيْهِ وَمَا تَدْرِيْ بِمَا صَنَعَ الدُّعَاءُ

سِهَامُ اللَّيْلِ لاَ تُخْطِيْ وَلَكِنْ لَهَا أَمَدٌ وَلِلْأَمَدِ انْقِضَاءُ

"তুমি কি দু'আকে অবহেলা ও তা নিয়ে ঠাট্টা করছো। অথচ তুমি জানো না দু'আর কী ক্ষমতা রয়েছে। রাতের তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। তবে তার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। যে সময় এক দিন শেষ হবেই"।

১৯. দু'আ দু'আকারীর আল্লাহ তা'আলার উপর দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁর রুবূবিয়্যাত (প্রতিপালন), উলূহিয়্যাত (ইবাদাত) ও আসমা-সিফাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রমাণ করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলার নিকট এক জন মানুষের দু'আ তাঁর অস্তিত্বের প্রতি তার দৃঢ় বিশ্বাস এবং তিনি যে

অমুখাপেক্ষী, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, দানশীল, দয়ালু, শক্তিশালী ও সকল ইবাদাতের একান্ত উপযুক্ত সেটাই প্রমাণ করে।

দু‘আর শর্তাবলীঃ

দু‘আ ও আল্লাহ তা‘আলার নিকট আশ্রয় কামনা সত্যিই তলোয়ারের ন্যায়। আর তলোয়ারের শুধু ধার থাকলেই চলে না। বরং তার সাথে তা ব্যবহারকারীর শক্তিরও প্রয়োজন। যখন তলোয়ার ভালো, বাহু শক্তিশালী এবং আঘাত করার ক্ষেত্রে কোন অন্তরায় না থাকে তখন তা দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা সহজই হয়। আর এর কোনটার ব্যত্যয় ঘটলে তা আর সঠিক আঘাত করতে সক্ষম হয় না। অতএব, দু‘আ যদি নিজেই সঠিক না হয় আর দু‘আকারীর অন্তর ও মুখ যদি এক না থাকে উপরন্তু তা কবুল হওয়ার পথে কোন বাধা থাকে তা হলে তা নিশ্চিত কার্যকরী হবে না। এ জন্যই সর্ব প্রথম আমাদেরকে দু‘আর শর্তগুলো জানতে হবে। যা নিম্নরূপঃ

১. দু‘আ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার জন্য হতে হবে। তাতে কারো কোন ধরনের অংশীদারিত্ব থাকতে পারবে না। বরং এক জন দু‘আকারীর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি, সাওয়াব ও তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচার ইচ্ছা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ ﭼ [الأعراف: ٢٩]

“বলোঃ আমার প্রভু ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন। আর তোমরা প্রত্যেক নামাযে নিজেদের লক্ষ্য ও মনোযোগকে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ করো। উপরন্তু তোমরা তাঁকে নিজ খাঁটি অন্তকরণে ডাকো। বস্তুতঃ যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবেই তোমরা আবার তাঁর নিকট ফিরে আসবে”। (আল-আ’রাফঃ ২৯)

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [غافر: ١٤]

"কাজেই তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজ খাঁটি অন্তকরণে ডাকো। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে"। (গাফির/মু'মিন: ১৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন:

ﭽ ڎ ڈ ڈ ڎ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ک ک گ گ گ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ں ںڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ﭼ [الزمر: ٣]

"জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই জন্য। আর যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা বলে: আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তারা যে বিষয় নিয়ে এখন নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন সে বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা কাফির ও মিথ্যাবাদীকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন না"। (যুমার : ৩)

তিনি আরো বলেন:

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ں ں ڻ ﭼ [البينة: ٥]

"তাদেরকে শুধু এ আদেশই করা হয়েছে যে, তারা যেন খাঁটি অন্তকরণে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করে"।

(আল-বায়্যিনাহ: ৫)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আমি নবী (ﷺ) এর পেছনেই ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন:

يَا غُلاَمُ! إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ

اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ

“হে কিশোর! আমি তোমাকে কয়েকটি মূল্যবান কথা বলবো যা তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তুমি আল্লাহ তা‘আলার বিধি-বিধান রক্ষা করো তা হলে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা‘আলার বিধি-বিধান রক্ষা করো তা হলে তুমি তাঁকে সর্বদা তোমার সামনেই পাবে। আর কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই চাইবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই কামনা করবে। জেনে রেখো, পুরো বিশ্ববাসী একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন কল্যাণ করতে চায় তা হলে তারা ততটুকুই কল্যাণ করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। আর তারা সকল একত্রিত হয়েও যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তা হলে তারা ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে যা তোমার জন্য বরাদ্দ রয়েছে। মানুষের ভাগ্য লেখার কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আর বালাম বই শুকিয়ে গেছে”। (তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬)

আর আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া মানে তাঁকে ডাকা ও তাঁর নিকট কোন কল্যাণের আশা করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

[النساء: ٣٢]

“আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ”। (আন-নিসা: ৩২)

২. দু‘আর ক্ষেত্রে সর্বদা রাসূল ﷺ এর আদর্শের অনুসরণ করতে হবে:

আর এটি সকল ইবাদাতেরই শর্ত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ﭽ [الكهف: ١١٠]

“বলো: আমি তোমাদেরই ন্যায় এক জন মানুষ। তবে আমার নিকট এ ব্যাপারে ওহী করা হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মা’বূদ একমাত্র এক জনই। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন নেক আমল করে আর তার প্রভুর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে”। (আল-কাহফ: ১১০)

উক্ত আয়াতে নেক আমল বলতে সে আমলকেই বুঝানো হয় যা হবে একান্ত শরীয়ত সম্মত আর যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি। তাই দু‘আ ও যে কোন আমল একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি ও রাসূল ﷺ আনীত শরীয়ত মাফিক হতে হবে।

(ইবনু কাসীর: ৩/১০৯)

এ জন্যই ফুযাইল বিন ইয়ায (রাহিমাহুল্লাহ) নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [الملك: ١ – ٢]

“অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সর্বময় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন। যাতে তিনি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যকার কে সর্বোত্তম আমলকারী? তিনি পরাক্রমশালী অতি ক্ষমাশীল”। (আল-মুলক: ১-২)

তিনি বলেন: উক্ত আয়াতে সর্বোত্তম আমল বলতে খাঁটি ও সঠিক আমলকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁর ছাত্ররা বললো: হে আবূ ইয়া’লা! আপনি খাঁটি ও সঠিক আমল বলতে কোন আমলকে বুঝাচ্ছেন? তিনি বললেন: আমল যদি খাঁটি হয় তবে তা সঠিক না হয় তা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর যদি তা সঠিক হয় তবে

তা খাঁটি না হয় তা হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যতক্ষণ না তা একই সঙ্গে খাঁটি ও সঠিক হয়। আর আমল খাঁটি হয় যখন তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য হয়। তেমনিভাবে তা সঠিক হয় যখন তা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত মাফিক হয়।

(মাদারিজুস-সালিকীন: ২/৮৯)

এরপর তিনি পড়লেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ﭼ [الكهف: ١١٠]

“বলো: আমি তোমাদেরই ন্যায় এক জন মানুষ। তবে আমার নিকট এ ব্যাপারে ওহী করা হয় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের মা’বূদ একমাত্র এক জনই। কাজেই যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন নেক আমল করে আর তার প্রভুর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে”। (আল-কাহফ: ১১০)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ [النساء: ١٢٥]

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা আরো উত্তম আনুগত্যশীল কে হতে পারে যে নিজকে নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর অধীন করতে পেরেছে এবং সে সঠিকভাবে ইব্রাহীমের দীনকে অনুসরণ করেছে। বস্তুতঃ ইব্রাহীমকে আল্লাহ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন”। (আন-নিসা: ১২৫)

তিনি আরো বলেন:

ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
[لقمان: ٢٢]

“যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল হয়ে আল্লাহর নিকট নিজকে সোপর্দ করলো সে বস্তুতঃ একটি শক্ত হাতল ধরেছে। মূলতঃ আল্লাহর

দিকেই সকল বিষয়ের পরিণাম ন্যস্ত”। (লুকমান: ২২)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে নিজকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করার মানে যে কোন আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া। আর তা সুন্দরভাবে করা মানে তা নবী ﷺ এর সুন্নাত ও তাঁর দেখানো নিয়ম অনুসারেই করা।

তাই প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য তার যে কোন আমলে একমাত্র নবী ﷺ এর অনুসরণ করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ [الأحزاب: ٢١]

“তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে”। (আহ্‌যাব: ২১)

ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
[آل عمران: ٣١]

“তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা যদি সত্যিই আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবেসে থাকো তা হলে তোমরা অবশ্যই আমার অনুসরণ করো। তা হলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তা‘আলা অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু”। (আলি ‘ইমরান: ৩১)

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [الأعراف: ١٥٨]

“তোমরা তাঁর অনুসরণ করো। যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পারো”। (আল-আ’রাফ: ১৫৮)

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ

[النور: ٥٤]

"বলো: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য না করো তা হলে জেনে রাখো, তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী। আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা যদি তার আনুগত্য করো তা হলে সঠিক পথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্বই হলো সুস্পষ্টভাবে মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া"। (নূর: ৫৪)

আর এ কথা সত্য যে, কোন আমল নবী ﷺ এর শরীয়ত মাফিক না হলে তা প্রত্যাখ্যাত।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি আমার আনীত ধর্মের নামে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা তাতে নেই তা সত্যিই প্রত্যাখ্যাত"।

(বুখারী/ফাতহ: ৫/৩৫৫ হাদীস ২৬৯৭ মুসলিম/নাওয়াওয়ী: ১২/১৬ হাদীস ৩২৪৮)

মুসলিম শরীফের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যা আমার আনীত ধর্মে নেই তা সত্যিই প্রত্যাখ্যাত"। (মুসলিম ৩২৪৯)

৩. আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, তিনিই একমাত্র আমার এ ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ [النحل: ٤٠]

“আমি কোন বিষয়ের ইচ্ছে করলে তৎক্ষণাৎ বলি: “হয়ে যাও”। তখন তা হয়ে যায়”। (আন-নাহল: ৪০)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ [يس: ٨٢]

“তাঁর ব্যাপারটি কেবল এ রকম যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছে করেন তখন তিনি তাকে বলেন: “হয়ে যাও” তখন তা হয়ে যায়”। (ইয়াসীন: ৮২)

এক জন মোসলমানের বিশ্বাস নিজ প্রভুর উপর তখনই বেড়ে যায় যখন সে মনে করে যে, সকল কল্যাণ ও বরকতের ভাণ্ডার একমাত্র তাঁরই কাছে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭻ ﭾ ﭽ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [الحجر: ٢١]

“এমন কোন জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। তবে আমি সেগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণেই নাযিল করে থাকি”। (আল-হিজর: ২১)

আবূ যর < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ এক হাদীসে কুদসীতে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে বলেন:

... يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْـمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ

“হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিন একই জায়গায় অবস্থান করে প্রত্যেকে আমার নিকট তার নিজ প্রয়োজন উত্থাপন করে আর আমি প্রতিটি মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেই তা হলে আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমবে যতটুকু

কমে যায় সাগরের পানি যখন তাতে সুঁই ঢুকিয়ে তা উঠিয়ে নেয়া হয়"। (মুসলিম: ২৫৭৭)

এটি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বুঝায়। পাশাপাশি এটাও বুঝায় যে, তাঁর ভাণ্ডার কখনো শেষ হওয়ার নয়। যদিও দুনিয়ার পূর্বাপর সকল মানুষ ও জিনকে তাদের প্রার্থনাগুলো একই সময়ে পূরণ করে দেয়া হয়। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেন:

يَدُ اللهِ مَلْأَى لاَ يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ

"আল্লাহর হাত পরিপূর্ণ। দান-খয়রাত কখনো তা কমিয়ে দেয় না। তা রাত-দিন বিলিয়েই যাচ্ছে। তোমরা কি খেয়াল করেছো, আকাশ ও জমিন সৃষ্টির শুরু থেকে তাঁর দান-খয়রাত তাঁর হাতে থাকা ভাণ্ডার এতটুকুও কমাতে পারেনি। তাঁর আরশ পানির উপর। তাঁর হাতেই পাল্লা। তিনি কখনো তা নামান আবার কখনো উঠান"। (বুখারী ৪৬৮৪, ৭৪১১ মুসলিম ৯৯৩ তিরমিযী ৩০৪৫)

এক জন মোসলমান যখন এ ব্যাপারটি জানবে তখন সে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়েই দু'আ করবে।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

ادْعُوْا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ

"তোমরা দু'আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আল্লাহকে ডাকো"। (আহমাদ: ২/১৭৭ হাকিম: ১/৪৯৩ তিরমিযী ২৭৬৬)

এ জন্যই নবী ﷺ বলেছেন: যদি কোন মোসলমান দু'আর শর্ত ও আদবসমূহ রক্ষা করে উপরন্তু তা কবুলের বাধাসমূহ থেকে দূরে থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করে তখন তিনি

অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেন।

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী, জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَّصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالَ: إِذاً نُكْثِرُ، قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ

"কোন মোসলমান দু'আ করলে যাতে কোন গুনাহ'র দু'আ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের দু'আ নেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর একটি দিবেন: তার আবেদনটি দ্রুত কবুল করবেন কিংবা তা তার পরকালের জন্য সংরক্ষণ করবেন অথবা তার থেকে সে পরিমাণ অকল্যাণ দূর করবেন। বর্ণনাকারী বলেন: তা হলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো। রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ তার চেয়েও বেশি দিতে সক্ষম"।

(আহমাদ: ৩/১৮ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৭১০ তিরমিযী ৩৩৮১, ৩৫৭৩)

৪. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই চাইতে হবে, শুধু তাঁর নিকটই আশ্রয় কামনা করতে হবে এবং তাঁর নিকটই ফরিয়াদ করতে হবে। কারণ, তিনিই একমাত্র তার লাভ করতে পারেন এবং তাকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন।

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ [النمل: ٦٢]

"নাকি তিনিই যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাবে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করেন"। (আন-নামল: ৬২)

এটিই হলো জ্ঞান ও বিশ্বাসগত তাওহীদ। যা তাওহীদে রুবূবিয়্যারই অন্তর্গত।

অতএব, আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া আর কারো কাছে কোন কিছু চাওয়া যাবে না এবং আল্লাহ তা‘আলার পাশাপাশি আর কাউকে ডাকা যাবে না। কারণ, তা শিরক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [الجن: ١٨]

“আর মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কাউকে ডেকো না”।

(আল-জিন্ন: ১৮)

এ দিকে নবী ﷺ একদা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বলেন:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ

“কিছু চাইলে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই চাইবে। কোন সহযোগিতার প্রয়োজন হলে তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই কামনা করবে”। (তিরমিযী, হাদীস ২৫১৬)

আর এটিই হলো কার্যগত তাওহীদ যা তাওহীদে উলূহিয়্যারই অন্তর্গত।

৫. দু‘আর সময় আল্লাহ তা‘আলার প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও মনোযোগী হওয়া। উপরন্তু তাঁর নিকট সাওয়াবের আশাবাদী ও তাঁর শাস্তির ভয়ে ভয়ার্ত হওয়া।

আল্লাহ তা‘আলা যাকারিয়া ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ﭼ [الأنبياء: ٨٩ – ٩٠]

“আরো স্মরণ করো যাকারিয়ার কথা যখন সে তার প্রভুকে

ডেকে বললোঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সন্তানহীন করে রাখবেন না। যদিও আপনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আমি তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া নামক একটি ছেলে। আর আমি সে জন্য তার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বটুকুও দূর করে দিয়েছিলাম। বস্তুতঃ এরা ছিলো কল্যাণের কাজে ক্ষিপ্রগতী। আর তারা আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকতো। উপরন্তু তারা ছিলো আমার প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী”।

(আল-আম্বিয়াঃ ৮৯-৯০)

এ জন্য এক জন মোসলমানের অবশ্য কর্তব্য হবে নিজ দু‘আয় পুরো মনোযোগী হওয়া। ইমাম ইবনু রাজাবের মতে এটি দু‘আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ শর্ত। (জামি‘উল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৪০৩)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী @ ইরশাদ করেনঃ

ادْعُوْا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ لاَ يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ

“তোমরা দু‘আ কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আল্লাহকে ডাকো। আর এ কথা জেনে রাখো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা কোন অবহেলাকারী গাফিলের অন্তরের ডাকে সাড়া দেন না”।

(আহমাদঃ ২/১৭৭ হাকিমঃ ১/৪৯৩ তিরমিযী ২৭৬৬)

এ দিকে আল্লাহ তা‘আলা নিজেই যিকির ও দু‘আয় তাঁর প্রতি অত্যন্ত বিনয়ী ও মনোযোগী হওয়ার আদেশ করেন। তিনি বলেনঃ

ﭽ ۋ ۋ ې ې ﯦ ﯦ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ ﭼ [الأعراف: ٢٠٥]

“তুমি নিজ প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় মনে মনে বিনয় ও ভয়-ভীতি নিয়ে অনুচ্চস্বরে স্মরণ করো। কখনো গাফিলদের দলভুক্ত হয়ো না”।

(আল-আ’রাফঃ ২০৫)

৬. দৃঢ়তার সাথে দু'আ করাঃ

এক জন মোসলমানের কর্তব্য হলো অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তার প্রভুর নিকট কোন কিছু কামনা করা। এ জন্যই নবী ﷺ দু'আর মধ্যে কোন ফাঁক রাখতে নিষেধ করেছেন।

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمْ فِيْ الدُّعَاءِ، وَلاَ يَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ، فَإِنَّ اللهَ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ

"যখন তোমাদের কেউ দু'আ করে তখন সে যেন দৃঢ়তার সাথে তা করে। সে যেন এমন না বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে দিন। কারণ, আল্লাহ তা'আলাকে বাধ্য করার কেউ নেই"।

(বুখারী ৬৩৩৮ মুসলিম ২৬৭৮)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمِ الْمَسأَلَةَ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ

"তোমাদের কেউ যেন দু'আর সময় কস্মিনকালেও এমন কথা না বলে যে, হে আল্লাহ! আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি চাইলে আমাকে দয়া করুন। বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে কোন কিছু চায় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট বড় কিছু আশা করে। কারণ, তাকে কোন কিছু দেয়া আল্লাহ তা'আলার জন্য কঠিন নয়"। (বুখারী ৩৩৯ মুসলিম ২৬৭৯)

৭. দ্রুত দু'আ কবুল হওয়া কামনা না করাঃ

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَـمْ يَعْجَلْ، يَقُوْلُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ

"তোমাদের যে কারো দু'আ কবুল করা হবে যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। মানে সে এমন বলে যে, আমি তো দু'আ করেছি; অথচ আমার দু'আ কবুল করা হয়নি"। (বুখারী ৬৩৪০ মুসলিম ২৭৩৫)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَـمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَـمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ، وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ

"সর্বদা বান্দাহর দু'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ করে। যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করা মানে? তিনি বললেন: সে এমন বলে যে, আমি দু'আ করেছি। আমি দু'আ করেছি; অথচ আমি এখনো আমার দু'আ কবুল হতে দেখিনি। তখন সে বিরক্ত হয়ে আর দু'আ করে না"।

(মুসলিম ২৭৩৬ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৫৪)

৮. যে কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ না করে শুধুমাত্র কল্যাণের দু'আ করা:

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য শুধুমাত্র কল্যাণের দু'আই করতে হবে।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَـمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ

"বান্দাহর দু'আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু'আ করে"।

(মুসলিম ২৭৩৫ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৫৫ তাবারানী/দু‘আ ৮২)

৯. শরীয়ত সম্মত দু‘আ করাঃ

এক জন দু‘আকারীর উচিৎ কুর‘আন ও হাদীসে বর্ণিত দু‘আগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করা। অন্ততপক্ষে সে এমন দু‘আ করবে না যার মাঝে বিদ‘আত রয়েছে। যেমনঃ রাসূল ﷺ এর সম্মান ও মর্যাদার উসিলায় দু‘আ করা। এমনকি সে এমন দু‘আও করবে না যার মাঝে শিরক রয়েছে। যেমনঃ বিপদে পড়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মৃত কিংবা অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ডাকা।

১০. দু‘আকারীর খাদ্য ও পানীয় হালাল হওয়া। যা দু‘আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ শর্তই বটে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ [المائدة: ٢٧]

“আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের আমলই কবুল করেন”।

(আল-মায়িদাহঃ ২৭)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ، لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْـمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ:

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ

[المؤمنون: ٥١]

وَقَالَ: ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ

[البقرة: ١٧٢]

ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তাই তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সে আদেশই করেছেন যে আদেশ তিনি করেছেন নবীদেরকে। তিনি বলেন: "হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তুগুলো খাও। আর নেক আমল করো। নিশ্চয়ই আমি তোমরা যা করো তা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত"। তিনি আরো বলেন: "হে মু'মিনরা! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খাও। আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করো। যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাকো"। এরপর রাসূল ﷺ এমন এক লোকের কথা উলে-খ করলেন। যে দীর্ঘ সফররত। যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও ধূলিধূসরিত। সে তার নিজ দু' হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বলে: হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম। তার পানীয় হারাম। তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। এমনকি তার ভোগ্য সব কিছুই হারাম। তাই তার দু'আ কীভাবে কবুল হবে!" (মুসলিম ১০১৫ তিরমিযী ২৯৮২)

১১. দু'আ করতে করতে যেন কোন ফরয নামাযের সময় চলে না যায়।

যেমন: আসর ও ফজর ইত্যাদি।

দু'আর আদবসমূহ:

দু'আ কবুল হওয়ার জন্য যেমন কিছু শর্ত রয়েছে তেমনিভাবে তার পরিপূর্ণতার জন্য কিছু আদবও রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১. দু'আর পূর্ব ও পরে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করা:

ফাযালাহ বিন উবাইদুল্লাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর নামাযশেষে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দয়া করুন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّيْ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ

"হে মুসল-ী! তুমি তো তাড়াতাড়ি করে ফেলেছো। নামায পড়ে বসলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়বে। এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে"। (তিরমিযী ৩৪৭৬ আবূ দাউদ ১৪৮১ সহীহুল-জামি' ৩৯৮৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তখন তাঁকে ও অন্যান্য সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

"তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে অতঃপর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়ে। এরপর সে যা চায় দু'আ করে"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৭ হাদীস ১৪৮১ তিরমিযী: ৫/৫১৬ হাদীস ৩৪৭৭)

এরপর রাসূল ﷺ আরেক জন সাহাবীকে দেখলেন তিনি নামাযশেষে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও তাঁর প্রশংসাশেষে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়লেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন:

أَيُّهَا الْمُصَلِّيْ! اُدْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ

"হে মুসল-ী! তুমি দু'আ করো। তোমার দু'আ কবুল করা

হবে। তুমি প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে"।

(নাসায়ী: ৩/৪৪ হাদীস ১২১৭ তিরমিযী: ৫/৫১৬ হাদীস ৩৪৭৬)

উমর ও আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

"বস্তুতঃ প্রতিটি দু'আ পর্দার আড়ালেই থেকে যাবে যতক্ষণ না নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করা হবে"।

(তিরমিযী ৪৮৬ দাইলামী/আল-ফিরদাউস ৪৭৯১)

আলী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

"বস্তুতঃ প্রতিটি দু'আ পর্দার আড়ালেই থেকে যাবে যতক্ষণ না মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর দরূদ পাঠ করা হবে"।

(তাবারানী/আওসাত: ৪/৪৪৮ হাইসামী/মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ১০/১৬০)

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নামায পড়ছিলাম। আর নবী ﷺ, আবূ বকর ও উমর আমার পাশেই ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি নামাযশেষে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়ে আমার জন্য দু'আ করছিলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ

"তুমি চাও। তোমাকে দেয়া হবে। তুমি চাও। তোমাকে দেয়া হবে"। (তিরমিযী: ২/৪৮৮ মিশকাত: ১/২৯৪ হাদীস ৯৩১)

ইমাম ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: দু'আর সময় নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়ার তিনটি পর্যায় রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

ক. দু'আর পূর্বেই আল্লাহর প্রশংসার পর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়া হবে।

খ. দু'আর শুরু, মাঝ ও শেষে তাঁর উপর দরূদ পড়া হবে।

গ. দু'আর শুরু ও শেষে তাঁর উপর দরূদ পড়া হবে।

২. দু'আর সময় নিজের গুনাহ ও অপরাধ স্বীকার করা:

এ জন্যই তো ইউনুস (আলাইহিস-সালাম) এর দু'আকে সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ বলে ধরে নেয়া হয়। কারণ, তাতে আল্লাহর তাওহীদের স্বীকৃতির পাশাপাশি নিজের দোষ ও যুলুমকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [الأنبياء: ٨٧]

"অতঃপর সে গভীর অন্ধকার থেকে ডেকে বললো: আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। বস্তুতঃ আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত"। (আম্বিয়া: ৮৭)

তেমনিভাবে আমাদের সামনে রয়েছে সায়্যিদুল-ইস্তিগফার। যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার বলা হয়। যার শ্রেষ্ঠত্বের কারণই হলো নিজের কৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি।

শাদ্দাদ বিন আউস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন: সায়্যিদুল ইস্তিগফার তথা সর্বোচ্চ পর্যায়ের ইস্তিগফার হলো এক জন বান্দা এমন বলবে:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দাহ। আমি আপনাকে দেয়া ওয়াদা ও অঙ্গীকার সাধ্যমত রক্ষা করে যাচ্ছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয়

চাচ্ছি। আমি আপনার দেয়া নিয়ামতের স্বীকৃতি ও আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত পাপ মোচনকারী আর কেউ নেই।

নবী ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দিনের বেলায় উক্ত ইস্তিগফার পড়ে সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতী। তেমনিভাবে যে তা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রাত্রি বেলায় পড়ে সকাল হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করবে সেও জান্নাতী”।

(বুখারী ৬৩০৬ আবু দাউদ ৫০৭২ তিরমিযী ৩৩৯৩ ইবনু মাজাহ ৩৮৭২)

৩. সর্বাবস্থায় দু‘আ করা:

এক জন দু‘আকারীর উচিৎ সুখে-দুঃখে, আরামে-কষ্টে তথা সর্ববস্থায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট প্রার্থনা করা।

আবূ হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِيْ الرَّخَاءِ

“যার এ কথা পছন্দ হয় যে, আল্লাহ তা‘আলা বিপদ-আপদে তার ডাকে সাড়া দিক তা হলে সে যেন তার সুখের সময় বেশি বেশি দু‘আ করে”।

(তিরমিযী ৩৩৮২ হাকিম: ১/৫৪৪ তাবারানী/দু‘আ ৪৪, ৪৫ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ৫৯৩ সহীহুল-জামি’ ৬২৯০)

আল্লাহ তা‘আলা ইউনুস (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

[الصافات: ١٤٣ – ١٤٤]

“সে যদি পূর্ব থেকেই আল্লাহর তাসবীহ তথা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনাকারী না হতো তা হলে নিশ্চয়ই তাকে পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হতো”। (আস-সাফফাত: ১৪৩-১৪৪)

৪. নিজ, নিজের ধন-সম্পদ, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ-দু‘আ না করা:

কারণ, দু‘আর উদ্দেশ্যই তো হলো কল্যাণ উপার্জন ও অকল্যাণ থেকে বাঁচা। আর নিজ, নিজের ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গের উপর বদ-দু‘আ করে তো কোন লাভ নেই। বরং তাতে নিজেরই ক্ষতি। কেউ কি আজ পর্যন্ত নিজ, নিজের ধন-সম্পদ ও পরিবারবর্গ ধ্বংসের মাধ্যমে কোন লাভ করতে পেরেছে?

জাবির < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক ব্যক্তি নিজ উটকে লা’নত করলে রাসূল ৠ জিজ্ঞাসা করলেন: কে তার উটটিকে লা’নত করেছে? লোকটি বললো: আমি, হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি বলেন:

اِنْزِلْ عَنْهُ، فَلاَ تَصْحَبْنَا بِمَلْعُوْنٍ، لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوْا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لاَ تُوَافِقُوْا مِنَ اللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيْهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيْبَ لَكُمْ

“তুমি উটটির পিঠ থেকে নেমে যাও। অভিশপ্ত উট নিয়ে তুমি আমাদের সাথে চলো না। তিনি আরো বললেন: তোমরা নিজ এবং নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর বদ-দু‘আ করো না। যাতে তোমাদের বদ-দু‘আ এমন এক সময়ে না হয় যখন যাই চাওয়া হবে তাই দেয়া হবে”। (মুসলিম ৩০০৯ আবূ দাউদ ১৫৩২)

৫. উচ্চস্বরে দু‘আ না করা। বরং এক জন দু‘আকারী তার দু‘আটুকু করবে সে নিচু স্বরে ও গোপনে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

[الأعراف: ٥٥]

“তোমরা নিজ প্রভুকে বিনয়ের সাথে ও গোপনে আহ্বান করো।

নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না”।

(আল-আ’রাফ: ৫৫)

তিনি আরো বলেন:

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ ﭼ [الأعراف: ٢٠٥]

“তুমি নিজ প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় মনে মনে বিনয় ও ভয়-ভীতি নিয়ে অনুচ্চস্বরে স্বরণ করো। কখনো গাফিলদের দলভুক্ত হয়ো না”।

(আল-আ’রাফ: ২০৫)

আবূ মূসা < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একদা নবী ﷺ এর সাথে সফরে ছিলাম। আর ইতিমধ্যে লোকজন উচ্চস্বরে তাকবীর দিতে শুরু করলো। তখন নবী ﷺ বললেন:

أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِباً، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعاً قَرِيْباً، وَهُوَ مَعَكُمْ

“হে মানুষ! তোমরা নিজেদের উপর দয়া করো। নিশ্চয়ই তোমরা বধির ও অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না। বরং তোমরা ডাকছো এক মহান নিকটবর্তী সর্বশ্রোতাকে। যিনি তোমাদের সাথেই আছেন”। (বুখারী ৪২০৫ মুসলিম ২৭০৪)

এখানে সাথে থাকা মানে, তাঁর জ্ঞান ও জানাশুনা নিয়ে সাথে থাকা। কারণ, সাথে থাকা দু’ ধরনের: সাধারণ সাথে থাকা। আর বিশেষভাবে সাথে থাকা। সাধারণ সাথে থাকা মানে, তাঁর জ্ঞান ও জানাশুনা নিয়ে সাথে থাকা। অথচ তিনি তাঁর আরশের উপরেই আছেন যেভাবে তাঁর থাকা দরকার। তিনি তাঁর বান্দাহর অন্তরের খবরও রাখেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই লুক্কায়িত নয়। আর বিশেষভাবে সাথে থাকা মানে, সাহায্য-সহযোগিতা, তাওফীক ও ইলহামের মাধ্যমে শুধু তাঁর মু’মিন বান্দাহদের সাথে থাকা।

এ ছাড়াও নিচু স্বরে দু‘আ করার মধ্যে অনেকগুলো ফায়েদা

রয়েছে। যা আল্লামাহ ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "বাদাইউল-ফাওয়ায়িদ" নামক কিতাবে বর্ণনা করেন। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

ক. তা মহৎ ঈমানের পরিচায়ক। কারণ, এ জাতীয় দু'আকারী তার মনেপ্রাণে এ কথা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তার লুক্কায়িত দু'আ শুনতে পান। সে ওই ব্যক্তির মতো নয় যে বলে: আল্লাহ তা'আলা জোরে বললেই শুনতে পান। আস্তে বললে নয়।

খ. এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সাথে সবচেয়ে বেশি আদব ও সম্মান রক্ষা করা হয়। এ জন্য দুনিয়াতেও রাষ্ট্রপতিদেরকে বেশি উচ্চস্বরে সম্বোধন করা হয় না। বরং তাদের সাথে তাদের শুনা আন্দায আওয়াযেই কথা বলা হয়। যারা তাদের সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলে তাদেরকে সাধারণত তারা ভালোবাসেন না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন সকল লুক্কায়িত কথাও শুনতে পান তখন তাঁর সাথে নিচু স্বরে কথা বলাই আদব রক্ষার শামিল।

গ. তা বিনয় ও নম্রতার জন্য বিশেষ সহায়ক। যা দু'আর মূলমন্ত্রই বটে। কারণ, এক জন বিনয়ী ও বিনম্র দু'আকারী বিনয়ের স্বরেই প্রার্থনা করে থাকে। যা উচ্চ স্বরের সাথে কোনভাবেই মানায় না।

ঘ. তা ইখলাসের জন্যও বিশেষ সহায়ক।

ঙ. তা একাগ্রতার জন্যও বিশেষ সহায়ক। কারণ, উচ্চ স্বর সাধারণত একাগ্রতাকে বিনষ্ট করে।

চ. তা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যও প্রমাণ করে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার খুব নিকটে বলেই তো সে তাঁর কাছে নিচু স্বরেই তার আবেদনটুকু জানাচ্ছে। যেমন: নিকটের মানুষের সাথে আস্তেই কথা বলা হয়।

ছ. তা দীর্ঘ সময় প্রার্থনা করার জন্যও বিশেষ সহায়ক। কারণ, এমতাবস্থায় তার মুখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হয় না। ঠিক এরই বিপরীতে আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে থাকলে

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার তার মুখ ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হতে থাকে। যেমন: কেউ কোন কিছু উচ্চ স্বরে বার বার পড়লে তা দীর্ঘক্ষণ পড়তে পারে না। বরং আস্তে পড়লেই দীর্ঘক্ষণ কোন কিছু পড়া সম্ভব।

জ. তা দু'আকারীকে যে কোন ধরনের বাধা ও বিশৃঙ্খলা থেকে দূরে রাখতে সহায়ক। কারণ, দু'আকারী যখন আস্তে আস্তে দু'আ করে তখন তার আশপাশের কেউই তার ব্যাপারে টের পায় না। তখন কোন ধরনের বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হয় না। আর যখন সে জোরে জোরে দু'আ করে তখন তার আশপাশের মানুষ ও জিন শয়তানগুলো তার অবস্থান সম্পর্কে টের পেয়ে যায়। তখন তারা তার দু'আয় যে কোন ধরনের বাধা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। শুধু দু'আর ব্যাপারে তার হিম্মতটুকু নষ্ট করে দিতে পারলেই তা তাদের জন্য যথেষ্ট। এ ব্যাপারে যাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি ভালোই বুঝবেন। আর দু'আ আস্তে করলে এ সকল ঝামেলা থেকে কিছুটা হলেও বাঁচা যায়।

ঝ. এর মাধ্যমে হিংসাকারীদের অনিষ্ট থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। এক জন মু'মিনের জন্য সর্ববৃহৎ নিয়ামত হলো আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়া, তাঁর ইবাদাত করা ও তাঁর প্রতি সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়া। আর প্রত্যেক নিয়ামতের ধরন অনুযায়ী তার হিংসাকারীরাও বিদ্যমান। তাই এটি এক জন ঈমানদারের সর্ববৃহৎ নিয়ামত হওয়ার দরুন এর হিংসাকারীরাও সর্বদা বিদ্যমান। আর এক জন হিংসায় পতিত লোকের জন্য তার নিয়ামতটুকু হিংসাকারী থেকে লুকিয়ে রাখাই সবচেয়ে বেশি নিরাপদ। বহু আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানুষই তার একনিষ্ঠতার কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়ার পর তা দ্রুত তার হাতছাড়া হয়ে যায়।

(বাদাইউল-ফাওয়ায়িদ: ৩/৬-১০ মাজমূউল-ফাতাওয়া/ইবনু তাইমিয়্যাহ: ১৫/১৫-২০)

৬. অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতাসহ দু‘আ করাঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

ﭽ ۋ ﯼ ﯾ ﭗ ﭘ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[الأنعام: ٤٢ – ٤٣]

“অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-ক্লেশ দিয়ে পাকড়াও করেছি যাতে তারা বিনীত হয়। আমার শাস্তি যখন তাদের নিকট এসে গেলো তখন যদি তারা নম্র ও বিনয়ী হতো! না, তা হয়নি। বরং তাদের অন্তর আরো শক্ত হয়ে গেলো। আর তারা যা করছিলো শয়তান সেগুলোকে তাদের জন্য আরো সুশোভিত করে তুললো”। (আন‘আম: ৪২-৪৩)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেনঃ

ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ [الأنعام: ٦٣]

“বলোঃ যখন তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তাঁকে ডাকো তখন তোমাদেরকে জল-স্থলের অন্ধকার থেকে কে রক্ষা করে? তোমরা বিপদে পড়লে এমন বলো যে, আপনি যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন তা হলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হবো”। (আন‘আম: ৬৩)

তিনি আরো বলেনঃ

ﭽ ۋ ۋ ﯼ ﯾ ﭗ ﭘﭼ [الأعراف: ٢٠٥]

“তুমি নিজ প্রভুকে মনে মনে বিনয় ও ভয়-ভীতি নিয়ে স্মরণ করো”। (আল-আ’রাফ: ২০৫)

৭. লাগাতার দু‘আ করতে থাকাঃ

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ

أَلِظُّوْا بِيَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ

"তোমরা "ইয়া যাল-জালালি ওয়াল-ইকরাম" তথা হে মহান মহীয়ান বলে বার বার দু'আ করতে থাকো"। (তিরমিযী ৩৭৭৩-৩৭৭৫)

অতএব, এক জন বান্দাহ আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব, মাবূদ হওয়া এবং তাঁর নাম ও গুণাবলী বার বার উচ্চারণ করে তাঁর নিকট বেশি বেশি দু'আ করবে। আর এরই মাধ্যমে দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الرَّجُلُ يُطِيْلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"জনৈক ব্যক্তি যে দীর্ঘ সফররত। যার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও ধূলিধূসরিত। সে তার নিজ দু' হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বলে: হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু!" (মুসলিম ১০১৫ তিরমিযী ২৯৮২)

উক্ত হাদীস বার বার দু'আ করা বুঝায়।

৮. জায়িয কোন উসিলার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া:

যা কয়েক প্রকার:

ক. আল্লাহ তা'আলার কোন নাম ও গুণাবলীর উসিলা ধরা: যেমন সে বলবে: হে আল্লাহ! আমি আপনার ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম করুণাময়। আমি আপনার নিকট এ সাক্ষ্যর উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে দয়া করুন। আমাকে ক্ষমা করুন।

সে এমনও বলতে পারে যে, হে রহমান! আপনি আমাকে দয়া

করুন। হে করীম! আপনি আমার উপর করুণা করুন। এমনকি সে এও বলতে পারে যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার সে দয়ার উসিলায় যা সকল বস্তুকে ঘিরে আছে এ প্রার্থনা করছি কিংবা বলবে, আমি আপনার দয়ার উসিলায় আপনার নিকট ফরিয়াদ করছি।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [الأعراف: ١٨٠]

“আল্লাহ তা‘আলার অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। কাজেই তোমরা সে নামগুলোর মাধ্যমে তাঁকে ডাকো”।

(আল-আ’রাফ: ১৮০)

সুলাইমান (আলাইহিস-সালাম) আল্লাহ তা‘আলার নিকট এ বলে দু‘আ করলেন:

ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [النمل: ١٩]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীক আপনি আমাকে দিন। আর আমি যেন এমন সব নেক আমল করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। উপরন্তু আপনি আমাকে আপনার নিজ দয়ায় সৎকর্মশীল বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করুন”। (আন-নামল: ১৯)

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন সে বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُوْلَدْ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ،

وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, আপনিই একমাত্র মা'বূদ। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। না আপনি কোন সন্তান জন্ম দিয়েছেন, না আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। না আপনার সমকক্ষ কেউ আছে। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সে সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছে যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি তো আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছো"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৯ তিরমিযী: ৫/৫১৫ আহমাদ: ৫/২৬০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৭ হাকিম: ১/৬০৪)

আনাস বিন মালিক < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: তিনি একদা রাসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলেন। আর ইতিমধ্যে জনৈক ব্যক্তি তার নামাযশেষে নিজ দু'আয় বললো:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ! فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আপনি ছাড়া সত্য

কোন মা'বূদ নেই। আপনি তুলনা দানকারী। আপনি সকল আকাশ ও যমিনের স্রষ্টা। হে মহান ও মহীয়ান। হে চিরঞ্জীব! চিরসংরক্ষক! তখন নবী ﷺ বললেন: সে সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছে যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন।

(আবূ দাউদ: ২/৮০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৮ তিরমিযী: ৫/৫৫০ আহমাদ: ৩/১২০ নাসায়ী: ৩/৫২ ইবনু হিব্বান ২৩৮২ হাকিম: ১/৫০৩)

মিহজান বিন আল-আদরু' < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন সে তার নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে গিয়ে বললো:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُوْلَدْ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

فَقَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি, হে আল্লাহ! আপনি এক ও একক। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। না আপনি কোন সন্তান জন্ম দিয়েছেন, না আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। না আপনার সমকক্ষ কেউ আছে। আপনি আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল অতি দয়ালু। তখন রাসূল ﷺ বললেন: তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাকে ক্ষমা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ কথাটি তিনবার বললেন। (আহমাদ: ৪/৩৩৮ নাসায়ী: ৩/৫২ আবূ দাউদ: ১/১৮৫)

সা'দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ ذِيْ النُّوْنِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَـمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ

قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ

"মাছের পেটে থাকাবস্থায় ইউনুস (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ ছিলো। তিনি বলেন: (হে আল্লাহ!) আপনি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। কোন মোসলমান কখনো কোন ব্যাপারে এ দু‘আ করলে আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করেন"।

(তিরমিযী: ৫/৫২৯ আহমাদ: ১/১৭০ হাকিম: ১/৫০৫)

খ. যে কোন নেক আমলের উসিলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া:

যেমন বলবে: হে আল্লাহ! আমি আপনার উপর ঈমান, আপনার একান্ত ভালোবাসা ও রাসূল ﷺ এর অনুসরণের উসিলায় আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। সে এমনও করতে পারে যে, তার বিশেষ একটি নেক আমলের কথা উলে-খ করে সেটির উসিলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করবে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [آل عمران: ١٦]

"যারা প্রার্থনা করে এ বলে যে, হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। অতএব, আপনি এর উসিলায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন"। (আলি-ইমরান: ১৬)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [آل عمران: ٥٣]

"হে আমাদের প্রভু! আমরা আপনার অবতীর্ণ কিতাবের উপর

ঈমান এনেছি। আর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার করেছি। তাই আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করুন”।

(আলি-ইমরান: ৫৩)

তিনি আরো বলেন:

ﭽ ۆ ۆ ۇ ۇ ۈ ۈ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﯿ ﯿ □ □ □
□ □ □ ﭼ

[آل عمران: ١٩٣]

“হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা দিতে শুনেছি। সে বলে: তোমরা নিজেদের প্রভুর উপর ঈমান আনো। তাই আমরা ঈমান আনলাম। সুতরাং হে আমাদের প্রভু! আপনি সে উসিলায় আমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিন। আর আমাদের পাপাচারের অনিষ্টসমূহ আমাদের থেকে দূর করে দিন। উপরন্তু আমাদেরকে আপনার নেক বান্দাদের সাথে মৃত্যু দিন”। (আলি-ইমরান: ১৯৩)

এ ব্যাপারে গিরিগুহায় আটকে পড়া লোকদের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা বিশেষভাবে উলে- খযোগ্য যাদের প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ নেক আমলের উসিলা ধরে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করলে তিনি তাদের ডাকে সাড়া তাদেরকে সে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

(বুখারী ৩৪৬৫ মুসলিম ২৭৪৩)

গ. জীবিত উপস্থিত সক্ষম কোন নেককার ব্যক্তির দু‘আর উসিলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া:

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা জনৈক বেদুঈন জুমু‘আর খুতবা চলাকালীন অবস্থায় নবী ☺ এর নিকট এসে অনাবৃষ্টির কথা জানালে নবী ☺ তৎক্ষণাৎ বৃষ্টির জন্য দু‘আ করলেন। আর ইতিমধ্যে তিনি মিম্বর থেকে নামার আগেই তাঁর দাড়ি বেয়ে বৃষ্টির পানি পড়ছিলো। (বুখারী ৯৩৩ মুসলিম ৮৯৭)

নবী ☺ একদা উমর < কে বললেন:

يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ

“ইয়েমিনীদের সহযোগী সৈন্যদলের সাথে একদা উওয়াইস বিন আমের তোমাদের নিকট আসবে। সে কারন গোত্রের মুরাদ শাখার লোক। যার শরীরে শ্বেতকুষ্ঠ রোগ ছিলো যা ভালো হয়ে এখনো এক দিরহাম সমপরিমাণ রয়ে গেছে। তার এক জন মা রয়েছে যার সাথে সে সর্বাদা সদাচারী। সে আল্লাহর উপর কোন ব্যাপারে কসম খেলে আল্লাহ তা‘আলা তা রক্ষা করেন। তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাকে দিয়ে তোমার জন্য আল্লাহ তা‘আলার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে তা হলে তুমি তাই করো”। (মুসলিম ২৫৪২)

একদা আবূ হুরাইরাহ < নবী ⓔ কে তাঁর মায়ের হিদায়াতের জন্য দু‘আ করতে বললে নবী ⓔ তাই করেন। তখন তাঁর মা মোসলমান হয়ে যান। (মুসলিম: ৪/১৯৩৯)

তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম আব্বাস < এর দু‘আর উসিলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট বৃষ্টি কামনা করেছিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে বৃষ্টি দেন। (বুখারী ১০০৮)

অনুরূপভাবে মুআবিয়া < আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ আল-জুরাশী (রাহিমাহুল্লাহ) এর দু‘আর উসিলায় আল্লাহ তা‘আলার নিকট বৃষ্টি কামনা করেছিলেন।

ঘ. কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করে নিজের দুরবস্থার বর্ণনা দেয়া: যেমন বলবে: হে আল্লাহ! আমি আপনার পাপী ও অপরাধী বান্দাহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

আল্লাহ তা‘আলা ইউনুস (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [الأنبياء:

[٨٧

“অতঃপর সে গভীর অন্ধকার থেকে ডেকে বললো: আপনি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। বস্তুতঃ আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত”। (আম্বিয়া: ৮৭)

তিনি মূসা (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ [القصص: ٢٤]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করুন না কেন আমি তো সে সবইর মুখাপেক্ষী”। (আল-কাসাস: ২৪)

৯. কষ্ট করে ছন্দ মিলিয়ে দু‘আ না করা। কারণ, দু‘আকারীর অবস্থা হতে হবে বিনয়ী ও নম্র। আর ছন্দ মিলানো সত্যিই তা পরিপন্থী। তাই তা করা যাবে না।

এ জন্যই জনৈক আলিম বলেছেন:

ادْعُ بِلِسَانِ الذِّلَّةِ وَالِافْتِقَارِ، لاَ بِلِسَانِ الْفَصَاحَةِ والِانْطِلاَقِ

“বিনয় ও দীনতার ভাষায় দু‘আ করো। সাহিত্য ও বাচালতার ভাষায় নয়”। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: ১/৩০৬)

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মানুষকে প্রত্যেক জুমাবারে ওয়ায-নসীহত করো। তা না হলে সপ্তাহে দু’বার কিংবা তিনবার। কুর‘আনের প্রতি মানুষকে বিরক্ত বানিয়ে দিও না। মানুষদেরকে কথা বলতে দেখে তাদের কথা বন্ধ করে দিয়ে ওয়ায-নসীহত শুরু করো না। তা হলে তারা বিরক্ত হবে। বরং তুমি চুপ করে থাকো। যখন তারা তোমাকে কথা বলার সুযোগ দিবে তখনই তুমি কথা বলবে তা হলে তারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। আর কখনো দু‘আ করতে গিয়ে ছন্দ মিলানোর চেষ্টা করো না। কারণ, আমি রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীদেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকতে দেখেছি”। (বুখারী ৬৩৩৭)

তবে কারো ছন্দ যদি এমনিতেই এসে যায়। তাতে তার কোন কষ্ট করতে হয় না। তা হলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, কুর'আন ও হাদীসে অনেক ছন্দযুক্ত দু'আ পাওয়া যায়।

১০. প্রতিটি দু'আ তিন তিনবার বলাঃ

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ কা'বা ঘরের পাশেই নামায পড়ছিলেন। আর আবূ জাহল ও তার সাথীরা সেখানে বসা ছিলো। তখন তাদের কেউ কেউ বললো: তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে অমুক বংশের উটের গর্ভাশয় এনে সাজদাহরত অবস্থায় মুহাম্মাদের পিঠে রাখবে। তখন জনৈক দুর্ভাগা তা নিয়ে এসে সাজদাহরত অবস্থায় নবী ﷺ এর পিঠে রেখে দিলো। আর আমি তা দেখছিলাম। আমি তখন তাঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। কারণ, আমার কোন দলবল ছিলো না। তারা তা দেখে হাসতে হাসতে একে অপরের উপর লুটোপুটি খাচ্ছে। রাসূল ﷺ সাজদাহরত অবস্থায়ই রয়েছেন। তিনি তাঁর মাথা সাজদাহ থেকে উঠাচ্ছেন না। তখন ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এসে তাঁর পিঠ থেকে গর্ভাশয় সরালেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ থেকে তাঁর মাথা উঠিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশ বংশকে পাকড়াও করেন। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। ব্যাপারটি তাদের নিকট খুব কঠিনই মনে হলো যখন তিনি তাদেরকে বদদু'আ দিলেন। কারণ, তারা জানতো এ এলাকার যে কোন দু'আ কবুল হয়। এরপর তিনি তাদের নাম ধরে ধরে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি আবূ জাহলকে পাকড়াও করুন। উতবাহ বিন রাবীয়াকে পাকড়াও করুন। শাইবাহ বিন রাবীয়াকে পাকড়াও করুন। ওলীদ বিন উতবাহকে পাকড়াও করুন। উমাইয়াহ বিন খালাফকে পাকড়াও করুন। উকবাহ বিন আবূ মুআইতকে পাকড়াও করুন। তিনি আরেকজনের কথাও বলেছেন। তবে আমরা তা স্মরণ রাখতে পারিনি। বর্ণনাকারী বলেন: সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সত্যিই আমি ওদের সবাইকে

বদরের গর্তে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি"।

(বুখারী ২৪০ মুসলিম ১৭৯৪)

১১. দু'আ করার সময় কিবলামুখী হওয়াঃ

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা বৃষ্টির জন্য দু'আ করতে মুসল্লার দিকে বের হলেন। সেখানে তিনি বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে নিজ চাদরখানা উল্টিয়ে নিলেন। (বুখারী ৬৩৪৩ মুসলিম ৮৯৪)

বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ কা'বার দিকে ফিরে কুরাইশ বংশের উপর বদদু'আ করলেন। (বুখারী ৩৯৬০)

১২. দু'আ করার সময় উভয় হাত উপরের দিকে উঠানোঃ

আবূ মূসা আল-আশআরী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ দু'আ করার সময় তাঁর দু' হাত উপরের দিকে উঠিয়েছেন। তাতে আমি তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা বর্ণ দেখেছি"।

(বুখারী ৪৩২৩ মুসলিম ২৪৯৮)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: একদা নবী ﷺ তাঁর উভয় হাত উঁচিয়ে বললেন:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ

"হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে তা থেকে আমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত"। (বুখারী ৪৩৩৯ নাসায়ী: ৮/২৩৭)

আনাস < বলেন: নবী ﷺ দু'আ করার সময় তাঁর হস্তদ্বয় এত উপরে উঠিয়েছেন যে, আমি তাঁর বগলদ্বয়ের সাদা বর্ণ দেখতে পেয়েছি"। (বুখারী ৬৩৪১)

সালমান ফারসী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ، يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ

إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً خَائِبَتَيْنِ

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু লজ্জাশীল দয়ালু। তিনি তাঁর কোন বান্দাহ তাঁর নিকট নিজ দু' হাত উঁচু করে দু'আ করলে তা খালী ও নিষ্ফল ফেরত দিতে লজ্জা পান"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৮ হাদীস ১৪৮৮ তিরমিযী: ৫/৫৫৭ ৩৫৫৬ ইবনু মাজাহ: ২/১২৭১ হাদীস ৩৮৬৫ বাগাওয়ী: ৫/১৮৫ সহীহুল-জামি' ২০৭০)

হাত উঠানোর ব্যাপারটি সাধারণ দু'আয় হয়ে থাকে। আর যেখানে হাত উঠানোর শর'য়ী দলীল পাওয়া যায়। যেমন: সাফা-মারওয়ায় দু'আ করার সময় হাত উঠানো। জুমার দিন খুতবায় বৃষ্টির জন্য দু'আ করলে হাত উঠানো ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্য বিশেষ কোথাও হাত উঠানোর নিয়ম নেই। যেমন: ঘরে ঢুকা ও বের হওয়ার সময়কার দু'আ পড়তে কিংবা মল-মূত্র ত্যাগের জায়গায় ঢুকতে ও বের হতে দু'আ পড়ার সময় হাত না উঠানো।

১৩. দু'আ করার পূর্বে মিসওয়াক করা:

১৪. সুযোগ থাকলে দু'আ করার আগে ওযু করে নেয়া এবং পরিপূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া:

আবূ মূসা আল-আশআরী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন নবী ﷺ হুনাইন যুদ্ধ শেষ করলেন তখন তিনি আবূ আমির < কে একটি সেনাদলের প্রধান করে আওতাস এলাকায় পাঠালেন। সেখানে তিনি দুরাইদ বিন আস-সাম্মাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে হত্যা পূর্বক তার সাথীদেরকে পরাজিত করলেন।

আবূ মূসা < বলেন: আমিও সে যুদ্ধে আবূ আমির < এর সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে আবূ আমির < এর হাঁটুতে একটি তীর নিক্ষেপ করা হয়। এক জুশামী একটি তীর মেরে তাঁর হাঁটুতে তা গেঁথে দিলো। তখন আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম: হে চাচা! আপনাকে কে তীর মেরেছে? তখন তিনি ইশারায় লোকটিকে দেখিয়ে দিলে আমি তার পিছু নিলাম। সে আমার ব্যাপারটি টের পেয়ে পালাতে

লাগলো। তখন আমি তাকে বললাম: তোমার লজ্জা হয় না। তুমি থামো। তখন সে থেমে গেলো। আমরা একে অপরকে আঘাত করলে সে আমার আঘাতে মারা যায়। আমি আবূ আমির < কে বললাম: আল্লাহ তা'আলা আপনার শত্রুটকে ধ্বংস করেছেন। অতঃপর তিনি বললেন: আমার হাঁটু থেকে তীরটি বের করে নাও। আমি তা বের করে নিলে সেখান থেকে কিছুটা পানি বের হয়। তিনি আমাকে বললেন: হে ভাতিজা! তুমি রাসূল ﷺ এর কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছিয়ে আমার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে বলবে। অতঃপর আবূ আমির < আমাকে সেনাদলের দায়িত্ব দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন। আমি সেখান থেকে ফিরে এসে রাসূল ﷺ এর ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনি এক ধূলিধূসরিত খাটে শুয়ে রইলেন। খাটের ধুলাবালি তাঁর পিঠ ও পার্শ্বদেশে লেগে থাকলো। আমি তাঁকে আমাদের ও আবূ আমির < এর খবর জানালে রাসূল ﷺ পানি আনতে বললেন। অতঃপর তিনি ওযু করে তাঁর দু' হাত উঁচু করে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি উবাইদ আবূ আমিরকে ক্ষমা করুন। আমি তখন তাঁর দু' বগলের সাদা বর্ণ দেখতে পেলাম। তিনি আরো বললেন: হে আল্লাহ! আপনি তাকে কিয়ামতের দিন আপনার অনেক সৃষ্টি বা মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিন। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চান। তখন তিনি বললেন:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ، وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيْماً

"হে আল্লাহ! আপনি আব্দুল্লাহ বিন কাইসের গুনাহগুলো ক্ষমা করুন। আর তাকে কিয়ামতের দিন সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিন"। (বুখারী ৪৩২৩ মুসলিম ২৪৯৮)

১৫. দু'আর পূর্বে কোন একটি নেক আমল করে নেয়া। যেমন: সাদাকা করা। কোন মিসকিনের প্রতি দয়া করা। দু'

রাক‘আত নামায পড়া। রোযা রাখা ইত্যাদি।

১৬. দু‘আ কবুল হলে সে তা দিয়ে কী নেক আমল করবে সেটার উল্লেখ থাকা। যেমন: দু‘আকারী বলবে: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সম্পদ দিন। যাতে আমি তা সত্যের পথে ব্যয় করতে পারি আর তা দিয়ে ইসলামের সহযোগিতা করতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জ্ঞান দিন। যাতে আমি মানুষকে আপনার দীন শিখাতে পারি। তাদের মাঝে কল্যাণ বিতরণ করতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এক জন স্ত্রী মিলিয়ে দিন। যাতে আমি তাকে দিয়ে আমার বাকী অর্ধেক দীন পরিপূর্ণ করতে পারি। হারাম থেকে বাঁচতে পারি। ইত্যাদি।

আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন: মূসা (আলাইহিস-সালাম) বললেন:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ ﯩ □ ﯪ ﯫ ﯬ □ □ □ □ □
□ ﭼ [طه: ٢٥ – ٣٥]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিন। আমার সকল ব্যাপার সহজ করে দিন। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার পরিবার হতে আমার জন্য এক জন সহকারী বানিয়ে দিন। আমার ভাই হারূনকে। তাকে দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন। তাকে আমার কাজের অংশীদার বানিয়ে দিন। যাতে আমরা বেশি বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। আর আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি। আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন”। (ত্বা-হা: ২৫-৩৫)

পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করলেন। আর তাঁকে আরো বেশি নিয়ামতে ভূষিত করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيْضاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ فُلاَناً يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِ لَكَ إِلَى الصَّلاَةِ

"যখন কোন ব্যক্তি কোন রোগীর খবারখবর নিতে যাবে তখন সে যেন বলে: হে আল্লাহ! আপনি আপনার অমুক বান্দাকে সুস্থ করে দিন। যাতে সে আপনার কোন শত্রুকে প্রতিহত করতে পারে অথবা আপনার জন্য নামায পড়তে যেতে পারে।

(আবু দাউদ ৩১০৭ ইবনু হিব্বান ২৯৭৪ হাকিম ১/৩৪৪, ৫৪৯)

কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১৭. দু'আর ক্ষেত্রে বড় হিম্মতওয়ালা ও উচ্চাভিলাষী হওয়াঃ

এক জন দু'আকারীর উচিৎ দু'আর ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী ও উচ্চ হিম্মতওয়ালা হওয়া। উপরন্তু মহান আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি সাওয়াবের আশা করা।

এ ব্যাপারে সুলাইমান (আলাইহিস-সালাম) এর দু'আই সবার জন্য আদর্শ। তিনি নিজ দু'আয় বলেন:

چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

[ص: ৩৫]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমাকে এমন একটি রাষ্ট্র দিন যা আমার পর আর কারো জন্য শোভনীয় হবে না। নিশ্চয়ই আপনি পরম দানশীল"। (সাদ: ৩৫)

সুলাইমান (আলাইহিস-সালাম) একদা কসম খেয়ে বলছিলেন যে,

তিনি তাঁর সকল স্ত্রীর একাধারে সহবাস করবেন। যাতে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রী এক জন করে মুজাহিদ জন্ম দিতে পারে। যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। তবে তিনি তা বলতে গিয়ে “ইনশাআল্লাহ” বলেননি। তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন ঠিকই। তবে তিনি সে ব্যর্থতার জন্য শুধু আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা চাননি। বরং তিনি নিজ উচ্চ হিম্মত ও আল্লাহ তা‘আলার মহা করুণায় দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়ার দরুন আল্লাহ তা‘আলার নিকট এমন এক রাষ্ট্র চেয়েছেন যা আর কাউকে দেয়া হবে না। ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সে দু‘আ কবুল করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বাতাসকে তাঁর অধীন করে দিলেন যা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলতো। তেমনিভাবে সকল নির্মাতা ও ডুবুরী এবং অন্যান্য শৃঙ্খলাবদ্ধ শয়তানকে তাঁর অধীন করে দেয়া হলো। আরপর আল্লাহ তা‘আলা বললেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ی ى ﯾ ﭼ [ص: ٣٩ – ٤٠]

“এ সবই মূলতঃ আমারই দান। এখান থেকে যাকে ইচ্ছে তুমি তাকে দাও অথবা বিনা হিসেবে তোমার নিজের কাছেই রেখে দাও। উপরন্তু তার জন্য রয়েছে আমার নিকট নিশ্চিত নৈকট্য আর উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল”। (সাদ: ৩৯-৪০)

১৮. দু‘আর ভেতর আল্লাহর ভয়ে কেঁদে ফেলা:

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কীয় নিচের আয়াতটি পড়লেন। যাতে রয়েছে,

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

[إبراهيم: ٣٦]

“হে আমার প্রভু! এ মূর্তিগুলো তো অনেক মানুষকেই পথভ্রষ্ট করেছে। কাজেই যারা আমারই অনুসরণ করবে তারাই আমার

দলভুক্ত”। (ইব্রাহীম: ৩৬)

তেমনিভাবে তিনি ঈসা (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কীয় নিচের আয়াতটিও পড়লেন। যাতে রয়েছে,

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[المائدة: ١١٨]

“আপনি যদি তাদেরকে শাস্তিই দেন তা হলে তারা তো বস্তুতঃ আপনারই বান্দাহ। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তা হলে আপনি তো নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী মহা প্রজ্ঞাময়”।

(আল-মায়িদাহ: ১১৮)

এরপর রাসূল ﷺ তাঁর উভয় হাত উঠিয়ে বলেন: “হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত” এ বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন: হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করো, সে কেন কাঁদছে; অথচ তাঁর প্রভু সবই জানেন। অতঃপর জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) তাঁর নিকট এসে তাঁকে ব্যাপারটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি ব্যাপারটি খুলে বলার পর আল্লাহ তা‘আলা জিব্রীলকে বললেন: হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদকে গিয়ে বলো: আমি তাকে তার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করবো। কখনো তার মনে কষ্ট দিবো না”। (মুসলিম ২০২)

১৯. দু‘আ করার সময় আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিজের প্রয়োজন ও দুরবস্থার কথা তুলে ধরা:

আল্লাহ তা‘আলা আইয়ুব (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

[الأنبياء: ٨٣]

“আর স্মরণ করো আইয়ূবের কথা যখন সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিলো: নিশ্চয়ই আমি অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে নিপতিত। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু”। (আল-আম্বিয়া: ৮৩)

তিনি যাকারিয়া (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ڎ ڈ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﭼ [الأنبياء: ٨٩]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সন্তানহীন করে রাখবেন না। যদিও আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী”। (আল-আম্বিয়া: ৮৯)

তিনি ইয়া’কুব (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ □ □ □ ی ی ي ﭼ [يوسف: ٨٦]

“আমি কেবল নিজের দুঃখ-বেদনার কথা আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করছি”। (ইউসুফ: ৮৬)

তিনি মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [القصص: ٢٤]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করুন না কেন আমি তো সে সবইর মুখাপেক্ষী”। (আল-কাসাস: ২৪)

তিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [إبراهيم: ٣٧]

“হে আমার প্রভু! আমি নিজ সন্তানদের কাউকে আপনার সম্মানিত ঘরের কাছে এক শস্যক্ষেতশূন্য উপত্যকায় পুনর্বাসিত করেছি। হে আমার প্রভু! উদ্দেশ্য হলো, তারা যেন সঠিকভাবে নামায কায়িম করতে পারে। তাই আপনি মানুষের অন্তরগুলোকে তাদের প্রতি ঝুঁকিয়ে দিন। আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করুন যাতে তারা আপনার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারে”।

(ইব্রাহীম: ৩৭)

ইবনুল-মুবারক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমি একদা এক কঠিন দুর্ভিক্ষের বছর মদীনায় পৌঁছুলাম। তখন সকল মানুষ ইস্তিস্কা তথা বৃষ্টি কামনার জন্য বের হয়েছে। আমিও তাদের সাথে বের হলাম।

আর ইতিমধ্যে আমি একটি কালো গোলামকে আমার দিকে এগুতে দেখলাম। যার পরনে রয়েছে দু'টি নিম্ন মানের চাদর। যার একটি সে পরেছে। আর একটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রেখেছে। অতঃপর সে আমার কাছে বসলে আমি তার মুখ থেকে শুনতে পেলাম। সে বলছে, হে আমার মা'বূদ! অধিক পাপ ও অপকর্ম আমাদের চেহারাগুলোকে আপনার নিকট কলুষিত করেছে। তাই আপনি আমাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে রেখেছেন নিজ বান্দাদেরকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্য। হে স্থির ধৈর্যশীল! হে সেই সত্তা যার বান্দারা তাঁর কাছ থেকে ভালো ব্যবহারই দেখে অভ্যস্ত! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি, আপনি এখনই তাদেরকে বৃষ্টি দিবেন। সে বার বার বলছে, আপনি এখনই তাদেরকে বৃষ্টি দিবেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে চতুর্দিক থেকে বৃষ্টি নেমে আসলো"। (এহইয়াউ উলূমিদ্দীন: ১/৩০৮)

২০. দু'আকারী দু'আর সময় ব্যাপক অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত শব্দেই দু'আ করার চেষ্টা করবে। সে বেশি লম্বা ও বিস্তারিত দু'আ করবে না। বস্তুতঃ রাসূল ﷺ এ জাতীয় দু'আই পছন্দ করতেন। অন্যগুলো নয়।

(আহমাদ: ৬/১৮৯ আবূ দাউদ ১৪৮২ হাকিম: ১/৫৩৯ তাবারানী/দু'আ ৫০ সহীহুল-জামি' ৪৯৪৯)

২১. অন্যের জন্য দু'আ করতে চাইলেও নিজের জন্য আগে দু'আ করে নিবে:

উবাই বিন কা'ব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ যখন কারো কথা স্মরণ করে তার জন্য দু'আ করতে চাইতেন তখন তিনি সর্বপ্রথম নিজকে দিয়েই শুরু করতেন।

(তিরমিযী ৩৩৮৫ আবূ দাউদ ৩৯৮৪ সহীহুল-জামি' ৪৭২৩)

তেমনিভাবে এটাও প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি সরাসরি কারো কারো জন্য দু'আ করেছেন। যেমন: আনাস, ইবনু আব্বাস, উম্মু ইসমাঈল ও অন্যান্যদের জন্য।

(মুসলিমের ব্যাখ্যা/নাওয়াওয়ী: ১৫/১৪৪ ফাতহুল-বারী: ১/২১৮ তুহফাতুল-

আহওয়াযী: ৯/৩২৮)

২২. দু'আর মাঝে কোন বাড়াবাড়ি করবে নাঃ

সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস < এর ছেলে বলেন: একদা আমার পিতা আমাকে এভাবে দু'আ করতে দেখেছেন। আমি বলছি, হে আল্লাহ! আমি জান্নাত এবং তার নিয়ামত ও সৌন্দর্য চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি জাহান্নাম এবং তার শিকল ও জিঞ্জির থেকে আপনার আশ্রয় চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: হে আমার ছেলে! আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

سَيَكُوْنُ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِيْ الدُّعَاءِ

"অচিরেই এমন এক সম্প্রদায় আসবে যারা দু'আ করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করবে"। (আবূ দাউদ: ২/৭৭ সহীহুল-জামি' ৩৫৬৫)

সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে যেয়ো না। তোমাকে জান্নাত দেয়া হলে জান্নাতের সবকিছুই দেয়া হবে। আর জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হলে জাহান্নামের সকল অনিষ্ট থেকেই রক্ষা করা হবে।

আবূ নু'আমাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল < তাঁর ছেলেকে এভাবে দু'আ করতে দেখেছেন যে, সে বলছে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট জান্নাতে ঢুকার পথের একেবারে ডান দিকের সাদা বিল্ডিংটি কামনা করছি। তখন তিনি বললেন: হে আমার ছেলে! তুমি শুধু আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত চাও এবং জাহান্নাম থেকে তাঁর আশ্রয় কামনা করো। একদা আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন:

سَيَكُوْنُ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِيْ الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ

"অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন এক সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে যারা দু'আ ও পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করবে"।

(আবূ দাউদ: ১/২৪ আহমাদ: ৪/৮৭ ইরওয়াউল-গালীল ১৪০)

২৩. নিজের জন্য দু‘আ করার পাশাপাশি নিজের মাতা-পিতার জন্যও দু‘আ করবেঃ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٔ ۋ ﭼ [الإسراء: ٢٤]

“তাদের জন্য দয়া করে নম্রতার বাহু প্রসারিত করো এবং বলো: হে আমার প্রভু! আপনি এদের প্রতি দয়া করুন যেমনিভাবে তারা দয়া করে আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন”।

(আল-ইসরা/বানী ইসরাঈল: ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[إبراهيم: ٤١]

“হে আমাদের প্রভু! আপনি হিসাব গ্রহণের দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে ও অপরাপর সকল মু’মিনকে ক্ষমা করে দিন”।

(ইব্রাহীম: ৪১)

তিনি নূহ (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ﭼ [نوح: ٢٨]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা আমার ঘরে মু’মিন হয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে এমনকি সকল মু’মিন পুরুষ ও নারীকে ক্ষমা করে দিন। আর যালিমদের জন্য শুধু ধ্বংসই বাড়িয়ে দিন”। (নূহ: ২৮)

২৪. নিজের জন্য দু‘আ করার পাশাপাশি অন্যান্য মু’মিন পুরুষ ও নারীর জন্য দু‘আ করবে। এটা মূলতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ এবং দু‘আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ

মাধ্যম। যার প্রমাণ উপরের আয়াতটি।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

[محمد: ١٩] ﴿ ﴾

"আর ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের ভুলত্রুটির জন্য এবং মু'মিন সকল পুরুষ ও নারীর জন্য"। (মুহাম্মাদ: ১৯)

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْـمُؤْمِنَاتِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةٌ

"যে ব্যক্তি কোন মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাইবে তার জন্য প্রতিটি মু'মিন পুরুষ ও নারীর বিপরীতে একটি করে সাওয়াব লিখে দেয়া হবে"।

(মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ১০/২১০ সহীহুল-জামি' ৬০২৬)

এক জন দু'আকারী বিশেষ করে নিজ মাতা-পিতা, উলামায়ে কিরাম, নেককার ও ইবাদাতকারী ব্যক্তিদের জন্য দু'আ করবে। আর যারা ভালো হলে সকল মোসলমানের কল্যাণ হবে এমন লোকদের হিদায়াতের জন্য সবার আরো বেশি করে দু'আ করা দরকার। যেমন: যে কোন দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ।

এক জন দু'আকারীর উচিৎ মোসলমানদের মধ্যকার সকল মাযলুম এবং দুর্বলদের জন্যও দু'আ করা। উপরন্তু সে আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন যালিমদের ধ্বংস কামনা করে দু'আ করবে যাদের ধ্বংসে ইসলাম ও মোসলমানদের উল- খযোগ্য বিজয় সাধিত হয় এবং মযলুম ও দুর্বলদের মন শান্ত হয়।

২৫. বিনা পরিশ্রমে দু'আয় সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করা। কারণ, ভাষার সৌন্দর্য হলো সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়নে। তাই আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্ত আলাপচারিতায়ও সুন্দর সুন্দর শব্দ

চয়ন করাই শ্রেয়। বিশেষ করে তা ইমাম ও খতীবদের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য। যাদের দু'আয় মুক্তাদীরা সাধারণত আমীন আমীন বলে থাকে। তবে তা করতে গিয়ে কোন ধরনের পরিশ্রমের আশ্রয় নেয়া সঠিক নয়। উপরন্তু তা নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকাও কাম্য নয়। কারণ, তা দু'আর বিনয়ভাবকে অবশ্যই খর্ব করে।

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যে দু'আকারীর ভাষাগত শব্দ চয়নের সাধারণ অভ্যাস নেই তার জন্য দু'আ করার সময় তা করতে যাওয়া ঠিক নয়। এ জন্য একটি প্রবাদে রয়েছে,

إِذَا جَاءَ الْإِعْرَابُ ذَهَبَ الْخُشُوْعُ

"ভাষার মাধুর্য আনার যখন চেষ্টা করা হয় তখন বিনয়ভাব সেখান থেকে বিদায় নেয়"। (মাজমূউল-ফাতাওয়া: ২২/৪৮৯)

যেমনিভাবে দু'আয় সাধারণত ছন্দ মিলানো ঠিক নয়। তবে তা এমনিতেই এসে গেলে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, দু'আর মূলই তো হচ্ছে অন্তর। মুখ তার অধীন। তাই কষ্ট করে মুখ ঠিক করতে গেলে তাতে অবশ্যই অন্তরের একাগ্রতা বিনষ্ট হবে।

২৬. কোন গুনাহের ব্যাপকতার দু'আ করা যাবে না। কারণ, গুনাহ মূলতঃ ফাসাদ। আর আল্লাহ তা'আলা কখনো ফাসাদকে ভালোবাসেন না।

২৭. দু'আ করার সময় দু'আর সাথে সংশি-ষ্ট আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী চয়ন করবে। যেমন বলবে: হে রাহীম! আমাকে দয়া করুন! হে কারীম! আমাকে সম্মানিত করুন! হে শাফী! আমাকে সুস্থ করুন! ইত্যাদি।

২৮. দু'আ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার রহমতকে স্বল্প পরিসরে সীমিত করবে না। যেমন: এমন বলবে না যে, হে আল্লাহ! আপনি শুধু আমার ক্ষেতে বৃষ্টি দিন! হে

আল্লাহ! আপনি শুধু আমার সন্তানকে বিশুদ্ধ পথে পরিচালিত করুন! হে আমার প্রভু! আপনি শুধু আমাকে রিযিক দিন ও দয়া করুন! আর কাউকে নয়।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ নামাযে দাঁড়ালেন। আমরাও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। ইতিমধ্যে জনৈক বেদুঈন নামাযের মধ্যেই বলে উঠলো: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ কে দয়া করুন! আর কাউকে নয়। নবী ﷺ নামাযের সালাম ফিরিয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعاً

"আরে, তুমি তো একটি প্রশস্ত জিনিসকে সঙ্কীর্ণ করে দিলে"।

(বুখারী ৬০১০)

২৯. দু'আ করার সময় শ্রোতার পক্ষ থেকে আমীন বলা:

মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস-সালাম) যখন ফিরআউন ও তার পরিবারবর্গকে বদদু'আ দিলেন তখন মূসা (আলাইহিস-সালাম) দু'আ করছিলেন। আর হারূন (আলাইহিস-সালাম) তাঁর দু'আয় আমীন আমীন বলছিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন:

قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا [يونس: ٨٩]

"তোমাদের উভয়েরই দু'আ কবুল করা হলো"। (ইউনুস: ৮৯)

৩০. আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের প্রয়োজনীয় ছোট-বড় সবকিছুই চাওয়া:

অধিকাংশ মানুষ এমন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট শুধু বড় কিছুই চায়। ছোট কিছু তারা তাঁর নিকট চায় না। তারা মনে করে, ছোট-খাটো বিষয় তো এমনিতেই সিদ্ধ হবে। সেটা পাওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতে হবে কেন।

তেমনিভাবে তাদের উপর বড় কোন বিপদ আসলেই তারা তখন

তা থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট পরিত্রাণ চায়। ছোট-খাটো কোন বিপদ আসলে তারা একেবারেই আল্লাহ তা'আলার নিকট তা থেকে পরিত্রাণের দু'আ করতে চায় না। তারা মনে করে, এটা তো এমনিতেই কেটে যাবে। এটা অবশ্যই ভুল। বরং এক জন মোসলমানের উচিৎ ছোট-বড় যে কোন জিনিসের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করা। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কারো জন্য খাদ্য গ্রহণ কিংবা জুতা পরা সহজ করে না দিলে তা কখনোই তার জন্য সহজ কিংবা সম্ভবপর হবে না। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেন:

سَلُوْا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ، حَتَّى الشِّسْعَ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يُيَسَّرْ

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সবকিছুই চাও। এমনকি একটি জুতার পিতাও। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যদি কারো জন্য কোন কিছু সহজ করে না দেন তা হলে তা কখনোই সহজ হয় না"।

(ইবনুস-সুন্নী/আমালুল-ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ ৩৫৬ তিরমিযী: ৪/২৯২ তবে শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। বিশুদ্ধ কথা হলো এটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বাণী। দেখুন, আবু ইয়া'লা ৪৫৬০ আমালুল-ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ ৩৫৭)

উক্ত হাদীসে জুতার পিতা বলতে সর্ব নিম্ন বস্তুর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হলে এর বড়টি তো অবশ্যই চাওয়া উচিৎ।

যে সময়, স্থান, অবস্থা ও পরিস্থিতিতে দু'আ কবুল করা হয়:

এমন কিছু সময়, স্থান, অবস্থা ও পরিস্থিতি রয়েছে যাতে সাধারণত দু'আ কবুল করা হয়। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

১. লাইলাকুল-কদর বা কদরের রাত্রি:

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি

বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি জানতে পারি কোন্ রাতটি কদরের রাত। তখন আমি সে রাতে কী বলে দু‘আ করবো? তিনি বললেন: তুমি বলবে:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

“হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাই আপনার পছন্দ। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন”।

(তিরমিযী ৩৫১৩ ইবনু মাজাহ ৩৮৫০ আহমাদ: ৬/১৮২ সহীহুল-জামি’ ৪৪২৩ মিশকাত: ১/৬৪৮)

২. শেষ রাত তথা সেহরীর সময়:

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মু’মিন বান্দাহদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [الذاريات: ١٨]

“আর তারা রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো”।

(আয-যারিয়াত: ১৮)

আমর বিন আবাসাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ

“প্রভু তাঁর বান্দাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হন রাতের শেষ ভাগে। অতএব, তুমি যদি এ সময় আল্লাহ তা‘আলার যিকির করতে পারো তা হলে তাই করো”।

(তিরমিযী ৩৫৭৯ জামিউল-উসূল: ৪/১৪৪)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ

اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ

"আমাদের প্রভু প্রতি রাতে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হোন যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। তিনি সবাইকে ডেকে ডেকে বলেন: কে আছো আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দেবো। কে আছো আমার কাছে কিছু চাইবে আমি তাকে তা দেবো। কে আছো আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো"। (বুখারী ১১৪৫ মুসলিম ৭৫৮)

উসমান বিন আবুল-আস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ فَيُنَادِيْ مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مَكْرُوْبٍ فَيُفْرَجُ عَنْهُ، فَلاَ يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ تَعَالَى لَهُ، إِلاَّ زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَّاراً

"আকাশের দরজাগুলো মধ্য রাতে খুলে দেয়া হয়। তখন এক জন আহ্বানকারী সবাইকে আহ্বান করে বলেন: তোমাদের মাঝে কোন আহ্বানকারী আছে যার আহ্বানে সাড়া দেয়া হবে। কারো কিছু চাওয়ার আছে তাকে তা দেয়া হবে। কোন বিপদগ্রস্ত আছে যার বিপদ দূর করে দেয়া হবে। তখন এমন কোন মোসলমান বাকি থাকবে না যে কোন দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করবেন না। তবে যে ব্যভিচারিণী নিজের সতীত্ব বিক্রি করে অথবা চাঁদাবাজ। তাদের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন না"।

(সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১০৭৩ সহীহুল-জামি' ২৯৬৮)

৩. প্রত্যেক ফরয নামায শেষাংশে তথা সালামের

আগেঃ

আবূ উমামাহ আল-বাহিলী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কোন্ দু'আটি বেশি শুনা হয়? তিনি বললেন:

جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ

"শেষ রাতের দু'আ ও ফরয নামাযের শেষাংশের দু'আ"।

(তিরমিযী ৩৪৯৯ নাসায়ী/আমালুল-ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ ১০৮)

৪. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ঃ

আনাস বিন মালিক < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَادْعُوْا

"আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়কার দু'আ কখনো ফেরত দেয়া হয় না। তাই তোমরা সে সময় দু'আ করো"।

(আবূ দাউদ ৫২১ তিরমিযী ২১২ আহমাদ: ৩/১৫৫ সহীহুল-জামি' ৩৪০৮)

৫. ফরয নামাগুলোর আযানের সময়ঃ

সাহল বিন সা'দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

"দু'টি দু'আ ফেরত দেয়া হয় না কিংবা কমই ফেরত দেয়া হয়: আযানের সময়কার দু'আ এবং যুদ্ধ চলাকালীন সময় যখন একে অপরের যুদ্ধে লিপ্ত হয়"।

(আবূ দাউদ ২৫৪০ দারিমী ১২০০ সহীহুল-জামি' ৩০৭৯)

৬. যুদ্ধকালীন সময় যখন একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

৭. নামাযের ইকামতের সময়:

সাহল বিন সা'দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

سَاعَتَانِ لاَ تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ: حِيْنَ تُقَامُ الصَّلاَةُ، وَفِيْ الصَّفِّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

"দু'টি সময়ে কোন দু'আকারীর দু'আ ফেরত দেয়া হয় না: যখন নামাযের ইকামত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সারিবদ্ধ থাকা অবস্থায়"।

(সহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব ২৫৬, ২৬২)

৮. বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার সময়:

সাহল বিন সা'দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثِنْتَانِ مَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَتَحْتَ الْمَطَرِ وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَوَقْتَ الْمَطَرِ

"দু'টি দু'আ কখনো ফেরত দেয়া হয় না: আযানের সময়কার দু'আ এবং বৃষ্টির সময়কার দু'আ"।

(হাকিম: ২/১১৪ আবূ দাউদ ৩৫৪০ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৪৬৯)

৯. প্রতি রাতের একটি বিশেষ সময়:

জাবির < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ فِيْ اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

"রাতে এমন একটি সময় রয়েছে যাতে কোন মোসলমান আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাই দিবেন। আর সেটি প্রতি রাতেই"।

(মুসলিম ৭৫৭ আহমাদ: ৩/৩১৩)

১০. জুমু'আর দিনের একটি বিশেষ সময়:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জুমু'আর দিনের কথা উলে- খ করতে গিয়ে বলেন:

فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا

"তাতে এমন একটি সময় রয়েছে যাতে কোন মোসলমান বান্দা দাঁড়িয়ে নামাযরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাইলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দিয়ে দিবেন। রাসূল ﷺ নিজ হাত দিয়ে ইশারা করে তা যে অত্যন্ত সামান্য সময় তা বুঝিয়েছেন"। (বুখারী ৯৩৫ মুসলিম ৮৫২)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ فِيْ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ

"নিশ্চয়ই জুমুআর দিনে এমন একটি সময় রয়েছে যাতে কোন মোসলমান বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কল্যাণ চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। আর সেটি হলো আসর নামাযের পরক্ষণে"। (আহমাদ: ২/২৭২)

জাবির < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً، فِيْهَا سَاعَةٌ لاَ يُوْجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ

"জুমুআর দিন হলো সাধারণত বারো ঘন্টা। তাতে এমন একটি সময় রয়েছে যাতে কোন মোসলমান আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। অতএব, তোমরা তা

আসরের পরক্ষণে একেবারে শেষ সময়ে অনুসন্ধান করো"।

(আবূ দাউদ ১০৪৮ নাসায়ী: ৩/৯৯-১০০ হাকিম: ১/২৭৯)

আবূ বুরদাহ বিন আবূ মূসা আল-আসআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাকে বললেন: তুমি কি তোমার পিতার সূত্রে জুমুআর সময়ের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর কোন বাণী শুনেছো? আমি বললাম: হ্যাঁ। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ

"সে সময়টি হলো ইমাম মিম্বরে উঠার পর থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত"। (মুসলিম ৮৫৩)

আল্লামাহ ইবনুল-কায়্যিম ও অন্যান্য বিদ্বানরা উক্ত সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে জুমুআর দিনের আসরের নামায পরবর্তী সময়টিকেই বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (যাদুল-মাআদ: ২/৩৮৮-৩৯৭)

ইবনুল-কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আমার ধারণা মতে নামাযের সময়টাও দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনাময় সময়। মূলতঃ উভয় সময়ই দু'আ কবুল হওয়ার সময়। তবে বিশেষ সময়টিকে নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, বস্তুতঃ তা হলো আসর পরবর্তী দিনের শেষ সময়টুকু। এ সময়ের কখনো আগ-পিছ হবে না। আর নামাযের সময়টুকু নামাযেরই অধীন। যার আগ-পিছ হয়। তবে সে দিন মোসলমানদের একত্রিত হওয়া, তাদের নামায এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের একান্ত বিনয় ও কান্নাকাটি অবশ্যই তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলবে। তাই তাদের একত্রিত হওয়ার সময়টুকুও দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সম্ভাবনাময় সময়। এতে করে উভয় হাদীসের মাঝে চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়।

(যাদুল-মাআদ: ২/৩৯৪)

১১. খাঁটি নিয়্যাতে যমযমের পানি পান করার

সময়:

জাবির < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

"যমযমের পানি যে খাঁটি নিয়্যাতেই পান করা হয় তাই সফল হয়"। (আহমাদ: ৩/৩৫৭ ইবনু মাজাহ ৩০৬২)

১২. সাজদাহরত অবস্থায়:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ؛ فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ

"বান্দাহ তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে তাঁর জন্য সাজদাহরত অবস্থায় থাকে। তাই তোমরা তখন তাঁর নিকট বেশি বেশি দু'আ করো"। (মুসলিম ৪৮২ আবূ দাউদ ৮৭৫)

১৩. আরাফার ভূখণ্ডে আরাফার দিনের দু'আর সময়:

আমর বিন শুআইব তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"সর্বোত্তম দু'আ আরাফার দিনের দু'আ। আর সর্বোত্তম যিকির যা আমি ও আমার পূর্বেকার নবীগণ করেছেন তা হলো:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাশীল"।

(তিরমিযী ৩৫৮৫ মালিক ৫০০ মিশকাত ২৫৯৫ সহীহুল-জামি' ৩২৬৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৫০৩)

১৪. ওযুশেষে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়ার সময়ঃ

উমর বিন আল-খাত্তাব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ؛ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْـجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

"তোমাদের কেউ ভালোভাবে ওযু করে যখন বলে:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর একান্ত বান্দা ও রাসূল।" তখন তার জন্য জান্নাতের আটটি গেইট খুলে দেয়া হবে। যে গেইট দিয়েই সে চায় ঢুকতে পারবে"।

(মুসলিম ২৩৪ আবূ দাউদ ১৬৯ তিরমিযী ৫৫ আহমাদ: ৪/১৪৬ ইরওয়াউল-গালীল ৯৬)

১৫. মনোযোগ দিয়ে নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার সময়ঃ

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَـمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثاً غَيْرُ تَمَامٍ

"যে ব্যক্তি নামায পড়লো; অথচ তাতে সূরা ফাতেহা পড়েনি তা হলে তার সে নামায অপূর্ণাঙ্গ হবে"।

আবূ হুরাইরাহ < কে জিজ্ঞাসা করা হলো: আমরা যখন ইমামের পেছনে থাকি তখন আমরা কী করবো? তিনি বললেন: তুমি তখন সূরা ফাতেহা মনে মনে পড়ো। কারণ, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَّمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْـحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَـمِيْنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ، وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ: مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِيْ، فَإِذَا قَالَ: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، قَالَ: هَذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْـمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِيْ وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি নামাযকে আমি ও আমার বান্দার মাঝে দু' ভাগে ভাগ করেছি। আর আমার বান্দা যা চাবে তাই পাবে। যখন বান্দা বলে: সকল প্রশংসা সর্ব জগতের প্রভু আল্লাহরই জন্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে: যিনি পরম করুণাময় অত্যন্ত দয়ালু। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার গুণকীর্তন করেছে। যখন সে বলে: যিনি বিচার দিনের মালিক। তখন তিনি বলেন: আমার বান্দা আমার মহিমা প্রচার করেছে। কখনো বলেন: আমার

বান্দা তার সবকিছু আমার প্রতি সোপর্দ করেছে। যখন সে বলে: আমরা কেবল আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন তিনি বলেন: এটি আমি ও আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। আর আমার বান্দা যা চাবে তাই পাবে। যখন সে বলে: আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন। ওদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট। তখন তিনি বলেন: এটি আমার বান্দার। আর আমার বান্দা যাই চাবে তাই পাবে"।

(মুসলিম ৩৯৫ আবূ দাউদ ৮২২ তিরমিযী ২৯৫৩)

১৬. ফরয নামাযে ইমামের সূরা ফাতেহা পড়ার পর মুক্তাদীদের আমীন বলার সময়; যদি তা ফিরিশতাগণের আমীনের সাথে মিলে যায়:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْـمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলো। কারণ, যার আমীন ফিরিশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"। (বুখারী ৭৮০ মুসলিম ৪১০)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: غَيْرِ الْـمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْـمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যখন ইমাম বলবে:

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ

"ওদের পথ নয় যারা গযবপ্রাপ্ত ও পথভ্রষ্ট"।

তখন তোমরা বলবে: "আমীন" তথা কবুল করুন। কারণ, কারো এ কথা ফিরিশতাগণের কথার সাথে মিলে গেলে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"।

(বুখারী: ১/১৯০ হাদীস ৭৮২ মুসলিম: ১/৩০৭ হাদীস ৪১০)

১৭. রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় যখন বলা হয়:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ

"হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। প্রচুর বরকতময় পবিত্র প্রশংসা"।

অথবা যখন বলা হয়:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই তো সকল প্রশংসা"।

রিফাআহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা নবী ﷺ এর পেছনেই নামায পড়তাম। একদা যখন তিনি রুকু' থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

"আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন"।

তখন তাঁর পেছনের জনৈক ব্যক্তি বললো:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ

"হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। প্রচুর বরকতময় পবিত্র প্রশংসা"।

রাসূল ﷺ সালাম ফিরিয়ে বললেন: উক্ত দু'আটি কে বলেছে? লোকটি বললো: আমি। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِيْنَ مَلَكاً يَبْتَدِرُوْنَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ

"আমি তিরিশ জনের বেশি ফিরশিতাকে এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি যে, কে এ দু'আটি সর্বপ্রথম লিখবে"।

(বুখারী ৭৮০ মুওয়াত্তা ৪৯৩)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল < ইরশাদ করেন:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْـمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যখন ইমাম বলবে:

سَمِعَ اللهُ لِـمَنْ حَمِدَهُ

"প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনেছেন"।

তখন তোমরা বলবে:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْـحَمْدُ

"হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই তো সকল প্রশংসা"।

কারণ, কারো এ কথা ফিরিশতাগণের কথার সাথে মিলে গেলে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"।

(বুখারী: ১/১৯৩ হাদীস ৭৯৬ মুসলিম: ১/৩০৬ হাদীস ৪০৯)

১৮. নামাযের শেষ বৈঠকে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠের পর:

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি নামায পড়ছিলাম। আর নবী ﷺ, আবূ বকর ও উমর আমার পাশেই

ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি নামাযশেষে বসে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়ে আমার জন্য দু'আ করছিলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ

"তুমি চাও। তোমাকে দেয়া হবে। তুমি চাও। তোমাকে দেয়া হবে"। (তিরমিযী: ২/৪৮৮ মিশকাত: ১/২৯৪ হাদীস ৯৩১)

ফাযালাহ বিন উবাইদুল্লাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা রাসূল ﷺ বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক সাহাবী মসজিদে প্রবেশ করে তাঁর নামাযশেষে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি আমাকে দয়া করুন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّيْ، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ ادْعُهُ

"হে মুসল-ী! তুমি তো তাড়াতাড়ি করে ফেলেছো। নামায পড়ে বসলে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়বে। এরপর আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে"। (তিরমিযী ৩৪৭৬ আবূ দাউদ ১৪৮১ সহীহুল-জামি' ৩৯৮৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তখন তাঁকে ও অন্যান্য সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدُ بِمَا شَاءَ

"তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে অতঃপর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়ে। এরপর সে যা চায় দু'আ করে"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৭ হাদীস ১৪৮১ তিরমিযী: ৫/৫১৬ হাদীস ৩৪৭৭)

এরপর রাসূল ﷺ আরেক জন সাহাবীকে দেখলেন তিনি নামাযশেষে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও তাঁর প্রশংসাশেষে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পড়লেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন:

أَيُّهَا الْمُصَلِّيْ! اُدْعُ تُجَبْ وَسَلْ تُعْطَ

"হে মুসল-ী! তুমি দু'আ করো। তোমার দু'আ কবুল করা হবে। তুমি প্রার্থনা করো। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে"।

(নাসায়ী: ৩/৪৪ হাদীস ১২১৭ তিরমিযী: ৫/৫১৬ হাদীস ৩৪৭৬)

১৯. নামায শেষে সালামের আগে যখন বলা হয়:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"হে আল্লাহ! আমি নিশ্চয়ই আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! হে এক ও একক! যিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নন। সবাই তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী। যিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউ নয়। আপনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"।

নবী ﷺ যখন জনৈক মুসল-ীর কাছ থেকে উক্ত দু'আটি শুনেন তখন তিনি বলেন:

قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ

"তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে"।

(আহমাদ: ৪/৩৩৮ নিসায়ী: ৩/৫২ সিফাতু সালাতিন-নাবি: ২০৩)

২০. রাতে ঘুম থেকে সবাক জেগে নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ার সময়:

উবাদাহ বিন আস-সামিত < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ، وَلَهُ الْـحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْـحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ـ أَوْ دَعَا ـ اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ

"যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে সবাক জেগে উঠে বলে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ، وَلَهُ الْـحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْـحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তিনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান। একমাত্র আল্লাহর তাওফীক ছাড়া কোন মন্দ কাজ থেকে বাঁচা ও কোন ভাল কাজ করার ক্ষমতা কারো নেই"।

অতঃপর সে বলে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"।

অথবা যে কোন দু'আ সে করে তা সবই কবুল করা হবে। অতঃপর ওযু করে নামায পড়লেও তা কবুল করা হবে"।

(বুখারী ১১৫৪ তিরমিযী: ৫/৪৮০)

২১. যুন-নূনের দু'আর ন্যায় দু'আ করার সময়:

সা'দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ ذِيْ النُّوْنِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْحُوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ

"যুন-নূনের দু'আ যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করেছেন তা হলো:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

"আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের এক জন"।

কোন মোসলমান যে কোন ব্যাপারে এ দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করবেন"।

(তিরমিযী: ৫/৫২৯ হাদীস ৩৫০৫ নাসায়ী/আমালুল-ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ ৬৫৬ আহমাদ: ১/১৭০ হকিম: ১/৫০৫, ২/৩৮৩ আল-কালিমুত-তায়্যিব: ৮৬)

২২. বিপদ আসলে নিমোক্ত দু'আ পড়ার সময়:

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْراً مِنْهَا

"কোন মোসলমান যদি যে কোন বিপদে পড়ে আল্লাহর আদেশকৃত নিম্নোক্ত বাক্যটি বলে:

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً

مِنْهَا

"নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন এবং নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে একদা তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ বিপদের বিপরীতে সাওয়াব দিন। আর আমার জন্য এর চেয়ে আরো উত্তমটির ব্যবস্থা করুন"।

তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্য এর চেয়ে আরো উত্তম বস্তুটির ব্যবস্থা করেন"।

(মুসলিম: ২/৬৩২-৬৩৩ হাদীস ৯১৮ আবূ দাউদ ৩১১৯ তিরমিযী ৩৫১১)

২৩. কোন মোসলমান মারা যাওয়ার পর মানুষ তার জন্য দু'আ করার সময়:

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ আবূ সালামার মৃত্যুর পর তাঁর খোলা চোখটি বন্ধ করে দিয়ে বলেন:

إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ

"রূহ যখন কবজ করা হয় তখন চোখ তার পিছু নেয়"।

এ কথা শুনার পর তাঁর পরিবারের লোকজন শোরগোল করে উঠলে রাসূল ﷺ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْـمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْـمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَـمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ

"তোমরা নিজেদের জন্য কল্যাণ ছাড়া আর কিছুরই দু'আ করো না। কারণ, ফিরিশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলছেন। অতঃপর তিনি আবূ সালামাহর জন্য দু'আ করতে গিয়ে বলেন: হে

আল্লাহ! আপনি আবূ সালামাহকে ক্ষমা করুন। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তার পর্যায় উন্নীত করুন। তার মৃত্যুর পর আপনিই তার পরিবারের অভিভাবক হোন। আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করুন। হে সর্ব জগতের প্রতিপালক! উপরন্তু তার কবরকে প্রশস্ত ও আলোয় পরিপূর্ণ করে দিন"। (মুসলিম: ২/৬৩৪ হাদীস ৯২০ আবূ দাউদ ৩১১৮)

২৪. তাকবীরে তাহরীমার পর যখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া হয়:

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، وَالْحَمْدُ لله كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً

"আল্লাহ সর্ব মহান। আল্লাহর জন্যই প্রচুর প্রশংসা। আর আমি সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি"।

জনৈক সাহাবী এ দু'আ দিয়ে তার নামায শুরু করলে রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ

"আমি এ দু'আর ব্যাপারে খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। এর জন্য আকাশের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়"। (মুসলিম: ২/৪২০)

২৫. তাকবীরে তাহরীমার পর যখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া হয়:

الْحَمْدُ لله حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيْهِ

"প্রচুর বরকতময় পবিত্র সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

জনৈক ব্যক্তি এ দু'আর মাধ্যমে তার নামায শুরু করলে নবী ﷺ নামায শেষে জিজ্ঞাসা করলেন:

أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟

"তোমাদের মধ্যকার কে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে?"

সাহাবায়ে কিরাম উত্তর না দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকলে রাসূল ﷺ আবারো বললেন:

أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً

"তোমাদের মধ্যকার কে উক্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করেছে? নিশ্চয়ই সে খারাপ কোন কথা বলেনি"।

তখন জনৈক ব্যক্তি বললো: আমি নামাযের দিকে দ্রুত আসার কারণে শ্বাস নিতে আমার কষ্ট হচ্ছিলো। তাই আমি উক্ত শব্দগুলো বললাম: তখন তিনি বললেন:

لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرُوْنَهَا، أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا

"নিশ্চয়ই আমি বারো জন ফিরিশতাকে উক্ত শব্দগুলোর প্রতি দ্রুত এগুতে দেখেছি। কে কার আগে আল্লাহর কাছে তা উঠিয়ে নিবে"। (মুসলিম: ২/৪১৯)

২৬. যখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া হয়:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ!

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি বিশেষ অনুকম্পাকারী। আপনি সকল আকাশ ও যমিনের স্রষ্টা। হে মহান ও মহীয়ান। হে চিরঞ্জীব! চিরসংরক্ষক!"

নবী ﷺ যখন জনৈক ব্যক্তিকে তার নামাযশেষে উক্ত দু'আটি বলতে শুনেছেন তখন তিনি বলেন:

لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"সে সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায়

প্রার্থনা করেছে যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন"।

(আবূ দাউদ: ২/৮০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৮ তিরমিযী: ৫/৫৫০ আহমাদ: ৩/১২০ নাসায়ী: ৩/৫২ ইবনু হিব্বান ২৩৮২ হাকিম: ১/৫০৩)

২৭. যখন নিম্নোক্ত দু'আটি পড়া হয়:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, আপনিই একমাত্র মা'বূদ। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। না আপনি কোন সন্তান জন্ম দিয়েছেন, না আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। না আপনার সমকক্ষ কেউ আছে"।

রাসূল ﷺ যখন জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত দু'আটি বলতে শুনেছেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"তুমি তো আল্লাহর নিকট তাঁর মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছো"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! তুমি সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছো যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন এবং যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন।

(আবূ দাউদ: ২/৭৯ তিরমিযী: ৫/৫১৫ আহমাদ: ৫/২৬০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৭

হাকিম: ১/৬০৪)

২৮. সূর্য মধ্যাকাশ থেকে সরে যাওয়ার পর তথা যোহরের আগ মুহূর্তে:

আব্দুল্লাহ বিন আস-সায়িব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ সূর্য মধ্যাকাশ থেকে সরে যাওয়ার পর তথা যোহরের আগ মুহূর্তে চার রাক'আত নামায পড়তেন। আর বলতেন:

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

"নিশ্চয়ই এটি এমন একটি সময় যখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর আমি চাই এ সময় আমার যে কোন নেক আমল আল্লাহর নিকট উঠে যাক"।

(তিরমিযী: ২/৩৪২ হাদীস ৪৭৮ মিশকাত: ১/২৩৭ আহমাদ: ৩/৪১১)

আবূ আইয়ূব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلاَ تَرْتَجُّ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ

"নিশ্চয়ই আকাশের দরজাগুলো সূর্য মধ্যাকাশ থেকে সরে যাওয়ার পরপরই খুলে দেয়া হয়। যোহরের নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তা আর বন্ধ হয় না। তাই আমি চাই আমার কোন পুণ্য এ সময় আকাশের দিকে উঠে যাক"।

(আহমাদ: ৫/৪২০ সহীহ সুনানে আবী দাউদ: ১/২৩৬ সহীহুল-জামি' ১৫২৯ সহীহুত-তারগীব ৫৮৪)

২৯. রামাযান মাসে:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ،

وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ

"যখন রামাযান মাস এসে যায় তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। উপরন্তু শয়তানগুলোকে শিকলবদ্ধ করা হয়"। (বুখারী ১৮৯৯ মুসলিম ১০৭৯)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

"যখন রামাযান মাস এসে যায় তখন রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়"। (মুসলিম ১০৭৯)

রাসূল ﷺ আরো বলেন:

لِكُلِّ مُسْلِمٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُوْ بِهَا فِيْ رَمَضَانَ

"রামাযান মাসে প্রত্যেক মোসলমানের প্রতিটি দু'আ কবুল করা হয়"। (বাযযার/কাশফুল-আসতার ৯৬২ সহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ১/৪১৯)

৩০. মোসলমানরা যিকিরের মজলিসে একত্রিত হওয়ার সময়:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ لله مَلاَئِكَةً يَطُوْفُوْنَ فِيْ الطُّرُقِ يَلْتَمِسُوْنَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوْا قَوْمًا يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوْا إِلَى حَاجَتِكُمْ، قَالَ: فَيَحُفُّوْنَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ: فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُوْلُ عِبَادِيْ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: يُسَبِّحُوْنَكَ وَيُكَبِّرُوْنَكَ وَيَحْمَدُوْنَكَ وَيُمَجِّدُوْنَكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: هَلْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ وَالله مَا رَأَوْكَ، قَالَ: فَيَقُوْلُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوْا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا وَتَحْمِيْدًا وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيْحًا،

قَالَ: يَقُوْلُ: فَمَا يَسْأَلُوْنِيْ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: يَسْأَلُوْنَكَ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا، وَأَعْظَمَ فِيْهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَعَوَّذُوْنَ؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنَ النَّارِ، قَالَ: يَقُوْلُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لاَ وَاللهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا، قَالَ: يَقُوْلُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوْا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً، قَالَ: فَيَقُوْلُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، قَالَ: يَقُوْلُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ: فِيْهِمْ فُلاَنٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ، قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার এমন অনেকগুলো ফিরিশতা রয়েছেন যাঁরা পথে পথে ঘুরে বেড়ান এবং যিকিরকারীদের অনুসন্ধান করেন। যখন তাঁরা কোন জনসমষ্টিকে যিকির করতে দেখেন তখন তাঁরা পরস্পরকে এ বলে ডাকতে থাকেন যে, আসো! তোমাদের কাজ মিলে গেলো। অতঃপর তাঁরা নিজ পাখাগুলো দিয়ে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের চাইতেও বেশি জানেন, আমার বান্দাহরা কি বলে? ফিরিশতাগণ বলেন: তারা আপনার পবিত্রতা, বড়ত্ব, প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা কি আমাকে দেখেছে? ফিরিশতাগণ বলেন: না, আল্লাহ'র কসম! তারা আপনাকে দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা আমাকে দেখতে পেলে কি করতো? ফিরিশতাগণ বলেন: তারা আপনাকে দেখতে পেলে আরো বেশি ইবাদাত করতো। আরো অধিক আপনার সম্মান, প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা আমার কাছে কি চায়? ফিরিশতাগণ বলেন: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ

তা'আলা বলেন: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফিরিশতাগণ বলেন: না, আল্লাহ'র কসম! হে প্রভু! তারা জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা জান্নাত দেখলে কি করতো? ফিরিশতাগণ বলেন: তারা জান্নাত দেখতে পেলে জান্নাতের প্রতি তাদের উৎসাহ ও লোভ আরো বেড়ে যেতো। তারা আরো মরিয়া হয়ে জান্নাত কামনা করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা কী বস্তু থেকে আমার আশ্রয় কামনা করে? ফিরিশতাগণ বলেন: জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফিরিশতাগণ বলেন: না, আল্লাহ'র কসম! হে প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা জাহান্নাম দেখলে কি করতো? ফিরিশতাগণ বলেন: তারা জাহান্নাম দেখতে পেলে জাহান্নামকে আরো বেশি ভয় পেতো এবং জাহান্নাম থেকে আরো বেশি পলায়নপর হতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি তোমাদেরকে সাক্ষী রেখে বলছি: আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। জনৈক ফিরিশতা বলেন: তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তি রয়েছে যে তাদের অন্তর্ভূত নয়। বরং সে কোন এক প্রয়োজনে তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা আমার উদ্দেশ্যেই বসেছে। সুতরাং তাদের সাথে যে বসেছে সেও আমার রহমত হতে বঞ্চিত হতে পারে না"।

(বুখারী, হাদীস ৬৪০৮ মুসলিম, হাদীস ২৬৮৯)

আবূ হুরাইরাহ ও আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ

"কোন সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার যিকিরের জন্য বসলে ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে। তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। উপরন্তু আল্লাহ তাদেরকে নিয়ে ফিরিশতাগণের সাথে আলোচনা করেন"।

(মুসলিম ২৭০০)

৩১. মোরগ ডাক দিলে:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ৎ ইরশাদ করেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْـحِمَارِ فَتَعَوَّذُوْا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً

“তোমরা যখন মোরগের আওয়ায শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর দয়া কামনা করবে। কারণ, সে নিশ্চয়ই ফিরিশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা গাধার আওয়ায শুনবে তখন তোমরা আল্লাহর নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। কারণ, সে নিশ্চয়ই শয়তান দেখেছে”।

(বুখারী ৩৩০৪ মুসলিম ২৭২৯ আবূ দাউদ: ৪/৩২৭ তিরমিযী: ৫/৫০৮ আহমাদ: ২/৩০৭)

৩২. আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশেষ মনোযোগের সময়:

গুহায় আটকা পড়া লোক তিনটির ঘটনা এর একান্ত প্রমাণ।

(বুখারী ৩৪৬৫ মুসলিম ২৭৪৩)

৩৩. একজন বিপদগ্রস্তের দু‘আ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ۉ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ۋ ﭼ [النمل: ٦٢]

“নাকি তিনিই যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাবে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করেন”। (আন-নামল: ৬২)

৩৪. মযলুমের দু‘আ:

রাসূল ৎ একদা মু‘আয < কে ইয়েমেনের দিকে পাঠানোর সময় তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْـمَظْلُوْمِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"মযলুমের বদদু'আ থেকে বাঁচো। কারণ, তার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই"। (বুখারী ১৪৬৯ মুসলিম ১৯)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ

"মযলুমের বদদু'আ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। যদিও সে গুনাহগার হয়ে থাকে। কারণ, তার গুনাহ তার নিজেরই ক্ষতি করবে। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়"। (আহমাদ: ২/৩৬৭ আবূ দাউদ/মিনহাতুল-মা'বূদ ১২৬৬)

৩৫. সন্তানের উপর পিতার বদদু'আ:

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ: دَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْـمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

"তিনটি দু'আ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। মযলুমের বদদু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের উপর পিতার বদদু'আ"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৪৮১ আবূ দাউদ ১৫৩৫ তিরমিযী ১৯০৫)

৩৬. মুসাফিরের দু'আ:

যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩৭. সন্তানের জন্য তার পিতার দু'আ:

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ لاَ تُرَدُّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْـمُسَافِرِ

"তিনটি দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না: সন্তানের জন্য তার পিতার দু'আ, রোযাদারের দু'আ ও মুসাফিরের দু'আ"।

(বায়হাকী: ৩/৩৪৫ সহীহুল-জামি’ ২০৩২ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৭৯৭)

৩৮. রোযদারের দু‘আ:

যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩৯. মাতা-পিতার জন্য তাদের নেক সন্তানের দু‘আ:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল © ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

“যখন কোন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। তবুও তিনটি মাধ্যম তার জন্য খোলা থাকে: দীর্ঘ মেয়াদী সাদকা, নেককার সন্তান যে তার জন্য দু‘আ করবে এবং লাভজনক জ্ঞান”। (মুসলিম ১৬৩১ আবূ দাউদ ২৮৮০ নাসায়ী: ৬/২৫১)

৪০. হাজী ও উমরাকারীর জন্য সাফা পাহাড়ের দু‘আ:

নবী © এর হজ্জ সংক্রান্ত জাবির < এর একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী © কা’বা শরীফের দরজার দিক থেকে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন। তিনি সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হতেই নিচের আয়াতটি পড়লেন:

ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম”। (বাক্বারাহ: ১৫৮)

এরপর নবী © বললেন:

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ،

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ، وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করছি। অতঃপর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে কা'বা শরীফের দিকে তাকিয়ে কিবলা ঠিক করে তাঁর তাওহীদ ও মহত্ব বর্ণনা করে বললেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তিনি তাঁর দেয়া ওয়াদাটুকু পূরণ করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন। আর তিনি এককভাবেই সকল দলকে পরাজিত করেছেন"।

অতঃপর এরই মাঝে তিনি দু'আ করেছেন। আর উক্ত দু'আটি তিনি তিনবার পড়েছেন"। (মুসলিম ১২১৮)

৪১. হাজী ও উমরাকারীর জন্য মারওয়াহ পাহাড়ের দু'আঃ

উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ بَطْنِ الْوَادِيْ سَعَى

حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا

"অতঃপর তিনি মারওয়ার দিকে অবতরণ করলেন। যখন তাঁর পদযুগল উপত্যকার নিচু জায়গায় নেমে গেলো তখন তিনি দৌড়তে থাকলেন। আবার যখন তাঁর পদযুগল উপরে উঠলো তখন তিনি হাঁটতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি মারওয়াহ পাহাড়ে উঠে তাই করলেন যা তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে করলেন"। (মুসলিম ১২১৮)

৪২. হাজীর জন্য কুরবানীর দিন মুযদালিফার মাশআরে হারামের দু'আঃ

জাবির < এর উক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে,

ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ، وَكَبَّرَهُ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِداً، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ

"অতঃপর তিনি কাসওয়ায় চড়ে মাশআরে হারামে আসলেন। সেখানে তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। উপরন্তু তাঁর তাওহীদ ও মহত্ব বর্ণনা করলেন। এভাবে তিনি এলাকা ভালোভাবে ফরশা হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি সূর্য উঠার আগেই সেখান থেকে রওয়ানা করলেন"।

(মুসলিম ১২১৮)

৪৩. ছোট ও মাঝারী জামরায় পাথর নিক্ষেপের পর দু'আঃ

ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) সালিম বিন আব্দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) মসজিদে খাইফের নিকটবর্তী জামরায় সাতটি পাথর

মারতেন। প্রত্যেকবার পাথর মারার সময় তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর তিনি একটু সামনে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে নিজ দু' হাত উঁচিয়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেন। একইভাবে তিনি মাঝারী জামরায় পাথর মেরে একটু বাঁয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘ সময় নিজ দু' হাত উঁচিয়ে দু'আ করতেন। অতঃপর উপত্যকার মাঝের জামরায়ে আকাবায় পাথর মারতেন। তবে সেখানে তিনি দাঁড়াতেন না। এমনকি তিনি বলতেন: এভাবেই আমি রাসূল ﷺ কে পাথর মারতে ও দু'আ করতে দেখেছি"।

(বুখারী ১৭৫২)

বুখারীর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ যখন মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামরায় পাথর মারতেন তখন তিনি প্রতিবার তাকবীর বলে সেখানে সাতটি পাথর মেরে একটু সামনে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে নিজ দু' হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় দু'আ করতেন। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরায় এসে প্রতিবার তাকবীর বলে সাতটি পাথর মারতেন। এরপর উপত্যকার দিকে একটু বাঁয়ে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে নিজ দু' হাত উঁচিয়ে দু'আ করতেন। তারপর আকাবার পাশের জামরায় গিয়ে তিনি প্রতিবার তাকবীর বলে সাতটি পাথর মেরে সেখান থেকে দ্রুত চলে যেতেন। সেখানে তিনি আর সেখানে দাঁড়াতেন না"। (বুখারী ১৭৫৩)

৪৪. হাজীর দু'আ:

৪৫. উমরাকারীর দু'আ:

৪৬. আল্লাহর পথের যোদ্ধার দু'আ:

রাসূল ﷺ উক্ত তিনটি বিষয়ে বলেন:

الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ، وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ

"আল্লাহর পথের যোদ্ধা, হাজী ও উমরাকারী আল্লাহর প্রতিনিধি

দল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকেছেন বলে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাই তারা তাঁর নিকট যাই চেয়েছে তিনি তাদেরকে তাই দিয়েছেন"।

(ইবনু মাজাহ ২৮৯৩ সহীহুল-জামি ৪১৭১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৮২০)

৪৭. যিল-হজ্জের প্রথম দশ দিনের দু'আঃ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ - يَعْنِيْ أَيَّامَ الْعَشْرِ - قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

"এ দিনগুলো তথা যিল-হজ্জের প্রথম দশ দিনের চেয়ে অন্য কোন দিন নেক আমল করা আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয় নয়। সাহাবায়ে কিরাম বললেন: এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও? তিনি বললেন: এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদ করার চাইতেও। তবে যে ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হলো অতঃপর সে আর এর কোনটি নিয়ে ফিরে আসেনি"।

(বুখারী ৯৬৯ আবূ দাউদ ২৪৩৮)

৪৮. রোগীর নিকট অবস্থান কারীর দু'আঃ

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ فَقُوْلُوْا خَيْراً؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ

"যখন তোমরা রোগীর নিকট উপস্থিত হবে তখন তোমরা ভালো কথা বলো। কারণ, ফিরিশতাগণ তোমাদের কথার উপর আমীন বলেন"।

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আবূ সালামাহ < যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন আমি রাসূল ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে বললাম: আবূ সালামাহ < তো ইতিমধ্যে মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন তিনি আমাকে বললেন:

قُوْلِيْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً

"তুমি বলো: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও তাঁকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিকল্প মিলিয়ে দিন"।

তিনি বলেন: আমি তাই বললাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য তাঁর চেয়েও উত্তম বিকল্প তথা রাসূল ﷺ কে মিলিয়ে দিয়েছেন"। (মুসলিম ৯১৯)

দু'আর কিছু ভুল-ভ্রান্তি:

দু'আয় মাঝে মাঝে কিছু ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। যা দু'আর মাঝে সীমালঙ্ঘনেরই শামিল।

বস্তুতঃ যে আবেদন আল্লাহ তা'আলার হিকমত কিংবা তাঁর আদেশ ও শরীয়ত অথবা তাঁর দেয়া সংবাদের বিপরীত বলে মনে হবে তাই সীমালঙ্ঘন। যা আল্লাহ তা'আলা কখনোই পছন্দ করেন না। না সে আবেদনকারীকে তিনি ভালোবাসেন।

(বাদায়িউল-ফাওয়ায়িদ: ৩/১৩)

তাই দু'আর কিছু ভুল ও হঠকারিতা নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. দু'আর মাঝে কোন শির্কী উছিলা থাকা:

যেমন: দু'আর মাঝে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোন মানুষ, পাথর, গাছ কিংবা জিন ইত্যাদিকে আহ্বান করা। এটি দু'আ বিষয়ে সর্ব নিকৃষ্ট সীমালঙ্ঘন। কারণ, দু'আ হলো ইবাদাত। যা

আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য সম্পাদন করা শির্ক। আর শির্ক হলো আল্লাহ তা'আলার শানে সর্ব বৃহৎ অপরাধ।

২. দু'আর মাঝে কোন বিদআতী উছিলা থাকাঃ

যেমন: নবী ﷺ এর ব্যক্তিত্ব কিংবা তাঁর সম্মানের উছিলা ধরা। কারণ, এটি বিদআতী উছিলা। বস্তুতঃ ধর্মের ভিত্তিই হলো অনুসরণের উপর। বিদআতের উপর নয়। আর বিদআত হলো মূলতঃ কুফরির প্রথম ধাপ।

৩. দু'আয় নিজের মৃত্যু কামনা করাঃ

কেউ কেউ কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট নিজের মৃত্যু কামনা করে। এটি কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই ঠিক নয়।

কাইস (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি একদা খাব্বাব < এর সাক্ষাতে আসলাম। ইতিমধ্যে তিনি অসুস্থতার দরুন নিজ শরীরে সাতটি জ্বলন্ত লোহার পোড়া দাগ দেন। অতঃপর তিনি বলেন: যদি রাসূল ﷺ আমাদেরকে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ না করতেন তা হলে আমি এখন নিজের মৃত্যু কামনা করতাম"। (বুখারী ৬৩৫০ মুসলিম ২৬৮১)

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّياً لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ مَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِيْ

"তোমাদের কেউ যেন কোন বিপদে পড়ে নিজের মৃত্যু কামনা না করে। যদি একান্তভাবে নিজের মৃত্যু কামনা করতেই হয় তা হলে বলবে: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যদি জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। আর আমাকে মৃত্যু দিন যদি

মৃত্যু বরণ করা আমার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে"।

(বুখারী ৬৩৫১ মুসলিম ২৬৮০)

৪. দুনিয়াতে নিজের জন্য দ্রুত নগদ শাস্তি কামনা করাঃ

যেমন: কারো এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিয়ে দিন। যেন আমি কিয়ামতের দিন জান্নাতে যেতে পারি। আর জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারি। এ দু'আ অবশ্যই ভুল। বরং সে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট উভয় জগতেরই নিরাপত্তা কামনা করবে।

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জনৈক মোসলমানের খবরাখবর নিতে গিয়ে দেখলেন, সে শুকাতে শুকাতে একেবারে পাখির ছানার ন্যায় রূপ ধারণ করেছে। তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

هَلْ كُنْتَ تَدْعُوْ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَقُوْلُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِيْ بِهِ فِيْ الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِيْ فِيْ الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ! لاَ تُطِيْقُهُ، أَوْ لاَ تَسْتَطِيْعُهُ، أَفَلاَ قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ فَدَعَا اللهَ لَهُ فَشَفَاهُ

"তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছুর দু'আ করছিলে? না কি তুমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাচ্ছিলে? সে বললো: জি। আমি বলতাম: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরকালে যে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করছেন তা আপনি এখনই আমাকে দুনিয়াতে দিয়ে দিন। তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন: আশ্চর্য! তুমি তো ধারণ কিংবা সহ্য করতে পারবে না। তুমি কেন বলোনি? হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দুনিয়া ও আখিরাত তথা উভয় জাহানের কল্যাণ দিন। আর আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।

এরপর রাসূল ﷺ তার জন্য দু'আ করে সে সুস্থ হয়ে যায়"। (আহমাদঃ ৩/১০৭ মুসলিম ২৬৮৮ তিরমিযী ৩৪৮৭)

৫. বিবেক-বুদ্ধি, শরীয়ত কিংবা স্বাভাবিকভাবে যা হওয়া অসম্ভব এমন কিছুর দু'আ করাঃ

যেমনঃ দুনিয়াতে চিরস্থায়ী হওয়া, নবুওয়াত পাওয়া কিংবা কিয়ামত কায়িম না হওয়ার দু'আ করা। তেমনিভাবে ফুলসিরাত অতিক্রম না করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা, দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা, নিজ থেকে সকল মানবিক প্রয়োজনীয়তা তথা খাদ্য-পানীয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা উঠে যাওয়া, বিবাহ কিংবা বান্দি ছাড়া সন্তান, চাষবাস ছাড়া ফসল, স্বর্ণের পাহাড় পাওয়া, একই সাথে দু' জায়গায় অবস্থান করা ইত্যাদির দু'আ।

৬. যে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে এমন বিষয়ের দু'আ করা। এটি আগেরটিরই ন্যায়। উপরন্তু এটি হয়ে যাওয়া বিষয় হওয়ারই দু'আ। যেমনঃ ব্যাপক দুর্ভিক্ষে এ উম্মত ধ্বংস না হওয়া, শত্রুকে তাদের উপর জয়ী হতে না দেয়া। অথচ এ দু'টি বিষয়ে নবী ﷺ ইতিপূর্বে দু'আ করেছেন এবং তাঁর দু'আ কবুলও করা হয়েছে।

তেমনিভাবে কাফিররা কুফরি অবস্থায় মারা গেলে তাদের জান্নাতে না যাওয়া অথবা তাদের জাহান্নামে যাওয়া কিংবা তাতে তাদের চিরস্থায়ী হওয়া এবং মু'মিনদের চিরস্থায়ী না হওয়ার দু'আ। এ সকল দু'আ বা এ জাতীয় দু'আ করা মানে হওয়া জিনিস আবারো হওয়ার দু'আ করা।

৭. শরীয়তে যা না হওয়া প্রমাণিত হয়েছে এমন কিছু হওয়ার দু'আ করা। যেমনঃ মোসলমানের জান্নাতে না যাওয়া এবং কাফিরের জান্নাতে যাওয়ার দু'আ করা যখন সে কুফরির উপর মৃত্যু বরণ করে।

৮. নিজ ও নিজের স্ত্রী-সন্তানের উপর বদদু'আ

করা।

৯. কোন গুনাহর দু'আ করা। যেমন: কারো জন্য মদখোর হওয়ার দু'আ করা, আল্লাহ তা'আলা যেন তাকে কাফিরের মৃত্যু দেন অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত করান কিংবা তার ফাসাদ ও অপরাধ সহজ করে দেন এমন দু'আ করা।

১০. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার দু'আ করা। যেমন: এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি অমুক ও তার মা কিংবা তার আত্মীয়-স্বজন অথবা তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটান। অনুরূপভাবে এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি মোসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে দিন।

১১. কোন গুনাহর ব্যাপকতা লাভের দু'আ করা। যেমন: শিয়ারা করে থাকে। তারা দু'আ করে যেন জমিনে ফাসাদ ও সমূহ গুনাহ ব্যাপকতা লাভ করে। যাতে ইমাম মাহদী এসে দুনিয়াকে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে পরিপূর্ণ করতে পারেন যেমনিভাবে তা যুলুম ও অত্যাচার দিয়ে ভরে গিয়েছে।

১২. আল্লাহর রহমত সঙ্কীর্ণ করার দু'আ করা। যেমন: এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি শুধু আমাদের দেশের উপর বৃষ্টি দিন। অন্য কোথাও নয়। অনুরূপভাবে এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি শুধু আমাকেই সুস্থতা, তাওফীক ও রিযিক দিন। অন্য কাউকে নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৩. ইমাম সাহেব সম্মিলিত দু'আর সময় তার মুক্তাদিদের জন্য দু'আ না করে কেবল নিজের জন্য দু'আ করা। যেমন: কুনূত পড়ার সময় ইমাম সাহেবের এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি শুধু আমাকে হিদায়াত দিন, দয়া করুন ও সুস্থতা দিন।

সাউবান < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ يَؤُمُّ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

"কেউ কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করলে সে যেন তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দু'আ না করে। এমন করলে সে নিশ্চয়ই আত্মসাৎকারীরূপে পরিগণিত হবে"। (আবু দাউদ ৯০ আহমাদ: ৫/২৫০)

উক্ত হাদীসটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন।

১৪. দু'আর আদব রক্ষা না করা। তথা অনুচিত কোন জিনিসের দু'আ করা। যা আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব রক্ষা করার বিপরীত। যেমন: এমন বলা যে, হে আল্লাহ! হে সাপ, বিচ্ছু ও গাধার স্রষ্টা ইত্যাদি।

১৫. পরীক্ষামূলক দু'আ করা। যেমন: এমন বলা যে, আমি পরীক্ষামূলক দু'আ করবো। আমি এটা দেখবো যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আটুকু কবুল করেন, না কি করেন না।

১৬. দু'আর মধ্যে দু'আকারীর উদ্দেশ্য খারাপ হওয়া। যেমন: মানুষের সাথে গর্ব কিংবা গুনাহ করার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্পদ কামনা করা। অনুরূপভাবে আল্লাহর ওলীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তাঁর নিকট ক্ষমতা কামনা করা।

১৭. দু'আর ব্যাপারে নিজে না করে অন্যের উপর ভরসা করা। কেউ কেউ নিজে নিজের জন্য দু'আ করে না। সে মনে করে যে, সে গুনাহগার। তার দু'আ কবুল হবে না। তাই সে সর্বদা আলিম, বুযুর্গ ও নেককারদের নিকট দু'আ কামনা করে। মূলতঃ অন্যের নিকট দু'আ চাওয়া জায়িয হলেও তাতে কিছু সমস্যা রয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক. এটি এক ধরনের সাওয়াল বৈ কী?

খ. এটি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে নিজে একেবারেই দু'আর অভ্যাস পরিত্যাগ করার শামিল।

গ. মূল নিয়ম নিজে নিজের জন্য দু'আ করা।

ঘ. অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া কখনো কখনো তার আত্মম্ভরিতা বাড়িয়ে দিতে পারে। সে মনে করতে পারে, আমি একজন বুযুর্গ মানুষ। আমার দু'আ কাজ হয় বলেই মানুষ বার বার আমার কাছেই দু'আ কামনা করে। তখন সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

১৮. দু'আয় শাব্দিক ভুল করা। যেমন: আরবী দু'আয় অনেক ইমাম সাহেবই ভুল করে থাকেন।

১৯. দু'আর সাথে মিল রেখে আল্লাহর নাম ও গুণাবলী চয়ন না করা। বস্তুতঃ অনেকেই এ ব্যাপারে সচেতন নন। যেমন: এমন বলা যে, "আল্লাহুম্মা-রহামনী ইয়া শাদীদাল-ইকাব!" হে আল্লাহ! হে কঠিন শাস্তিদাতা! আমাকে দয়া করুন। অনুরূপভাবে এমন বলা যে, "আল্লাহুম্মা আলাইকা বিল-কুফফারি ইয়া আরহামার-রাহিমীন!" হে আল্লাহ! হে মহান দয়াময়! আপনি কাফিরদেরকে ধ্বংস করুন। ইত্যাদি।

২০. দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কম আস্থাশীল বা নিরাশ হওয়া। কোন কোন কঠিন রোগীর এমন ধারণা হয় যে, সে আর ভালো হবে না। তখন সে নৈরাশ্যবশতঃ আল্লাহর নিকট দু'আ ও ফরিয়াদ করা ছেড়ে দেয়। সে এ ব্যাপারে খুব কমই আস্থাশীল হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার এ অবস্থার পরিবর্তন করতে পারেন। বরং কখনো শয়তান তার অন্তরে এমন কথার উদ্রেক করে যে, এ অবস্থায় আল্লাহর নিকট দু'আ করার কোন মানেই হয় না। এতে কোন ফায়েদা নেই। যেমন: কোন ক্যান্সার রোগী এমন মনে করতে পারে। এমনকি তার অনেক আত্মীয়-স্বজনেরও এমন ধারণা হয় যে, সে আর ভালো হবে না। কারণ, তার রোগটি খুবই মারাত্মক। যার পরিণতি কেবল মৃত্যুই হতে পারে। তার জন্য দু'আ করে কোন লাভ নেই। তখন তারা তার জন্য দ্বিতীয়বার দু'আ করা ছেড়ে দেয়।

দু'আর ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ভুল। বরং এটি আল্লাহর

ব্যাপারে মূর্খতাই প্রমাণ করে। আশ্চর্য! তারা কি জানে না, আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। সকল কিছুর লাগাম তাঁরই হাতে। তিনি “কুন” বললেই সব হয়ে যায়। আর যিনি ব্যাধি দিয়েছেন তিনি তা থেকে উদ্ধার করতেও সক্ষম।

বরং তাদের এ কথা জানা উচিত যে, সর্বসাকুল্যে দু‘আ তো অবশ্যই একটি মহান ইবাদাত। কোন বিপদ কেটে যাওয়ার অপেক্ষাও একটি ইবাদাত। আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া ও তাঁর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করা সত্যিকারের সফলতা ও সম্মান।

অনুরূপভাবে তাদের এ কথাও জানা উচিত যে, আল্লাহ তা‘আলা হয়তোবা তাকে পূর্ণ সুস্থ করবেন। না হয় রোগের ভয়াবহতা কমিয়ে দিবেন। না হয় তিনি এ দু‘আর পরিবর্তে তাঁকে ধর্মের উপর অটলতা, মানসিক প্রশান্তি ও তাঁর উপর সন্তুষ্টি বাড়িয়ে দিবেন যা সে সুস্থ থাকলে হয়তোবা পেতো না।

এ অবস্থা বন্ধ্যা কিংবা যার সন্তান হতে কিছুটা দেরি হচ্ছে এমন নারীর ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাদের কেউ কেউ পরিশেষে দু‘আ করাই ছেড়ে দেয়। তাদের এ ধারণা হয় যে, তাদের আর কোন সন্তান হবে না। সুতরাং দু‘আ করে কোন লাভ নেই। এমন কথা কোন মোসলমানের মুখ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। বরং যিনি বন্ধ্যাত্ব দিয়েছেন তিনি সন্তান দিতেও সক্ষম। কারণ, দেয়া-নেয়ার ব্যাপার তো তাঁরই। সব কিছুর মালিক তো তিনিই। তাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার কোন মানে হয় না।

যাকারিয়া (আলাইহিস-সালাম) যখন বললেন:

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [آل عمران: ٣٨]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে সুসন্তান দিন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী”। (আলি-ইমরান: ৩৮)

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দু‘আ কবুল করলেন তাঁর ভাষায় তিনি

বলেন:

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ [آل عمران: ٣٩]

“যখন যাকারিয়া তার ইবাদাতকক্ষে সালাতরত তখন ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বললো: আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কালিমার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, নেতা, গুনাহ থেকে বিরত ও তাঁর নেক বান্দাদের মধ্য থেকে একজন নবী”। (আলি-ইমরান: ৩৯)

এ সবই হয়ে গেলো; অথচ যাকারিয়া (আলাইহিস-সালাম) ছিলেন একজন বয়স্ক পুরুষ ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা।

এভাবেই কোন কোন পিতা-মাতা তাদের সন্তানের পরিশুদ্ধির জন্য দু‘আ করা বন্ধ করে দেন। কারণ, তাঁরা নিজেদের সন্তানের চরম ভ্রষ্টতা ও হঠকারিতা দেখে তাদের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। তখন তাদের পিতা তাদের ব্যাপারে এমনও বলে থাকেন যে, আমি নিজ সন্তানের পরিশুদ্ধির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তাদের জন্য দু‘আ করাই ছেড়ে দিয়েছি।

কী আশ্চর্য ব্যাপার! আপনি কি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হচ্ছেন? না কি তাঁর রহমতকে সঙ্কীর্ণ ভাবছেন? আপনি কি জানেন না, সন্তানের ব্যাপারে তার পিতার দু‘আ নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য। আর নেক দু‘আ কিছু সময় পরে হলেও অবশ্যই কাজে আসবে। হয়তোবা আপনি নিজ জীবদ্দশায় তার নেক জীবন দেখবেন। নয়তোবা সে আপনার মৃত্যুর পরই নেককার হয়ে যাবে। তখন তার দু‘আ আপনার কাজে আসবে। সর্বসাকুল্যে দু‘আ তো আপনার কোন ক্ষতি করছে না। উপরন্তু সন্তান তো আপনারই। সে যেই হোক না কেন। যেমন: আরবরা বলে থাকে,

أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ ذَنَّ

"নাক তো আপনারই যদিও তা থেকে ময়লা বের হয়"।

আরো বলা হয়,

عِيْصُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَشَباً

"বংশ তো আপনারই যদিও তা বাজে হয়"।

(উয়ূনুল-আখবার: ৩/৮৯)

তেমনিভাবে কোন কোন মোসলমানের এমন অবস্থা যে, যখন সে মোসলমানদের মাঝে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব-বিবাদ দেখতে পায় তখন সে তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। যখন তাকে বলা হয়, মোসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য দু'আ করো। তখন সে মাথা নেড়ে বলে: না, আমি তো তাদের অবস্থার কোন উন্নতিই দেখতে পাচ্ছি না। তাদের জন্য আর দু'আ করে কোন লাভ নেই।

এ সবই ভুল চিন্তা মাত্র। যা আল্লাহর উপর আস্থাহীনতা এবং তাঁর ওয়াদায় অবিশ্বাসই প্রমাণ করে।

২১. বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর নিকট বিস্তারিতভাবে দু'আ করা। যেমন: কেউ কেউ বলে, হে আল্লাহ! আপনি আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, মামা-মামী, খালা-খালু, চাচা-চাচী, ভাই-বোন ইত্যাদিকে ক্ষমা করুন। বরং সে এখানে নিজ আত্মীয়-স্বজনের উপর ক্ষান্ত না হয়ে নিজ বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীকেও টেনে নিয়ে আসে। যা বিস্তারিত বলার জন্য সে তার এক দীর্ঘ সময় ব্যয় করে। অথচ তার এমন বললেও হতো, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও আমার ভাই-বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনকে ক্ষমা করুন। অথবা বলবে, হে আল্লাহ! আপনি সকল মুসলিম নর-নারীকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর রহমত তো অবশ্যই ব্যাপক।

তবে বিস্তারিত বলতে গিয়ে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি না করলে তাতে কোন সমস্যা নেই। যার প্রমাণ হাদীসে পাওয়া যায়।

২২. দু'আ করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে এমন

নামে ডাকা যা কুরআন সহীহ হাদীসে নেই। যেমনঃ এমন বলা যে, হে সুলতান! হে গুফরান! কারণ, এ দু'টি আল্লাহ তা'আলার নাম নয়।

২৩. অযথা চিৎকার দিয়ে দু'আ করা। এ যুগে মাইক্রোফোনের সুবাদে এটা বেশি আকারে দেখা যায়। যেমনঃ আপনি শহরের পূর্ব প্রান্তে রয়েছেন; অথচ আপনি সেখানে বসে শহরের পশ্চিম প্রান্তের দু'আ শুনতে পাচ্ছেন।

এটি অবশ্যই ভুল। কারণ, এমতাবস্থায় জোরে চিৎকার দেয়ার কোন মানেই হয় না। বরং তা দু'আয় বাড়াবাড়িই বটে। যা মানুষকে দেখানোরই শামিল। তাই একজন ইমামের ততটুকুই আওয়াজ করা উচিত যাতে তার মুক্তাদীরা শুনতে পায়। এর চেয়ে বেশি নয়। আর একাকী দু'আ করলে আস্তেই করতে হবে।

২৪. এভাবে দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার চূড়ান্ত ফায়সালা পরিবর্তন করার দু'আ করছি না। তবে আমি আপনার দয়া কামনা করছি। এ দু'আ বর্তমানে অনেকের মুখ থেকেই শুনা যায়। তবে তা সঠিক নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য তাঁর ফায়সালা পরিবর্তনের দু'আ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর মানুষের উপর যে কোন বিপদ আসে তা তাঁর ফায়সালার ভিত্তিতেই আসে। তাই বলে মানুষ কি তা চোখ বুজে এমনিতেই মেনে নিবে। সে তাঁর নিকট তা পরিবর্তনের কোন দু'আই করবে না। না কি সে আল্লাহর এক ফায়সালাকে তাঁর অন্য ফায়সালা দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করবে?

বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বিতীয়টি করারই আদেশ করেছেন। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ الفلق: ١ – ٢]

"বলো, আমি আশ্রয় কামনা করছি সকাল বেলার রবের তাঁর সমূহ সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে"। (ফালাক্বঃ ১-২)

আল্লাহ তা‘আলা উক্ত সূরায় তাঁর সমূহ সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে তাঁরই আশ্রয় চাওয়ার আদেশ করেছেন। মূলতঃ তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট তাঁর ফায়সালারই অধীন।

তেমনিভাবে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

چ چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ

[الناس: ١ – ٤]

“বলো, আমি আশ্রয় কামনা করছি মানুষের প্রভুর, মানুষের অধিপতির, মানুষের প্রকৃত ইলাহর যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট থেকে”। (নাস: ১-৪)

আরেকটি প্রসিদ্ধ দু‘আয় রয়েছে,

وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ

“আর আপনি আমাকে নিজ ফায়সালার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন”। (আবু দাউদ ১৪২৫)

এ জন্যই ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধ গ্রন্থে একটি অধ্যায় কায়েম করেছে যাতে তিনি বলেন:

بَابُ مَنْ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

چ ٿ ٿ ٽ ٽ ٹ ٹ ڤ ڤ ڦ ڦ چ [الفلق: ١ – ٢]

“যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া ও ফায়সালার অনিষ্ট থেকে এবং তাঁর বাণী: “বলো, আমি আশ্রয় কামনা করছি সকাল বেলার রবের তাঁর সমূহ সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে”।

(ফালাক্ব: ১-২)

অতঃপর ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) নবী ﷺ এর নিম্নোক্ত বাণী উল্লেখ করেন:

تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ

الْأَعْدَاءِ

"তোমরা আল্লাহর আশ্রয় কামনা করো কঠিন বিপদ, দুর্ভাগ্যের ছোঁয়া, ফায়সালার অনিষ্ট এবং শত্রুদের খুশি থেকে"। (বুখারী ৬১৫৪)

২৫. দু'আকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন: এমন বলা যে, হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে দয়া করুন। এটি মূলতঃ দু'আর মাঝে দৃঢ়তারই বিপরীত। এমনকি তা দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে ক্ষীণ চাহিদাই প্রমাণ করে। যার দলীল আগে বর্ণিত হয়েছে।

২৬. আল্লাহর সাথে দু'আর অভিনয় করা। তথা দু'আয় তাঁর প্রতি তার চরম মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ না করা। যেমন: কোন ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষীর ভাব নিয়েই তাঁর নিকট কোন কিছু পাওয়ার দু'আ করলো এমনভাবে যে, যেন তার চাওয়া বস্তুটি না পেলেও তাতে তার কোন অসুবিধে নেই।

২৭. ইচ্ছা করেই দু'আর সময় উচ্চস্বরে কান্না করা। যেমন: কেউ রমযান মাসে দুআয়ে কুনূতের সময় চিৎকার দিয়ে কান্না করলো। মূলতঃ এটি একটি ভুল কাজ। যা ইখলাস এবং নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীদের আদর্শ বিরোধীও বটে। এমনকি তা লোক দেখানোর কারণও হতে পারে। বস্তুতঃ কান্না অবশ্যই একটি ভালো কাজ। তবে তা হতে হবে একেবারেই ভাবগম্ভীর। যাতে কোন ধরনের চিৎকার থাকবে না। তবে কেউ দু'আর সময় নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে চিৎকার দিয়ে কেঁদে ফেললে তাতে কোন অসুবিধে নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কাউকে নিজ সাধ্যের বাইরে কোন কিছু করার আদেশ করেন না।

২৮. জুমার খুতবা চলাকালীন বৃষ্টির জন্য দু'আ করা হলে তাতে ইমাম সাহেবের হাত না উঠানো।

কোন কোন ইমাম সাহেব জুমার খুতবা চলাকালীন বৃষ্টির জন্য দু'আ করলেও তাতে হাত উঠান না। এটি কিন্তু সুন্নাত বহির্ভূত। সুন্নাত নিয়ম হলো ইমাম সাহেব খুতবার সময় বৃষ্টির জন্য দু'আ করলে হাত উঠাবেন। জনৈক বেদুঈন খুতবা চলাকালীন নবী ﷺ এর নিকট অনাবৃষ্টির দুরবস্থার কথা বললে তিনি তাঁর উভয় হাত উঁচিয়ে বললেন:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا

"হে আল্লাহ! আপনি বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আপনি বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আপনি বৃষ্টি দিন"। (বুখারী ৯৩৩ মুসলিম ৮৯৭)

২৯. কুনূতের সময় অযথা লম্বা দু'আ করা। যেমন: জাতীয় কোন সঙ্কট দেখা দিলে সাধারণত কুনূতে নাযেলা পড়া হয়। যাতে কারো জন্য দু'আ আর কারো জন্য বদদু'আ থাকে।

(যাদুল-মা'আদ: ১/২৭২-২৭৩)

তবে কোন কোন ইমাম সাহেব এ ক্ষেত্রে বেশি বাড়াবাড়ি করেন। তিনি এ সময় সকল প্রকারের দু'আ পড়ে থাকেন। যা নামাযের সময়ের দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ সমপরিমাণ হয়ে যায়।

বস্তুতঃ এটি ভুল ও সুন্নাত বিরোধী। সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে মাঝারী ধরনের দু'আ করা। এমন দু'আ করা যার সাথে সঙ্কটের বিশেষ মিল রয়েছে। তাতে মুক্তাদীদের মন বসবে ও তারা কোন কষ্ট পাবে না।

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: কুনূতে নাযেলা পাঠকের উচিত প্রত্যেক সঙ্কটের সাথে মিল রেখেই দু'আ করা। এমনকি যদি তাতে কোন নির্দিষ্ট এলাকা কিংবা সম্প্রদায়ের মু'মিনদের জন্য দু'আ এবং কোন নির্দিষ্ট এলাকা কিংবা সম্প্রদায়ের কাফিরদের জন্য বদদু'আ করা হয় তা হলে তা আরো ভালো।

(মাজমূউল-ফাতাওয়া: ২২/২৭১)

তিনি আরো বলেন: কুনূতে নাযেলার সুন্নাত নিয়ম হচ্ছে প্রতিপক্ষ কাফিরদের বিরুদ্ধে সমুচিত বদদু'আ করা"।

(মাজমূউল-ফাতাওয়া: ২১/১৫৫)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ফজরের নামাযের কিরাত শেষে তাকবীর দিয়ে রুকু থেকে উঠে বলতেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامَ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِيْ رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيِّ يُوْسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لَحْيَانَ، وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ

"আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, হে আমাদের প্রভু! হে আল্লাহ! আপনি ওলীদ বিন ওলীদ, সালামাহ বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবূ রাবীআহ এবং অন্যান্য দুর্বল মু'মিনদেরকে কাফিরদের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিন। হে আল্লাহ! আপনি মুযার গোত্রকে কঠিন শাস্তি দিন। তাদের উপর ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) এর দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ নাযিল করুন। হে আল্লাহ! আপনি লাহয়ান, রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রসমূহকে লা'নত তথা আপনার রহমত বঞ্চিত করুন। (বুখারী ১০০৬ মুসলিম ৬৭৫)

দু'আ কবুল হওয়ার কারণসমূহ:

দু'আ কবুল হওয়ার কিছু কারণ রয়েছে। যার কিয়দংশ দু'আর শর্ত ও আদাবসমূহের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে দু'আ কবুল হওয়ার আরো কিছু কারণ বর্ণিত হলো:

১. দু'আর সময় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠাবান ও মুখলিস হওয়া। এটি দু'আ কবুল হওয়ার একটি সর্ববৃহৎ কারণ। ইখলাস যত বেশি শক্তিশালী হবে দু'আ তত বেশি কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহর নবী যুননূন (আলাইহিস-সালাম) যখন মাছের পেটে ছিলেন তাঁর তখনকার দু'আ এবং সে গুহাবাসীদের দু'আ যাদের গুহামুখ একটি বড় পাথর এসে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে

দেয় তাদের দু‘আ সত্যিই ইখলাসের চমৎকার দৃষ্টান্তই বহন করে।

২. বিপদ দূর হওয়ার দৃঢ় আশা ও সে জন্য অধীর অপেক্ষা করা। যখন কোন বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাপারে মানুষের আশা দৃঢ় হয়, সেটার প্রতি তার প্রয়োজন বেশি দেখা দেয়, তা দ্রুত বাস্তবায়ন হওয়ার জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে থাকে এবং সে জন্য তার দীর্ঘ অপেক্ষা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখনই হঠাৎ ব্যাপারটি একেবারেই সহজ হয়ে যায়, তার সকল চিন্তা ও আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। কারণ, কঠিনতার পরই থাকে সহজতা এবং বিপদ যতই বড় হোক না কেন তা এক সময় অবশ্যই দূর হয়।

আল্লাহর নবী ইয়া‘কুব (আলাইহিস-সালাম) যখন তাঁর ছেলেরা তাদের ভাই ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) কে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলেছে বলে দাবি করলো তখন তিনি বললেন:

ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [يوسف: ١٨]

“না, বরং তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদেরকে একটি কাহিনী বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঠিক আছে, আমি পুরোপুরি ধৈর্য ধারণ করবো। তোমরা যা বানিয়ে বলছো সে ব্যাপারে আমি আল্লাহরই সাহায্য কামনা করছি”। (ইউসুফ: ১৮)

আবার যখন তিনি ইউসুফের ভাই বিনয়ামিন এবং তাঁর বড় ছেলেকেও হারালেন যে একদা বলেছিলো:

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [يوسف: ٨٠]

“কাজেই আমি কিছুতেই এখান থেকে সরবো না যতক্ষণনা আমার পিতা আমাকে অনুমতি দিবেন কিংবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা দিবেন। কারণ, তিনি হলেন সর্বোত্তম ফায়সালাকারী”। (ইউসুফ: ৮০)

তখন ইয়াকুব (আলাইহিস-সালাম) আবারো বললেন:

ﭼ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﭼ [يوسف: ٨٣]

“না, বরং তোমরা নিজেরাই একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এসেছো। কাজেই পুরোপুরি ধৈর্য ধারণই আমার জন্য শ্রেয়। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সকলকেই একত্রে আমার কাছে এনে দিবেন। নিশ্চয়ই তিনি হলেন সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়”। (ইউসুফ: ৮৩)

যখন তাঁর বিপদ আরো বেড়ে গেলো এবং তিনি অস্থিরতার চরম সীমায় পৌঁছে গেলেন উপরন্তু তাঁকে দীর্ঘ দিন ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) এর স্মরণের জন্য তিরস্কার করা হলো এবং তাঁকে ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) এর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাদ দেয়ার জন্য বলা হলো তখন তিনি বললেন:

ﭼ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﯾ ﯽ ﯼ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ
[يوسف: ٨٦]

“আমি আমার দুঃখ-বেদনা আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি। আমি আল্লাহর ব্যাপারে যা জানি তোমরা তা জান না”।

(ইউসুফ: ৮৬)

যখন তাঁর বিপদ আরো বেড়ে গেলো এবং তাঁর আশাও চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলো তখন তিনি বললেন:

ﭼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ [يوسف: ٨٧]

“হে আমার ছেলেরা! বরং তোমরা সেখানে গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ-খবর লও। তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না”। (ইউসুফ: ৮৭)

তখন ফল যা দাঁড়ালো তা হলো, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাহর দু‘আ কবুল করেছেন এবং তাঁর ব্যাপারে তাঁর বান্দাহর ধারণা সঠিক

বলে প্রমাণিত করলেন। তখন তাঁর সকল বিপদ দূর হয়ে গেলো এবং তিনি তাঁর প্রিয়জন ও কলিজার টুকরোগুলোর সাথে মিলিত হতে পেরে খুবই আনন্দিত হলেন। এটাতো দুনিয়ার ব্যাপার। পরকালেও তাঁর জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

শাইখ আব্দুর রহমান বিন সা’দী এ ব্যাপারে বলেন: এ ব্যাপারটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, যখন আল্লাহর খাঁটি বান্দাহদের উপর কোন বিপদ এসে যায় তখন তাঁরা শুরুতেই ধৈর্য ও আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য কামনার মাধ্যমে তার মুকাবিলা করেন। যখন তাঁদের বিপদ আরো বেড়ে যায় এবং তাঁদের ধৈর্য চরম সীমায় পৌঁছে যায় তখনো তাঁরা ধৈর্য ও তা দূর হওয়ার বুকভরা আশা নিয়ে তার মুকাবিলা করেন। উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে তাঁর ইবাদাতের তাওফীক দিয়ে থাকেন। তেমনিভাবে যখন তাঁদের বিপদ একেবারে দূর হয়ে যায় তখন তাঁরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা, তাঁর প্রশংসা ও তাঁর অনুগ্রহের প্রচুর ধারণা নিয়ে তার মুকাবিলা করেন।

(ফাওয়ায়িদু মুস্তাম্বাতাহ মিন কিসসাতি ইউসুফ/ইবনু সা’দি: ১/১৪২)

৩. সকল প্রকারের যুলুম পরিত্যাগ করে সে জন্য আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করা। উপরন্তু সকল অধীকারীর অধিকার তার নিকট পৌঁছে দেয়া।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭼ ﯽ ﯾ ﯿ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ ﰥ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﰯ ﰰ ﰱ ﰲ ﰳ ﰴ ﰵ ﰶ ﰷ ﰸ ﰹ ﰺ ﰻ ﰼ ﰽ ﰾ ﰿ ﱀ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ ﳳ ﳴ ﳵ ﳶ ﳷ ﳸ ﳹ ﳺ ﳻ ﳼ ﳽ ﳾ ﳿ ﴀ ﴁ ﴂ ﴃ ﴄ ﴅ ﴆ ﴇ ﴈ ﴉ ﴊ ﴋ ﴌ ﴍ ﴎ ﴏ ﴐ ﴑ ﴒ ﴓ ﴔ ﴕ ﴖ ﴗ ﴘ ﴙ ﴚ ﴛ ﴜ ﴝ ﴞ ﴟ ﴠ ﴡ ﴢ ﴣ ﴤ ﴥ ﴦ ﴧ ﴨ ﴩ ﴪ ﴫ ﴬ ﴭ ﴮ ﴯ ﴰ ﴱ ﴲ ﴳ ﴴ ﴵ ﴶ ﴷ ﴸ ﴹ ﴺ ﴻ ﴼ ﴽ

[نوح: ١٠ – ١٢]

“আমি বলছি, তোমরা নিজেদের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তখন তিনি তোমাদের উপর অজস্র ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বাড়িয়ে দিবেন। তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা সৃষ্টি করবেন ও নদীনালা প্রবাহিত করবেন”। (নূহ: ১০-১২)

৪. পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। আমাদের সেই হাদীসের কথা অবশ্যই স্মরণ আছে যেখানে ধূলিধূসরিত, বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট জনৈক মুসাফির নিজ দু' হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বললো: হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্যদ্রব্য হারাম। তার পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম। এমনকি তার সকল ভোগ্যবস্তুই হারাম। এমতাবস্থায় তার দু'আটুকু কীভাবে কবুল করা হবে?

৫. দু'আর মধ্যে সকল ধরনের সীমালঙ্ঘন পরিত্যাগ করা। যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৬. দু'আর মাঝে দৃঢ়তা দেখানো এবং তা বার বার করা।

৭. দু'আ কবুল হতে দেরি হচ্ছে বলে দু'আ পরিত্যাগ না করা।

৮. সজাগ ও বিনয়ী অন্তর নিয়ে দু'আ করা।

৯. সময় ও সুযোগ বুঝে দু'আ করা। যেমন: দু'আ কবুল হওয়ার পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় ও জায়গার কথা খেয়াল রাখা।

১০. নেক আমল বেশি বেশি করা। বস্তুতঃ নেক আমলই হলো দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম। কারণ, দু'আ হলো এক ধরনের পবিত্র কালিমা। যা আকাশের দিকেই উঠে যায়। আর নেক আমলই মূলতঃ তাকে আকাশের দিকে উঠিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﭙ ﭚ □ □ □ □ □ ﭼ [فاطر: ١٠]

"তাঁরই দিকে উত্থিত হয় পবিত্র কালিমাগুলো। আর নেক আমলই সেগুলোকে উপরে উঠিয়ে দেয়"। (ফাত্বির: ১০)

আর সে গিরিগুহার লোকগুলোর ঘটনা যারা বিপদে পড়ে নিজেদের কিছু নেক আমলের উসিলায় আল্লাহ তা'আলার নিকট সে

বিপদ থেকে উদ্ধারের ফরিয়াদ করলে তিনি তাদেরকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। বস্তুতঃ উক্ত ঘটনায় তাদের নেক আমলগুলোই তাদের জন্য মূল সুপারিশকারী ও দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ মাধ্যম হিসেবেই প্রমাণিত হয়।

১১. ফরয আমলের পাশাপাশি নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। বস্তুতঃ এটি দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম। আর ওলীর হাদীসটিই এর প্রমাণ বহন করে।

আবু হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

وَلاَ يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَلَئِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لأُعِيْذَنَّهُ

"আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে বরাবর আমার নৈকট্য অর্জন করতে চাইলে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন তার কান আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে যা দিয়ে সে কোন কিছু শ্রবণ করে। তার চোখ আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে যা দিয়ে সে কোন কিছু দেখে। তার হাত আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে যা দিয়ে সে কোন কিছু নিজ হাতে ধারণ করে। তার পা আমার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে যা দিয়ে সে কোন দিকে নিজ পায়ে হেঁটে যায়। তখন সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে অবশ্যই তা দিয়ে দেই। আর সে আমার নিকট কোন কিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করলে আমি তার অনিষ্ট থেকে তাকে অবশ্যই রক্ষা করি"। (বুখারী ৬৫০২ আবু নুআইম/হিলয়াহ: ১/৪ বায়হাকী/যুহদ ৬৯০)

১২. কাউকে ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ

কাজ থেকে নিষেধ করা।

১৩. মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করা।

১৪. পরিশেষে বলতে হয়, মৌলিকভাবে দু'আর শর্তসমূহ এবং তার আদবগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উপরন্তু তার বিপরীত বস্তুগুলো থেকে দূরে থাকাই হলো দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম।

দু'আ কবুল না হওয়ার কারণসমূহঃ

বস্তুতঃ দু'আ প্রত্যাখ্যাত কিংবা কবুল না হওয়ার কারণসমূহ সেগুলোই যা দু'আ কবুল হওয়ার কারণসমূহের বিপরীত। যেমন:

১. দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে দ্রুততার আশ্রয় নেয়া। তথা দু'আ কবুল হতে দেরি দেখে তা একেবারেই পরিত্যাগ করা। রাসূল ﷺ এটিকে দু'আ কবুল হওয়ার পথে একটি বড় বাধা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই দু'আ কবুল হতে দেরি দেখে তা একেবারেই পরিত্যাগ করা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা যে কোন ব্যাপারে বার বার দু'আ করা পছন্দ করেন।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৪০৩)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُوْلُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِيْ

"তোমাদের যে কারো দু'আ কবুল করা হবে যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। মানে সে এমন বলে যে, আমি তো দু'আ করেছি; অথচ আমার দু'আ কবুল করা হয়নি"। (বুখারী ৬৩৪০ মুসলিম ২৭৩৫)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا الْاِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ: قَدْ دَعَوْتُ،

وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ

“সর্বদা বান্দাহর দু‘আ কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে কোন গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু‘আ করে। যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করা মানে? তিনি বললেন: সে এমন বলে যে, আমি দু‘আ করেছি। আমি দু‘আ করেছি; অথচ আমি এখনো আমার দু‘আ কবুল হতে দেখিনি। তখন সে বিরক্ত হয়ে আর দু‘আ করে না”।

(মুসলিম ২৭৩৬ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৫৪)

অতএব, কোন বান্দাহ তার দু‘আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন ধরনের দ্রুততার আশ্রয় গ্রহণ করবে না। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কখনো কখনো কোন কোন কারণে দু‘আ কবুল করতে দেরি করে থাকেন। হয়তো দু‘আর শর্তগুলো পুরোপুরি মানা হয়নি কিংবা দু‘আ কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে যে কোন বাধা এসে গিয়েছে অথবা দু‘আ কবুল না হওয়ার ব্যাপারে এমন কিছু ঘটেছে যা বান্দাহর জন্যই একান্ত কল্যাণকর; অথচ সে তা জানে না।

তাই যে কোন বান্দাহ তার দু‘আ কবুল হতে দেরি দেখলে সে যেন তার ভুলগুলো অতিসত্বর শুধরে নেয়। সে যেন তার সকল গুনাহ থেকে আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়। আর তখনই সে নগদ কিংবা বাকি কল্যাণ পাওয়ায় আনন্দিত হতে পারে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ [الأعراف: ٥٦]

“তোমরা পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার পর তাতে আবার বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। বরং তাঁকেই তোমরা ভয় ও আশা নিয়ে ডাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহর দয়া সৎকর্মশীলদের নিকটেই রয়েছে”। (আল-আ’রাফ: ৫৬)

যখন বান্দাহ বার বার আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করে এবং সে নিরাশ না হয়ে তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী হয় তখন তা সাধারণত কবুল হওয়ারই সম্ভাবনা রাখে। যেমনঃ বলা হয়, যে বার বার দরজায় আঘাত করে তা অচিরেই তার জন্য খুলে দেয়া হয়। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকামঃ ২/৪০৪)

কখনো কোন কোন দু‘আ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কবুল করা হয় না। যা ঘটেছিলো ইয়াকুব (আলাইহিস-সালাম) এর সন্তান ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম) কে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে। অথচ তিনি ছিলেন সম্মানিত এক জন নবী। তেমনিভাবে আইয়ূব (আলাইহিস-সালাম) এর সুস্থতার ব্যাপারে তাঁর দু‘আ কবুল করতে দেরি করা হয়েছিলো। অনুরূপভাবে দু‘আকারীকে দু‘আর চেয়েও ভালো কিছু দেয়া হয় কিংবা তার চেয়েও বেশি তার উপর থেকে বিপদ সরিয়ে নেয়া হয়। (ফাতাওয়া ইবনু বাযঃ ১/২৬১)

২. হারাম খাওয়া, পান করা, পোশাকরূপে পরিধান করা কিংবা যে কোনভাবে তা ভোগ করা।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ~ ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْـمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْـمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: ﴿ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [المؤمنون: ٥١] وَقَالَ: ﴿ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ﴾ [البقرة: ١٧٢] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْـحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র। আর তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া

আর কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। উপরন্তু আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে সে বস্তুরই আদেশ করেছেন যার আদেশ করেছেন একদা রাসূলগণকে। তিনি বলেন: "হে রাসূলরা! তোমরা পবিত্র বস্তু খাও। আর নেক আমল করো। আমি তোমাদের কর্মকা" সম্পর্কে সম্যক অবগত"। তিনি আরো বলেন: "হে মু'মিনরা! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র রিযিকগুলো আহার করো"। অতঃপর রাসূল ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন যে দীর্ঘ সফররত, আর তার চুলগুলো বিক্ষিপ্ত ও ধূলিধূসরিত। সে তার উভয় হাত আকাশের দিকে উঁচিয়ে বললো: হে আমার প্রভু! হে আমার প্রভু! অথচ তার খাদ্য, পানীয়, পোশাক তথা তার আনুষঙ্গিক সব কিছুই হারাম। অতএব, তার দু'আ কীভাবে কবুল হবে!" (মুসলিম ১০১৫)

ইবনু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত হাদীসের অর্থ লিখতে গিয়ে বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র আমল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। যার মাঝে মানুষকে দেখানোর প্রবণতা কিংবা আত্মম্ভরিতার কোন লেশমাত্র নেই। তেমনিভাবে তিনি পবিত্র সম্পদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করবেন না। তথা বান্দাহর সকল আমল, কথা ও বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে হবে।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ১/২৫৯)

তা হলে রাসূলগণ ও তাঁদের উম্মতরা পবিত্র খাবার গ্রহণ করতে এবং সকল প্রকারের হারাম ও নিকৃষ্ট বস্তু থেকে দূরে থাকতে আদিষ্ট। এমনকি হাদীসের পরিশেষে হারাম খাওয়া, পান, পরিধান ও ভোগ করার পাশাপাশি দু'আ কবুল হওয়াকে অনেক দূরে বলে ভাবা হয়েছে। এ জন্যই সাহাবীগণ ও সর্ব যুগের নেককারগণ হালাল খাওয়া ও হারাম খাওয়া থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আবু বকর < এর একটি গোলাম ছিলো। যে তার কামাইয়ের নির্দিষ্ট একটি

অংশ আবু বকর < কে দিতো। আর আবু বকর < তা থেকে খেতেন। একদা সে আবু বকর < এর নিকট কিছু খাবার নিয়ে আসলে তিনি তা খেয়ে ফেলেন। তখন গোলামটি বললো: আপনি কি জানেন এটি কী? আবু বকর < বললেন: এটি কী? সে বললো: আমি জাহিলী যুগে জনৈক ব্যক্তির জন্য গণকের কাজ করেছিলাম। অথচ আমি তা ভালোভাবে করতে জানতাম না। তবে আমি তাকে ধোঁকা দিয়েছি। আর এটি তারই বিনিময় যা আপনি খেয়েছেন। তখন আবু বকর < তাঁর গলায় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পেটের সব কিছু বমি করে ফেলে দিলেন। (বুখারী ৩৮৪২)

আবু নুআইম ও আহমাদের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, তখন আবু বকর < কে বলা হলো, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন! একটি লোকমার জন্য এতো কিছু? তিনি বললেন: এটি বের করতে গিয়ে যদি আমার জীবনও দিতে হতো তা হলে আমি তাই করতাম। আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ

"যে শরীর মূলতঃ হারাম দিয়েই গঠিত তা জাহান্নামে যাওয়ারই উপযুক্ত"।

তাই আমি ভয় পাচ্ছি আমার শরীরের কোন অংশ যেন এ লোকমা থেকে তৈরি না হয়।

(আবু নুআইম/হিলয়াহ: ১/৩১ আহমাদ/যুহদ: ১৬৪ সাহীহুল-জামি': ৪/১৭২)

উক্ত হাদীসে হারামে জড়িয়ে যাওয়া লোকটির মাঝে দু'আ কবুল হওয়ার চারটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো:

ক. দীর্ঘ সফররত অবস্থা।

খ. জীর্ণশীর্ণ অবস্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদ। রাসূল ﷺ বলেন:

رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالْأَبْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"অনেক বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি যাকে মানুষের দরজা থেকে

ধাক্কিয়ে বের করে দেয়া হয় সে যদি আল্লাহর ব্যাপারে কোন বিষয়ে কসম খায় আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করে দেখান"।

(মুসলিম ২৬২২)

গ. আকাশের দিকে উভয় হাত উঠানো। রাসূল ﷺ বলেন:

إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً

"নিশ্চয়ই তোমার প্রভু লজ্জাশীল দয়ালু। তিনি তাঁর কোন বান্দাহ তাঁর নিকট নিজ দু' হাত উঁচু করে দু'আ করলে তা খালী ফেরত দিতে লজ্জা পান"।

(আবূ দাউদ: ২/৭৮ হাদীস ১৪৮৮ তিরমিযী: ৫/৫৫৭ ইবনু মাজাহ: ২/১২৭১ হাদীস ৩৮৬৫ বাগাওয়ী: ৫/১৮৫)

ঘ. রব শব্দ বলে আল্লাহ তা'আলাকে বার বার ডাকা। যা দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম। এতসত্ত্বেও নবী ﷺ আশ্চর্যের স্বরে বলেন: "তার দু'আ কীভাবে কবুল হবে!"

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ১/২৬৯, ২৫৭)

অতএব, প্রত্যেক মোসলমানের উচিত হবে, সকল গুনাহ থেকে তাওবাহ করে অধিকারীকে তার ন্যায্য অধিকার পৌঁছে দেয়া। যাতে দু'আ কবুল না হওয়ার এ বাধা থেকে বাঁচা যায়।

৩. দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে কম আস্থাশীল হওয়া।

৪. দু'আর ব্যাপারে বাড়াবাড়ির আশ্রয় নেয়া।

৫. সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের দায়িত্ব পরিত্যাগ করা।

নেক কাজ করা যেমন দু'আ কবুল হওয়ার একটি বিশেষ কারণ তেমনিভাবে কোন ওয়াজিব কাজ ছেড়ে দেয়াও দু'আ কবুল না হওয়ার একটি বিশেষ কারণ। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ১/২৭৫)

উপরোক্ত কথা নিচের হাদীসটিই প্রমাণ করে।

হুযাইফাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। না হয় অচিরেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর তাঁর পক্ষ থেকে আযাব পাঠাবেন। তখন তোমরা তাঁর নিকট দু'আ করবে; অথচ তা গ্রহণ করা হবে না"।

(তিরমিযী ২১৬৯ বাগাওয়ী: ১৪/৩৪৫ আহমাদ: ৫/৩৮৮ সহীহুল-জামি' ৬৯৪৭)

৬. দু'আকারীর উপর গাফিলতি ও প্রবৃত্তিপূজা জেঁকে বসা।

৭. আল্লাহর ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসে ঘাটতি।

৮. পাপ ও গুনাহসমূহ বেশি করা। কখনো পাপ ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া এক বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ১/২৭৫)

এ জন্যই জনৈক সালাফ বলেছেন: "তুমি দু'আ কবুল হতে দেরি হচ্ছে এমন কথা ভেবো না; অথচ তুমি নিজেই পাপের মাধ্যমে তা কবুল হওয়ার পথ বন্ধ করে রেখেছো"।

জনৈক কবি তা আরো সুন্দর করেই বলেছেন:

نَحْنُ نَدْعُوْ الْإِلَهَ فِيْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ نَنْسَاهُ عِنْدَ كَشْفِ الْكُرُوْبِ

كَيْفَ نَرْجُوْ إِجَابَةً لِدُعَاءٍ قَدْ سَدَدْنَا طَرِيْقَهَا بِالذُّنُوْبِ

"আমরা প্রত্যেক বিপদাপদে আল্লাহকে ডাকি অতঃপর তা কেটে গেলে আবার তাঁকে ভুলে যাই। আমরা কীভাবে এমন দু'আ কবুল হওয়ার আশা করি যা কবুল হওয়ার পথ গুনাহর মাধ্যমে আমরা নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছি"।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ১/৩৭৭ হাকিম: ২/৩০২ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৮০৫)

বস্তুতঃ গাফিলতি ও হারাম কুপ্রবৃত্তিতে ফেঁসে যাওয়া সমূহ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি বিশেষ কারণ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [الرعد: ١١]

“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তাদের অবস্থার পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করতে চাইলে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। উপরন্তু তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবকও নেই”। (আর-রা’দ: ১১)

৯. গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার দু‘আ করা।

১০. পরিশেষে দু‘আ সরাসরি কবুল না হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর কিছু হিকমতও থাকতে পারে। যেমন: হয়তোবা আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ সরাসরি কবুল না করে তার সমপরিমাণ বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন অথবা তার সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য সংরক্ষণ করবেন কিংবা সে এভাবে দু‘আ করতে থাকবে আর তার সাওয়াব বাড়তেই থাকবে। অনুরূপভাবে এরই মাধ্যমে তার ঈমান ও একীনের পরীক্ষাও হতে পারে। যা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই ভালো জানেন।

আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী, জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং উবাদাহ বিন সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لَيْسَ بِإِثْمٍ وَلاَ بِقَطِيْعَةِ رَحِمٍ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِحْدَى

ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَّدَّخِرَهَا لَهُ فِيْ الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَّدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا قَالَ: إِذاً نُكْثِرُ، قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ

"কোন মোসলমান দু'আ করলে যাতে কোন গুনাহ'র দু'আ কিংবা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নের দু'আ নেই তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে তিনটি বস্তুর একটি দিবেন: তার আবেদনটি দ্রুত কবুল করবেন কিংবা তা তার পরকালের জন্য সংরক্ষণ করবেন অথবা তার থেকে সে পরিমাণ অকল্যাণ দূর করবেন। বর্ণনাকারী বললেন: তা হলে আমরা বেশি বেশি দু'আ করবো। রাসূল ﷺ বললেন: আল্লাহ তার চেয়েও বেশি দিতে সক্ষম"।

(আহমাদ: ৩/১৮ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৭১০ তিরমিযী ৩৩৮১, ৩৫৭৩)

তাই কেউ ধারণা করতে পারে যে, তার দু'আ কবুল করা হয়নি; অথচ তার দু'আ তার চাহিদার চেয়েও বেশি আকারে কবুল করা হয়েছে অথবা আরো উৎকৃষ্ট আকারে তার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত দূর করা হয়েছে কিংবা তা কিয়ামতের দিনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। (ফাতাওয়া ইবনু বায: ১/২৫৮-২৬৮)

দু'আ কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে একটি বিশেষ মাসআলা:

এ ব্যাপারে একটি কথা অবশ্যই জানা দরকার যে, দু'আ কবুল হওয়া মূলতঃ ব্যক্তির বিশুদ্ধতা ও তার আল্লাহভীরুতাই প্রমাণ করে। তবে তা কখনো কখনো এমনটিও না হতে পারে। বরং তা কোন কোন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইস্তিদরাজ তথা খারাপির ব্যাপারে তার হঠকারিতা দেখা কিংবা অন্য কোন কারণেও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ [مريم:

[٨٠ – ٧٧

“তুমি কি লক্ষ্য করেছো সে ব্যক্তির প্রতি যে আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে; অথচ সে বলে, “অবশ্যই আমাকে সন্তান ও সন্তানাদি দেয়া হবে”। সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে না কি দয়াময় প্রভুর প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? কক্ষনো না, সে যা বলেছে আমি তা অবশ্যই লিখে রাখবো। আর আমি তার শাস্তি বাড়াতেই থাকবো। সে যে বিষয়ের গর্ব করে তার অধিকারী তো মূলতঃ আমিই। আর সে তো আমার কাছে একাকীই আসবে”।

(মারইয়াম: ৭৭-৮০)

এরপূর্বে তো শয়তানের দু‘আও কবুল হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পর্কে বলেন:

[الحجر: ٣٦ – ٣٨]

“সে বললো, হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সময় দিন। তিনি বললেন: নিশ্চয়ই তোমাকে নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত সময় দেয়া হলো”। (আল-হিজর: ৩৬-৩৮)

এখানে ইবলিসের আবেদন গ্রহণ করা ও তাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় দেয়া তাকে সম্মান করে নয়। বরং এটি তার জন্য লাঞ্ছনা মাত্র। কারণ, এতে করে সে আরো বেশি পাপ করতে উৎসাহী হবে। ফলে তার শাস্তি আরো ভয়ঙ্কর ও দিগুণ হবে। উপরন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাকে পবিত্র ও অপবিত্রের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টির একটি মাধ্যম বানিয়েছেন। তাই যখন মানব সৃষ্টি কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে তখন তারও সে পর্যন্ত বাকি থাকা উচিত।

(শিফাউল-আলীল: ৩৬৪-৪১২, ৪৪৫- ৪৬০ তরীকুল-হিজরাতাইন: ১৮১-১৮৩ মিফতাহু দারিস-সাআদাহর ভূমিকা: ৩ আল-ফাওয়ায়িদ: ১৩৬-১৪০ শরহুল-আকীদাতিত-তাহাবিয়া: ২৫২-২৫৬ আয-যিকরু ওয়াদ-দুআ: ১১৯-১২১)

তেমনিভাবে দু‘আ কবুল না হওয়া সর্বাবস্থায় দু‘আকারীর ভ্রষ্টতা

প্রমাণ করে না। কারণ, একদা নবী ﷺ এর দু'আও আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেননি।

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُ رَبِّي: أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَةِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْغَرَقِ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا

"আমি আমার প্রভুর নিকট তিনটি জিনিস আবেদন করেছি। আমি আমার প্রভুর নিকট আবেদন করেছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস না করে দেন। তিনি তা মঞ্জুর করেছেন। আমি আরো আবেদন করেছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে না মারেন। তিনি তাও মঞ্জুর করেছেন। আমি আরো আবেদন করেছি যে, তিনি যেন আমার উম্মতকে পরস্পর হানাহানির মাধ্যমে না মারেন। তবে তিনি তা মঞ্জুর করেননি"। (মুসলিম ২৮৯০)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর তৃতীয় দু'আটি কবুল করেননি। তবে এটি এ কথা প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর কোন মর্যাদাই নেই অথবা তাঁর দু'আ সর্বদা কবুল হয় না। বরং তিনি মানব জাতির নেতৃস্থানীয়। তাঁর দু'আ সর্বদা কবুল হয়। তবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দু'আটি বিশেষ কোন কারণে কবুল করেননি। তার মধ্যে এটিও একটি হতে পারে যে, রাসূল ﷺ একজন মানুষ। কোন ব্যাপারের চূড়ান্ত ফায়সালা তাঁর হাতে নয়। বরং তা সবই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। তিনিই সকল লাভ-ক্ষতির মালিক। তিনিই দান ও বঞ্চনার মালিক। উপরন্তু এটিও আরেকটি কারণ হতে পারে যে, এ উম্মত পাপ

করবে। আর আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء: ١٢٣]

“তোমাদের বা আহলে কিতাবের কোন বাসনাই কাজে আসবে না। যে কোন পাপ করবে তাকে অবশ্যই তার বিনিময় ভুগতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারী নেই”। (আন-নিসা: ১২৩)

তাই সে যখন পাপ করবে তখন তাকে শাস্তি দেয়া হবে। যাতে সে সঠিক পথে ফিরে আসে এবং আল্লাহর প্রতি ধাবমান হয়। তখন তার সকল ব্যাপার ঠিক হয়ে যাবে এবং পরিশেষে সে সফলকাম হবে। তা হলে এটিও আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য এক ধরনের রহমত। যে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে শাস্তির মাধ্যমে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। উপরন্তু তাদের প্রতি তাঁর এটিও একটি রহমত যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিবেন না যেমনিভাবে তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন আ’দ ও সামূদ সম্প্রদায়কে।

দু‘আর প্রতি রাসূলগণের গুরুত্ব ও তা কবুল হওয়া:

নবী ও রাসূলগণ এমনকি তাঁদের বিশিষ্ট অনুসারীগণও দু‘আর প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের দু‘আ কবুল করেছেন। কুরআন ও হাদীসে এর বহু প্রমাণ রয়েছে। আমরা নিচে এর কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি মাত্র:

১. আদম (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ [الأعراف: ٢٣]

“তারা বললো: হে আমাদের প্রভু! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না

করুন তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো"। (আল-আ'রাফ: ২৩)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﯿ ﯿ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[البقرة: ٣٧]

"অতঃপর আদম তার প্রভুর পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। ফলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"। (আল-বাকারাহ: ৩৭)

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষ চয়নে সম্মানিত করলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ گ ڳ ﭼ [آل عمران: ٣٣]

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম ও নূহকে এবং ইব্রাহীম ও ইমরানের গোত্রদ্বয়কে বিশ্বজগতের উপর মনোনীত করেছেন"। (আলি-ইমরান: ৩৩)

তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশেষভাবে চয়নও করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﭼ [طه: ١٢٢]

"অতঃপর তার প্রভু তাকে বাছাই এবং তার তাওবাহ কবুল ও তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করলেন"। (ত্বাহা: ১২২)

২. নূহ (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

ﭽ □ □ ى ى ﯿ ﯿ □ □ □ □ □ □ ﭼ

[الصافات: ٧٥ – ٧٦]

"ইতিপূর্বে নূহ আমাকে ডেকেছিলো তখন আমি তার জন্য কতই না উত্তম সাড়াদাতা ছিলাম। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম"। (আস-সাফফাত: ৭৫-৭৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ [الأنبياء: ٧٦ – ٧٧]

"স্মরণ করো নূহের কথা যখন সে আমাকে ডেকেছিলো তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলাম। আর আমি তাকে সেই লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। বস্তুতঃ তারা ছিলো এক নিকৃষ্ট সম্প্রদায়। তাই আমি তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়েছিলাম"। (আল-আম্বিয়া: ৭৬-৭৭)

তিনি আরো বলেন:

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ [القمر: ٩ – ١٤]

"তাদের আগে নূহের জাতিও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করে বলেছিলো: "এতো একটা পাগল" আর তাকে ভয় দেখানো হয়েছিলো। তখন সে তার প্রভুকে ডেকে বলেছিলো: নিশ্চয়ই আমি পরাজিত। তাই আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি আকাশের দরজাগুলো খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। আর জমিন থেকে উৎসারিত করেছিলাম অজস্র ঝর্ণাধারা। পরিশেষে সকল পানি নির্দিষ্ট পরিমাণে একত্রিত হয়ে

গেলো। আর আমি নূহকে কাঠ ও কীলকযুক্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম। যা আমার চোখের সামনেই তথা আমার তত্ত্বাবধানেই ভেসে চললো। যা ছিলো মূলতঃ সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রতিশোধ যাকে একদা অমান্য ও অস্বীকার করা হয়েছিলো"। (আল-ক্বামার: ৯-১৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□ ى ى ﯿ ﯿ □□□ □□□□ □□□□

□□□□□ □□□ □□ ﴾ [نوح: ٢٦ – ٢٨]

"নূহ বললো: হে আমার প্রভু! আপনি ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী কোন কাফিরকে রেহাই দিবেন না। আপনি যদি তাদেরকে রেহাই দেন তা হলে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তারা পাপাচারী কাফির ছাড়া আর কাউকে জন্ম দিবে না। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করুন। আর যারা আমার ঘরে মু'মিন হয়ে প্রবেশ করবে তাদেরকে এবং সকল মু'মিন পুরুষ ও নারীদেরকে। উপরন্তু যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবেন না"। (নূহ: ২৬-২৮)

৩. ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ সম্পর্কে বলেন:

﴿□□□□□□□ ٱ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﴾

[الشعراء: ٨٣ – ٨٥]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে প্রজ্ঞা দিন ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। উপরন্তু আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষী ও নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন"।

(আশ-শুআরা: ৮৩-৮৫)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দু‘আ কবুল করেন। তিনি ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর প্রথম আবেদনের উত্তরে বলেন:

ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ [النساء: ٥٤]

“আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরকেও তো কিতাব ও হিকমাত দিয়েছিলাম। উপরন্তু তাদেরকে দিয়েছিলাম সুবিশাল সাম্রাজ্য”। (আন-নিসা)

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দ্বিতীয় আবেদনের উত্তরে বলেন:

ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [البقرة: ١٣٠]

“আর আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই নেককারদের অন্তর্গত হবে”। (আল-বাক্বারাহ: ১৩০)

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর তৃতীয় আবেদনের উত্তরে বলেন:

ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭼ[الصافات: ١٠٨ – ١١١]

“আর আমি তাকে পরবর্তীদের মাঝে স্মরণীয় করে রাখলাম। ইব্রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সৎকর্মশীলদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই সে ছিলো আমার মু’মিন বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত”। (আস-সাফফাত: ১০৮-১১১)

৪. আইয়ূব (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [الأنبياء: ٨٣ –
٨٤]

“স্মরণ করো আইয়ূবের কথা যখন সে তার প্রভুকে এই বলে ডেকেছিলো যে, নিশ্চয়ই আমি দুঃখ-কষ্টে নিপতিত। আর আপনি

দয়ালুদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছিলাম। উপরন্তু তার পরিবারবর্গকেও তার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। এমনকি তাদের সাথে তাদের মতো আরো অনেককে দিয়েছিলাম। এ সবই ছিলো আমার পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ এবং আমার ইবাদাতকারীদের জন্য একটি স্মরণীয় বিষয়"। (আল-আম্বিয়া: ৮৩-৮৪)

৫. ইউনুস (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ [الأنبياء: ٨٧ – ٨٨]

"স্মরণ করো যুন-নূন এর কথা যখন সে গোস্বা করে চলে গিয়েছিলো। সে ভেবেছিলো তার উপর আমার কোন ক্ষমতাই চলবে না। পরিশেষে সে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার থেকে এই বলে ডেকেছিলো যে, বস্তুতঃ আপনি ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম এক জন যালিম। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে এক কঠিন দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করেছিলাম। আর আমি মু'মিনদেরকে এভাবেই উদ্ধার করে থাকি"। (আল-আম্বিয়া: ৮৩-৮৪)

৬. যাকারিয়া (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ [آل عمران: ٣٨ – ٣٩]

"ওখানেই যাকারিয়া নিজ প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে বললো: হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে নিজ পক্ষ থেকে একটি সুসন্তান দিন।

নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়া তার ইবাদত কক্ষে সালাতে দণ্ডায়মান তখনই ফিরিশতারা তাকে সম্বোধন করে বললো: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন। সে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত কালিমার সত্যতার সাক্ষ্যদাতা, নেতা, গুনাহ থেকে বিরত ও নেক বান্দাহদের মধ্য থেকেই এক জন নবী”। (আলি-ইমরান: ৩৮-৩৯)

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সম্পর্কে আরো বলেন:

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ﭼ [الأنبياء: ٨٩ – ٩٠]

“আরো স্মরণ করো যাকারিয়ার কথা যখন সে তার প্রভুকে এই বলে ডেকেছিলো: হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে সন্তানহীন করে রাখবেন না। যদিও আপনি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে দিয়েছিলাম ইয়াহয়ার মতো সন্তান। আমি তার জন্য তার স্ত্রীর বন্ধ্যত্ব দূর করে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিলো সৎ কাজে দ্রুতগামী। তারা আমাকে ডাকতো ভয় ও আশা নিয়ে। আর তারা ছিলো আমার প্রতি খুবই বিনয়ী”।

(আল-আম্বিয়া: ৮৯-৯০)

৭. ইয়া‘কূব (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে তাঁর সন্তানদের ঘটনা সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﭼ [يوسف: ١٨]

“তারা তার জামায় মিছেমিছি রক্ত মাখিয়ে নিয়ে এসেছিলো। তখন তাদের পিতা ইয়া‘কূব বললো: না, বরং তোমাদের কুপ্রবৃত্তি তোমাদেরকে একটি কাহিনী বানাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ঠিক আছে,

আমি এখন উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করবো। তোমরা যা বর্ণনা দিচ্ছো সে ব্যাপারে আল্লাহই আমার আশ্রয়স্থল”। (ইউসুফ: ১৮)

আল্লাহ তা‘আলা তাদের ব্যাপারে বললেন:

ﭼ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ [يوسف: ٦٤]

“তাদের পিতা ইয়া’কূব বললো: আমি কি তার ব্যাপারে তোমাদেরকে তেমনই বিশ্বাস করবো যেমনই বিশ্বাস করেছি ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে? বস্তুতঃ আল্লাহই উত্তম সংরক্ষক। আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু”। (ইউসুফ: ১৮)

ইয়া’কূব (আলাইহিস-সালাম) আরো বললেন:

ﭼ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ ﯽ ﯾ ﯿ □ □ □ □ □ □ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ
[يوسف: ٨٣ – ٨٧]

“ইয়া’কূব বললো: না, বরং তোমরা নিজেরাই একটা কাহিনী বানিয়ে নিয়ে এসেছো। কাজেই সুন্দর ধৈর্য ধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আশা করি, আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে এনে দিবেন। তিনিই হলেন সর্বজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়। সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো: ইউসুফের জন্য বড়ই আফসোস! শোকে-দুঃখে শেষ পর্যন্ত তার উভয় চোখ সাদা হয়ে গেলো। আর সে এক অস্ফুট মনস্তাপে ভুগছিলো। তারা বললো: আল্লাহর কসম! আপনি ইউসুফের স্মরণ ছাড়তে পারবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন কিংবা মৃত্যু বরণ করবেন। সে বললো: বস্তুতঃ আমি আমার দুঃখ-বেদনা শুধু আল্লাহর কাছেই নিবেদন করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা

জানি তা তোমরা জানো না। হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও। সেখানে গিয়ে ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ-খবর লও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কারণ, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর রহমত থেকে আর কেউই নিরাশ হয় না”। (ইউসুফ: ৮৩-৮৭)

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ইয়া‘কূব (আলাইহিস-সালাম) এর দু‘আ কবুল করলেন এবং তাঁর ছেলে ইউসুফ ও তার ভাইকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭼ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ [يوسف: ٩٠ – ٩٨]

“তারা বললো: তা হলে তুমিই কি ইউসুফ? সে বললো: আমিই ইউসুফ। আর এটি হলো আমার ভাই। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আর ধৈর্য ধারণ করে নিশ্চয়ই এমন সৎকর্মশীলদের কর্মফল আল্লাহ কখনোই বিনষ্ট করেন না। তারা বললো: আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মূলতঃ আমরাই অপরাধী। সে বললো: আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগই নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমার আমার এ জামাটি নিয়ে গিয়ে আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখো। তখন তিনি দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে উঠবেন। আর তোমাদের পুরো পরিবারটিকেই আমার নিকট নিয়ে এসো। যখন যাত্রীদল (মিসর থেকে) বেরিয়ে পড়লো তখন তাদের পিতা (তাঁর

কাছের লোকজনকে) বললো: তোমরা আমাকে বয়োবৃদ্ধ দিশেহারা মনে না করলে তোমরা জেনে রাখো) আমি নিশ্চয়ই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা বললো: আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আপনি এখনো আপনার সেই পুরনো বিভ্রান্তিতেই রয়ে গেছেন। যখন সুসংবাদদাতা এসে হাজির হলো তখন সে জামাটি ইয়া’কূবের মুখমণ্ডলের উপরে রাখলো তাতেই সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলো। তখন সে বললো: আমি কি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না। তারা বললো: হে আমাদের পিতা! আপনি আমাদের গুনাহসমূহের জন্য (আল্লাহর নিকট) ক্ষমা চান। নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী ছিলাম। সে বললো: অচিরেই আমি নিজ প্রভুর নিকট তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয়ই তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু”। (ইউসুফ: ৮৩-৮৭)

৮. ইউসুফ (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সম্পর্কে ও সেই মহিলাদের সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﯘ [يوسف: ٣٢ – ٣٤]

“মহিলাটি বললো: এ হলো সে যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করছো। আমিই তার মন ভুলাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে নিজকে নিষ্পাপ রেখেছে। আমি তাকে যে আদেশ করি সে যদি তা পালন না করে তা হলে তাকে অবশ্যই বন্দী করা হবে আর সে হীন লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইউসুফ বললো: হে আমার প্রভু! তারা আমাকে যে দিকে ডাকছে তার চেয়ে জেলখানাই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আপনি যদি আমার থেকে তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত না করেন তা হলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বো এবং অজ্ঞদের

দলে শামিল হয়ে যাবো। তখন তার প্রভু তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার থেকে তাদের সকল অপকৌশল প্রতিহত করলেন। মূলতঃ তিনিই সব কিছু শুনেন ও জানেন”। (ইউসুফ: ৩২-৩৪)

৯. মূসা (আলাইহিস-সালাম)।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দু‘আ সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ۇ ۆ ۈ ۉ ۇٔ ۋ ۋ ۅ ۉ ۅ ې ې ې ې ى ى ى ى
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ ی ی ی ی ی □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ [طه: ٢٥ – ٣٦]

“মূসা বললো: হে আমার প্রভু! আপনি আমার বুককে প্রশস্ত করুন। আর আমার জন্য আমার সকল কাজকে সহজ করে দিন। উপরন্তু আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথাটুকু বুঝতে পারে। আর আমার পরিবারের মধ্য থেকে এক জনকে আমার একান্ত সাহায্যকারী বানিয়ে দিন। তথা আমার ভাই হারূনকে। তাকে দিয়ে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং আমার কাজের অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশি বেশি করে আপনার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে পারি। আর আপনাকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি। নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সকল অবস্থাই দেখতে পাচ্ছেন। তখন আল্লাহ বললেন: হে মূসা! তোমরা প্রার্থনা নিশ্চয়ই গৃহীত হলো”। (ত্বাহা: ২৫-৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ ی ی ی ی □ □ □ □ □ □
□ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ٻ ﭼ [يونس: ٨٨ –

[٨٩

“মূসা বললোঃ হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি ফিরআউন ও তার দলের গণ্যমান্যদেরকে পার্থিব জগতের চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়েছেন। হে আমাদের প্রভু! তারা তো মানুষদেরকে এরই মাধ্যমে আপনার পথ থেকে বিচ্যুত করে। হে আমাদের প্রভু! আপনি তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দিন। এমনকি তাদের অন্তরকেও কঠিন করে দিন। যাতে তারা (আপনার) ভয়াবহ আযাব দেখার আগ পর্যন্ত ঈমান আনতে সক্ষম না হয়। আল্লাহ এর জবাবে বললেনঃ তোমাদের উভয়েরই দু‘আ কবুল করা হলো। কাজেই তোমরা অটল থাকো এবং কখনোই মূর্খদের পথ অনুসরণ করো না”। (ইউনুসঃ ৮৮-৮৯)

আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে আরো বলেনঃ

ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ [القصص: ١٦ – ١٧]

“মূসা বললোঃ হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই আমি নিজ আত্মার উপর যুলুম করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। মূসা বললোঃ হে আমার প্রভু! যেহেতু আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন তাই আমি কখনোই পাপীদের সাহায্যকারী হবো না”। (আল-ক্বাসাসঃ ১৬-১৭)

১০. মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথীগণ।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের সম্পর্কে বলেনঃ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [الأنفال: ٩ –

[١٠

“স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা নিজেদের প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন: আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করবো যারা পর পর আসবে। আর আল্লাহ যে এটা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য একমাত্র তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়া। আর যাতে এরই মাধ্যমে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। কারণ, সাহায্য তো একমাত্র তাঁরই পক্ষ থেকে আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী”। (আল-আনফাল: ৯-১০)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ [آل عمران: ١٢٣ – ١٢٦]

“আল্লাহ বদর যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা ছিলে খুবই দুর্বল। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো তা হলেই তোমরা কৃতজ্ঞ বলে বিবেচিত হবে। স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন তুমি মু’মিনদেরকে বলছিলে, তোমাদের জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে তিন হাজার ফিরিশতা অবতারণপূর্বক সাহায্য করবেন। হ্যাঁ, তোমরা যদি ধৈর্য ধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো উপরন্তু তোমাদের শত্রুরা মুহূর্তের মধ্যেই এসে পড়ে তখন তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে বিশেষভাবে চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করবেন। আল্লাহ যে এটা করেছিলেন তার উদ্দেশ্য একমাত্র তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়া। আর যাতে এরই মাধ্যমে তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। কারণ, সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। যিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়”।

(আলি-ইমরান: ১২৩-১২৬)

তিনি আরো বলেন:

□ □ □ □ ی ى ي ي □ □ □ □ □ □ ﭽ
□ □ □ □ □ ٱ ب ب ب ب پ پ پ پ پ ٿ ٿ
ٹ ٹ ﭼ [آل عمران: ١٧٣ – ١٧٤]

"যাদেরকে মানুষ এ বলে খবর দিয়েছিলো যে, একটা বড় বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে জড় হচ্ছে। কাজেই তাদেরকে ভয় করো। তখন এ কথা তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি করে দিলো এবং তারা বললো: আমাদের জন্য একমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কতোই না উত্তম কর্মবিধায়ক। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে আসলো। কোন প্রকার অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি। মূলতঃ তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিলো। আর আল্লাহ মহাকরুণাময়"। (আলি-ইমরান: ১৭৩-১৭৪)

যে দু'আগুলো রাসূল ﷺ নিজে করেছেন এবং তা দ্বিপ্রহরের সূর্যের ন্যায় কবুল হয়েছে বলে দৃশ্যমান তা অগণিত। যার কিয়দংশ নিম্নরূপ:

ক. আনাস বিন মালিক < এর জন্য নবী ﷺ এর দু'আ। রাসূল ﷺ তার জন্য এ বলে দু'আ করেন:

اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ

"হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিন এবং তাকে যা দিয়েছেন তাতেও বরকত দিন"।

(বুখারী ৬৩৭৮ মুসলিম ৪৫৩৬)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আর তার বয়সও বাড়িয়ে দিন এবং তাকে ক্ষমা করুন"। (আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৫৩)

আনাস < বলেন: আল্লাহর কসম! আমার সম্পদ সত্যিই প্রচুর

এবং আমার সন্তানসন্ততি এখন একশ' পর্যন্ত পৌঁছাবে।

(মুসলিম ৪৫৩৭)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন: আমার মেয়ে আমীনা বলেছে, হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বসরায় আসার সময় আমার ঔরসের ১২০ জনের বেশি সন্তান দাফন করা হয়েছে। (বুখারী/ফাতহ: ৪/২২৮)

তিনি আরো বলেন: আমার বয়স এতো বেড়েছে যে, আমি তা মানুষকে বলতে লজ্জা পাচ্ছি। আশা করি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করবেন। (আল-আদাবুল-মুফরাদ: ২২৪)

আনাস < এর একটি বাগান ছিলো যা বছরে দু' বার ফল দিতো। এমনকি তাতে এমন ফুল ছিলো যা থেকে মিশকের ঘ্রাণ বের হতো। (তিরমিযী: ৫/৬৮৩)

খ. আবূ হুরাইরাহ < এর মায়ের জন্য নবী ﷺ এর দু'আ। যার ফলে তিনি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলেন।

আবূ হুরাইরাহ < বলেন: আমার মা ছিলেন এক জন মুশরিক মহিলা। আমি তাঁকে সর্বদা ইসলামের দিকে ডাকতাম। একদা আমি তাঁকে ইসলামের দিকে ডাকলে তিনি আমাকে রাসূল ﷺ এর ব্যাপারে কিছু কটু বাক্য শুনিয়ে দিলেন। তখন আমি রাসূল ﷺ এর নিকট কাঁদতে কাঁদতে এসে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে দীর্ঘ দিন থেকে ইসলামের দিকে ডাকতাম। তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। আজ আমি যখন তাঁকে ইসলামের দিকে ডাকলাম তখন তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে কিছু কটু বাক্য শুনিয়ে দিলেন। তাই আপনি আবূ হুরাইরাহর মায়ের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি তাঁকে হিদায়াত দেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: "হে আল্লাহ! আপনি আবূ হুরাইরাহর মাকে হিদায়াত দিন"। তখন আমি নবী ﷺ এর দু'আয় খুশি হয়ে তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে পড়লাম। যখন আমি আমাদের ঘরের দরজায় পৌঁছুলাম তখন দেখলাম তা পুরোপুরি বন্ধ। ইতিমধ্যে আমার মা আমার

পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন: হে আবূ হুরাইরাহ! তুমি একটু দাঁড়াও। এদিকে আমি ঘর থেকে পানি নাড়ানোর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তিনি বলেন: ইতিমধ্যে আমার মা গোসল করে দ্রুত কাপড় ও ওড়না পরে দরজা খুলে বললেন: হে আবূ হুরাইরাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি বলেন: অতঃপর আমি রাসূল ﷺ এর নিকট ফিরে এসে খুশির কান্নাজড়িত স্বরে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খুশি হোন! আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবুল করেছেন। আর আবূ হুরাইরাহর মাকে হিদায়াত দিয়েছেন। তখন রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন: বেশ ভালো। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে ও আমার মাকে মু'মিনদের নিকট এবং তাদেরকেও যেন আমাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন: হে আল্লাহ! আপনি আপনার এ ছোট গোলামকে ও তার মাকে মু'মিনদের নিকট এবং মু'মিনদেরকেও তাদের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিন। তিনি বলেন: অতঃপর যে কোন মু'মিন আমার নাম শুনেছে কিংবা আমাকে দেখেছে সেই আমাকে ভালোবেসেছে।

(মুসলিম: ৪/১৯৩৯)

গ. উরওয়াহ বিন আবুল-জা'আদ আল-বারিকীর জন্য নবী ﷺ এর দু'আ:

নবী ﷺ একদা তাঁকে একটি দীনার দিয়ে তাঁর জন্য একটি ছাগল কেনার আদেশ করলে তিনি তা দিয়ে তাঁর জন্য দু'টি ছাগল কিনলেন। অতঃপর উক্ত দু'টো ছাগলের একটি এক দীনারে বিক্রি করে তিনি নবী ﷺ এর নিকট একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে উপস্থিত হলেন। তখন নবী ﷺ তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকতের দু'আ করলেন। ফলে তিনি এমনকি মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হতেন।

(বুখারী/ফাতহ: ৬/৬৩২)

মুসনাদে আহমাদের মধ্যে রয়েছে, নবী ﷺ তাঁর জন্য এ বলে দু'আ করলেন:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ

"হে আল্লাহ! আপনি তার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দিয়ে দিন"।

অতঃপর তিনি কূফায় গিয়ে একই দাঁড়ানোয় চল্লিশ হাজার দীনার লাভ করে ঘরে ফিরতেন। (আহমাদ/মুসনাদ: ৪/৩৭৬)

ঘ. কোন কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বদদু'আ। যা ব্যর্থ হয়নি।

মুশরিকরা একদা রাসূল ﷺ কে মক্কায় কষ্ট দিয়েছিলো। আবূ জাহল তাদের কিছু লোককে বললো, সাজদাহরত অবস্থায় নবী ﷺ এর পিঠে উটের গর্ভাশয় চাপিয়ে দিতে। তখন উকবাহ বিন আবূ মুআইত তাই করলো। নবী ﷺ যখন নামায শেষ করলেন তখন তিনি উচ্চ স্বরে তাদেরকে এ বলে বদদু'আ করলেন:

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে পাকড়াও করুন"। বাক্যটি তিনি তিন বার বললেন।

কুরাইশরা যখন তাঁর আওয়াজ শুনলো তখন তাদের হাসি মুখ থেকে মুছে গেলো এবং তারা খুব ভয় পেয়ে গেলো। নবী ﷺ আরো বললেন:

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ

"হে আল্লাহ! আপনি পাকড়াও করুন আবূ জাহল বিন হিশাম, উতবাহ বিন রাবীআহ, শাইবাহ বিন রাবীআহ, ওলীদ বিন উতবাহ, উমাইয়াহ বিন খালাফ ও উকবাহ বিন আবূ মুআইতকে"।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ < বলেন: সেই সত্তার কসম যিনি

মুহাম্মাদ ﷺ কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! নিশ্চয়ই আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন মরতে দেখেছি। তাদেরকে বদরের কুয়ার দিকে টেনেহেঁচড়ে নেয়া হলো। (মুসলিম: ৩/১৪১৮)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি আল্লাহর কসম খেয়ে বলেন: নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে বদরের দিন মৃত পড়ে থাকতে দেখেছি। সূর্য তাদেরকে বিকৃত করে ফেলেছে। আর সে দিন খুব গরম ছিলো।

(মুসলিম: ৩/১৪২০)

ঙ. সুরাকা বিন মালিকের উপর তাঁর বদদু'আ।

একদা সুরাকা বিন মালিক নবী ﷺ এর নিকট পৌঁছলো তাঁকে ও আবূ বকরকে হত্যা করার মানসে। যাতে সে উভয়ের দিয়ত পেতে পারে। কারণ, কুরাইশরা যে রাসূল ﷺ ও আবূ বকরকে হত্যা কিংবা বন্দী করতে পারে তার জন্য দিয়ত ঘোষণা দিয়েছে। তাই সুরাকা সে আশায় নবী ﷺ এর নিকট পৌঁছে গেলো। যখন আবূ বকর < তাকে দেখে ফেললেন তখন তিনি নবী ﷺ কে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ এক অশ্বারোহী আমাদেরকে পেয়ে বসলো। তখন রাসূল ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বললেন:

اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ

"হে আল্লাহ! আপনি তাকে আছাড় দিন"।

আর তখনই সুরাকার ঘোড়ার উভয় পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেঁড়ে গেলো। তখন সুরাকা বললো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তখন রাসূল ﷺ তার জন্য দু'আ করলে তার ঘোড়াটি রক্ষা পায় এবং সে উভয়ের রক্ষকে রূপান্তরিত হয়। সে সকাল বেলায় রাসূল ﷺ কে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলেও বিকেল বেলায় তাঁর রক্ষকে রূপান্তরিত হয়।

(বুখারী/ফাতহ: ৭/২৩৮, ২৪০, ২৪৯ হাদীস ৩৯০৬, ৩৯০৮, ৩৯১১)

চ. বদর যুদ্ধে নবী ﷺ এর বিশেষ দু'আ।

উমর বিন খাত্তাব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: বদরের দিন নবী

ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকালেন। তারা ছিলো এক হাজার। আর সাহাবীগণ ছিলেন তিন শত উনিশ জন। তখন নবী ﷺ কিবলামুখী হয়ে নিজ দু' হাত উঁচু করে এ বলে দু'আ করলেন:

اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِيْ، اللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هَذِهِ العِصَابَةَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ لاَ تُعْبَدْ فِيْ الْأَرْضِ

"হে আল্লাহ! আপনি আপনার ওয়াদাটুকু পূরণ করুন। হে আল্লাহ! আপনি যা আমার সাথে ওয়াদা করেছে তা এখন আমাকে দিন। হে আল্লাহ! আপনি যদি ইসলামপন্থী এ গুটি কয়েক মানুষকে ধ্বংস করে দেন তাহলে জমিনে আর আপনার ইবাদাত চলবে না"।

এভাবে তিনি কিবলামুখী হয়ে নিজ দু' হাত উঁচিয়ে দু'আ করছিলেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে তাঁর গায়ের চাদরখানা পড়ে গেলো। তখন আবূ বকর < তাঁর চাদরখানা মাটি থেকে তাঁর কাঁধে উঠিয়ে দিয়ে তাঁকে তাঁর পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে বললেন: হে আল্লাহর নবী! যথেষ্ট হয়েছে আপনার প্রভুর নিকট আপনার কসম করা আবেদন। অবশ্যই তিনি আপনার সাথে করা ওয়াদা পূরণ করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করে বলেন:

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ [الأنفال: ٩]

"স্মরণ করো সেই দিনের কথা যখন তোমরা নিজেদের প্রভুর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তা কবূল করে বললেন: নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করবো যারা পরস্পর আসবে"। (আনফাল: ৯)

তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ফিরিশতা দিয়ে সাহায্য করলেন। (মুসলিম: ৩/১৩৮৪)

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: সে দিন জনৈক মুসলমান জনৈক মুশরিকের পেছনে দৌড়াচ্ছিলো এমন সময় সে

উপর থেকে কারো লাঠির আঘাতের ধ্বনি শুনতে পেলো। এমনকি সে অশ্বারোহীর আওয়াজও শুনতে পেলো যে বলছে, হে হাইযূম! তুমি সামনে চলো। আর ইতিমধ্যে মুসলিম ব্যক্তি দেখতে পেলো, তার সামনের মুশরিকটি চিত হয়ে পড়ে থাকলো। তার নাক কাটা ও লাঠির আঘাতে তার চেহারা ফেটে গেছে। তখন সে আনসারী সাহাবী রাসূল ﷺ নিকট এসে তার বৃত্তান্ত জানালে তিনি বললেন:

صَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ

"তুমি সত্যই বলেছো, এটি তৃতীয় আকাশের সাহায্য"।

সেদিন তারা সত্তর জনকে হত্যা করেছে ও সত্তর জনকে বন্দী করেছে। (মুসলিম: ৩/১৩৮৪-১৩৮৫)

ছ. আহযাব যুদ্ধে নবী ﷺ এর বিশেষ দু'আ।

আহযাব যুদ্ধের সময় নবী ﷺ এর বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করেছে তারা ছিলো পাঁচ ভাগে বিভক্ত: মক্কার মুশরিকরা, আরব গোত্রগুলোর অন্যান্য মুশরিকরা, মদীনার বাইরের ইহূদীরা, বানূ কুরাইযাহ ও মুনাফিকরা। খন্দকের নিকট উপস্থিত হওয়া মুশরিকের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার। আর নবী ﷺ এর সাথের মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তারা নবী ﷺ কে এক মাস যাবত ঘেরাও করে রেখেছে। এ সময়ে তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ হয়নি। শুধু আমর বিন উদ আল-আমিরী মুসলমানদের দিকে এগিয়ে আসলে আলী বিন আবূ তালিব < তাকে হত্যা করে। আর এটি ছিলো চতুর্থ হিজরীর ঘটনা। (যাদুল-মা'আদ: ৩/২৬৯-২৭৬)

রাসূল এ যুদ্ধে কাফিরদের উপর এ বদদু'আ করলেন যে,

اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

"হে আল্লাহ! আপনি কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাবকারী।

আপনি এ সকল দলকে পরাজিত করুন। হে আল্লাহ! আপনি এদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের ভিত নাড়িয়ে দিন"।

(বুখারী/ফাতহ: ৭/৪০৬ হাদীস ৪১৫)

অতঃপর তাদের উপর বাতাস পাঠিয়ে দেন। যা মূলতঃ মুসলমানদের পক্ষ হয়ে সৈনিকের কাজই করে ফেলে। যা তাদের তাঁবুগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাদের খাবারের পাতিলগুলো উলট-পালট করে দেয়। এমনকি তাদের তাঁবুর খুঁটিগুলোও উপড়ে ফেলে দেয়। তাতে করে তাদের স্থিতিশীলতাটুকু সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হয়ে যায়। উপরন্তু আল্লাহর ফেরেশতা সৈনিকরা তাদের ভিত কাঁপিয়ে দেয় এবং তাদের অন্তরে প্রচুর ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ [الأحزاب: ٩ – ١١]

"হে মু'মিনরা! তোমারা নিজেদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো যখন শত্রু সেনারা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়েছিলো তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো হাওয়া এবং এমন সেনাবাহিনী যা তোমরা দেখোনি। বস্তুতঃ তোমরা যা করো আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী। তারা যখন উপর-নিচ থেকে তোমাদের উপর চড়াও হলো আর তোমাদের চক্ষু হলো বিস্ফারিত এবং প্রাণ হলো কণ্ঠাগত। উপরন্তু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা করছিলে। মূলতঃ তখনই মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো এবং তাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করা হয়েছিলো"। (আল-আহযাব: ৯-১১)

জ. হুনাইন যুদ্ধে নবী ﷺ এর বিশেষ দু'আ।

সালামা বিন আকওয়া' < থেকে বর্ণিত তিনি নবী ﷺ এর হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন: যখন শত্রু পক্ষ রাসূল ﷺ কে ঘিরে

ফেলে তখন তিনি তাঁর খচ্চর থেকে নেমে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের দিকে ছুঁড়ে মেরে বললেন:

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ

"তাদের চেহারাগুলো বিশ্রী হয়ে যাক"।

অতঃপর এ মাটিগুলো তাদের প্রত্যেকের চোখে পৌঁছুলে তারা সবাই পালিয়ে যায়। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাজিত করেন। আর রাসূল ﷺ তাদের রেখে যাওয়া সম্পদগুলো মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন। (মুসলিম: ৩/১৪০২)

যে দু'আগুলো সাধারণত কবুল হয়:

কেউ শর্ত ও আদব মেনে উপযুক্ত সময় ও স্থানের কথা খেয়াল রেখে দু'আ করলে উপরন্তু দু'আ কবুল না হওয়ার কারণগুলো তার মাঝে পাওয়া না গেলে সাধারণত তার দু'আ কবুল হয়। এ ছাড়াও হাদীসে এমন কিছু দু'আর কথা এসেছে যা আল্লাহ তা'আলা সাধারণত কবুল করেন যা নিম্নরূপ:

১. কোন মুসলমানের জন্য তার অজান্তে অন্য মুসলমানের দু'আ:

উম্মুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি একদা সাফওয়ানকে বললেন: তুমি কি এ বছর হজ্জে যাবে? সাফওয়ান বললো: জি। তখন উম্মুদ্দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: তাহলে সেখানে গিয়ে আমার জন্য কল্যাণের দু'আ করবে। কেননা, নবী ﷺ বলেন:

دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ

"একজন মুসলমানের দু'আ তার অন্য ভাইয়ের জন্য তার অজান্তে গ্রহণযোগ্য। তার মাথার নিকট একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা

অবস্থান করে। যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কোন কল্যাণের দু'আ করে তখন সে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা বলেন: হে আল্লাহ! তার দু'আটি কবুল করুন। আর তোমার জন্যও তাই হোক যা তার জন্য হবে"। (মুসলিম: ৪/২০৯৪ হাদীস ২৭৩৩)

আবুদ্দারদা < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُوْ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ: وَلَكَ بِمِثْلٍ

"কোন মুসলিম বান্দা তার অন্য ভাইয়ের জন্য তার অজান্তে দু'আ করলে তার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতা বলেন: তোমার জন্যও তাই হোক যা তার জন্য হবে"। (মুসলিম: ৪/২০৯৪)

২. মযলূমের বদদু'আ:

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা মু'আয < কে ইয়েমেনের দিকে পাঠানোর সময় তাঁকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন:

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بِيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ

"তুমি মযলূমের বদদু'আ থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কারণ, তার বদদু'আ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই"।

(বুখারী ১৩৯৫, ২৪৪৮)

এ ব্যাপারে সা'দ < এর ঘটনা খুবই প্রসিদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যখন সা'দ < সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন আবূ সা'দাহ উসামাহ বিন কাতাদাহ নামক জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যে বললো: আপনি যদি তার ব্যাপারে নিশ্চিত জানতে চান তাহলে আমি বলবো: সা'দ < কোন সেনাদলের সাথে কখনো বের হননা এবং মানুষের মাঝে সম্পদের সমবন্টন ও ইনসাফপূর্ণ বিচার করেন না। তখন সা'দ < বলেন: আল্লাহর কসম! আমি তার ব্যাপারে তিনটি বদদু'আ করবো: হে আল্লাহ! আপনার এ বান্দা যদি তার

কথায় মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং মানুষকে দেখানো ও শুনানোর জন্য এখানে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে আপনি তার বয়স ও দরিদ্রতা বাড়িয়ে দিন এবং তাকে ফিতনার সম্মুখীন করুন। এরপর যখন আবূ সা'দাকে তার দুরবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতো তখন সে বলতো, আমি ফিতনায় পড়া একজন বৃদ্ধ, আমাকে সা'দের বদদু'আ পেয়ে বসেছে।

বর্ণনাকারী আব্দুল-মালিক বলেন: আমি এ বদদু'আর পর তাকে এভাবে দেখেছি যে, বার্ধক্যের দরুন তার ভ্রূগুলো তার উভয় চোখকে ঢেকে ফেলেছে। আর সে রাস্তা-ঘাটে মেয়েদেরকে ধরতে যাচ্ছে"। (বুখারী: ২/২৩৬ হাদীস ৭৫৫ মুসলিম: ১/৩৩৪ হাদীস ৪৫৩)

তেমনিভাবে আরওয়া বিনত উওয়াইস সাঈদ বিন যায়েদ < এর সাথে ঝগড়া করে মারওয়ান বিন হাকামের নিকট এ মর্মে বিচার দায়ের করলো যে, সাঈদ < তার জমিন জোর করে খাচ্ছে। তখন সাঈদ < বললেন: আমি কি তার জমি জোর করে নিতে পারি? অথচ আমি রাসূল ﷺ কে এমন বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন:

مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طُوِّقَهُ إِلَى سَبْعِ أَرَضِيْنَ

"যে ব্যক্তি অবৈধভাবে কারো এক বিঘত জমিন জোর করে নিয়ে নিলো তার গলায় সাত তবক জমিন পরিয়ে দেয়া হবে"।

এরপর সাঈদ < বলেন: হে আল্লাহ! মেয়েটি যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে তাহলে তাকে অন্ধ করে দাও এবং তার বাড়িতেই তার কবর বানিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন: এ বদদু'আর পর আমি তাকে অন্ধাবস্থায় দেয়াল হাতড়াতে দেখেছি এবং সে বলে: আমাকে সাঈদ বিন যায়েদের বদদু'আ পেয়েছে। একদা সে তার বাড়িতে পায়চারি করছিলো এমতাবস্থায় সে কুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কুয়ায় পড়ে মারা গেলো। (মুসলিম: ২/১২৩০ হাদীস ১৬১০)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُوْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ

"মযলূমের বদদু'আ গ্রহণযোগ্য। যদি সে পাপী হয়ে থাকে তাহলে তার পাপ তার উপরই বর্তাবে"।

(আহমাদ: ২/৩৬৭ আবূ দাউদ ১২৬৬ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ২/৪০৭ হাদীস ৭৬৭ সাহীহুল-জামি': ৩/১৪৫ হাদীস ৩৩৭৭)

জনৈক কবী বলেন:

لاَ تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِراً فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيْكَ بِالنَّدَمِ

نَامَتْ عُيُوْنُكَ وَالْـمَظْلُوْمُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَـمْ تَنَمِ

"তোমার ক্ষমতা থাকলেই কারো উপর যুলুম করো না। কারণ, যুলুম পরিশেষে আপসোসই নিয়ে আসে। তুমি তো ঘুমিয়ে যাবে আর মাযলুম থাকবে জাগ্রত। সে তোমার উপর বদদু'আ করবে আর আল্লাহ তো ঘুমাননি। তিনি তো সদা জাগ্রত।

৩. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দু'আ।

৪. সন্তানের উপর পিতা-মাতার বদদু'আ।

৫. মুসাফিরের দু'আ।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثُ دَعْوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لاَ شَكَّ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ، وَدَعْوَةُ الْـمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ والتِّرْمِذِيِّ: عَلَى وَلَدِهِ

"তিনটি দু'আ ও বদদু'আ অবশ্যই কবুল করা হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই: মযলূমের বদদু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্য তার পিতার দু'আ।

(তিরমিযী: ৪/৩১৪ হাদীস ১৯০৫ ও ৫/৫০২ হাদীসহাদীস ৩৪৪৮ আবূ দাউদ:

২/৮৯ ইবনু মাজাহ: ২/১২৭০)

আহমাদ ও তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে, সন্তানের উপর তার পিতার বদদু'আ। (তিরমিযী: ৫/৫০২ হাদীস ৩৪৪৮ আহমাদ: ২/২৫৮)

তাই এদের দু'আ ও বদদু'আর ব্যাপারে সবাইকেই সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, তাদের দু'আ ও বদদু'আ সর্বদা গ্রহণযোগ্য।

৬. রোযাদারের দু'আ।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالْإِمَامُ العَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ، وَيَفْتَحُ لَـهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِيْ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

"তিন ব্যক্তির দু'আ ও বদদু'আ ফেরত দেয়া হয়না: রোযাদারের দু'আ ইফতার পর্যন্ত, ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকের দু'আ এবং মযলূমের বদদু'আ। আল্লাহ তা'আলা তার বদদু'আকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আকাশের দরোজাগুলো খুলে দেন। উপরন্তু প্রভু বলেন: আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো যদিও তা কিছুক্ষণ পর হোক না কেন"।

(তিরমিযী: ৫/৫৭৮ হাদীস ৩৫৯৮)

৭. ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকের দু'আ।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা জান্নাত ও তার নিয়ামতসমূহের দীর্ঘ বর্ণনাশেষে বলেন:

ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الْإِمَامُ العَادِلُ، ... وَدَعْوَةُ الْـمَظْلُوْمِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ، وَتُفَتَّحُ لَـهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُوْلُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِيْ لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنٍ

"তিন ব্যক্তির দু'আ ও বদদু'আ কখনো ফেরত দেয়া হয়না: ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকের দু'আ, ... এবং মযলূমের বদদু'আ। আল্লাহ তা'আলা তার বদদু'আকে মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আকাশের দরোজাগুলো খুলে দেয়া হয়। উপরন্তু মহীয়ান প্রভু বলেন: আমার ইজ্জতের কসম! আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবো যদিও তা কিছুক্ষণ পর হোক না কেন"। (তিরমিযী: ৪/৬৭২ হাদীস ২৫২৬)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: اَلذَّاكِرُ لله كَثِيْراً، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، والْإِمَامُ الْمُقْسِطُ

"তিন জাতীয় মানুষের দু'আ ও বদদু'আ কখনো ফেরত দেয়া হয় না: যে আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করে, মাযলূমের বদদু'আ এবং ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকের দু'আ"।

(বায়হাকী/শুআবুল-ঈমান: ২/৩৯৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৩/২১২ হাদীস ১২১১)

৮. নেক সন্তানের দু'আ।

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার সকল আমলের পথ বন্ধ হয়ে যায়; তবে তিনটি পথ তখনো খোলা থাকে: চলমান সাদকা, উপকারী জ্ঞান ও তার জন্য দু'আকারী নেককার সন্তান"।

(মুসলিম: ৩/১২৫৫)

৯. সদ্য ঘুম থেকে উঠা ব্যক্তির দু'আ যখন সে

মাসনূন দু'আ পড়ে।

উবাদাহ বিন আস-সামিত < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْـحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ عَزَمَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلاَتُهُ

"যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে উঠে বলে:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْـحَمْدُ لله، وَسُبْحَانَ الله، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সকল ক্ষমতা তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যই। উপরন্তু তিনি সকল বস্তুর উপরই ক্ষমতাশীল। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান এবং সকল অকল্যাণ থেকে বাঁচার ক্ষমতা ও সকল কল্যাণকর কাজ বাস্তবায়নের ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই উপর নির্ভরশীল"।

অতঃপর বলবে: "হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন" অথবা সে সময় যে কোন দু'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করেন। আর সে তখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওযু করে নামায পড়লে তার নামায কবুল করা হবে"।

(বুখারী ১১৫৪ তিরমিযী ৩৪১৪ তবে সেখানে হে আল্লাহর জায়গায় হে প্রভু!

রয়েছে)

১০. এক জন বিপদগ্রস্তের দু‘আ:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [النمل: ٦٢]

“নাকি তিনিই যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং তার দুঃখ-কষ্ট দূর করেন”। (আন-নামল: ৬২)

কঠিন বিপদগ্রস্ত হলে যে আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করেন তার প্রমাণ হলো সেই তিন জন লোকের হাদীস যারা রাত্রিবেলায় কোন এক গিরি গুহায় অবস্থান করলে উপর থেকে বড় একটি পাথর এসে তাদের গুহার মুখটুকু বন্ধ করে দেয়। তখন তাদের একে অপরকে বললো: তোমরা নিজেদের খাঁটি নেক আমলের উসিলায় আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করো তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। তখন তারা নিজেদের নেক আমলের উসিলা করে আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করলে তাদের গুহা মুখের পাথরটি সরে গেলো। ফলে তারা সহজেই তা থেকে বের হয়ে যায়। (বুখারী ৫৯৭৪ মুসলিম: ৪/২০৯৯)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একটি আরব বংশের জনৈকা বান্দীকে তারা স্বাধীন করে দিলে সে তাদের কাছেই থেকে যায়। একদা তাদেরই একটি বাচ্চা মেয়ে চামড়ার একটি লাল বেল্ট পরে বের হলে সে কোথাও তা রেখে দেয় অথবা তার থেকে হারিয়ে যায়। আর ইতিমধ্যে একটি চিল তাকে গোস্তের টুকরো ভেবে তা উঠিয়ে নিয়ে যায়। আর ওরা এ বান্দীটিকে চোর ভেবে এর লজ্জাস্থান পর্যন্ত চেক করে। এমন সময় চিলটি এসে বেল্টটি তাদের সামনেই ফেলে যায়। তখন সে বান্দীটি তাদেরকে বললো: আরে এর জন্যই তো তোমরা আমাকে অপবাদ দিলে; অথচ সেটি এখন তোমাদেরই সামনে। এরপর বান্দীটি নবী ﷺ এর নিকট এসে মুসলমান হয়ে যায়। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: মসজিদ

এলাকায় তার একটি ছোট তাঁবু ছিলো। সেখানে সে বসবাস করতো। আর মাঝে মাঝে সে আমার কাছে এসে তার নিজের জীবন কাহিনী বলতো। যখনই সে আমার কাছে বসতো তখনই সে বলতো:

وَيَوْمُ الْوَشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ

"বেল্টের সেই দিন যা ছিলো আমার প্রভুর পক্ষ থেকে একটি আশ্চর্যকর দিন। আহ! তিনিই তো একদা কুফরির এলাকা থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি তাকে বললাম: কি হলো? তুমি যখনই আমার সাথে বসো তখনই এ কথাটি বলো। তখন সে আমাকে পুরো ঘটনাটি জানায়। আর এটিই ছিলো তার ইসলাম গ্রহণের কারণ। (বুখারী ৪৩৯, ৩৮৩৫)

১১. যে যিকিররত ও পবিত্রাবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে তার দু'আ:

মু'আয বিন জাবাল < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرِ اللهِ طَاهِراً فَيَتَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ

"যে মুসলমান পবিত্রাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতে করতে রাত্রিবেলায় শুয়ে পড়ে অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ কামনা করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দিয়ে দেন"।

(আবু দাউদ ৫০৪২ আহমাদ: ৪/১১৪ সাহীহুত-তারগীবি ওয়াত-তারহীব: ১/৩৪৫)

১২. যে যুন-নূনের দু'আর ন্যায় দু'আ করে তার দু'আ:

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ [الأنبياء: ٨٧ – ٨٨]

“স্মরণ করো যুন-নূনের কথা যখন সে রাগকরে চলে গিয়েছিলো আর ভেবেছিলো, তার উপর আমার কোন ক্ষমতা নেই। অতঃপর সে (সমুদ্রের) গভীর অন্ধকার থেকে এ বলে ডেকেছিলো যে, তুমি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। আমি তোমারই পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আর এ কথা স্বীকার করছি যে, আমি নিশ্চয়ই জালিম। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। আর তাকে দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত করেছিলাম। বস্তুতঃ আমি মু’মিনদেরকে এভাবেই উদ্ধার করি”।

(আল-আম্বিয়া: ৮৭-৮৮)

সা’দ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল @ ইরশাদ করেন:

دَعْوَةُ ذِيْ النُّوْنِ إِذْ دَعَا بِهَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الْـحُوْتِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِـمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَـمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ

“যুন-নূনের দু‘আ যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করেছেন তা হলো:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِـمِيْنَ

“আপনি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই আমি যালিমদের এক জন”।

কোন মোসলমান যে কোন ব্যাপারে এ দু‘আ করলে আল্লাহ তা‘আলা তার দু‘আ কবুল করবেন”।

(তিরমিযী: ৫/৫২৯ হাদীস ৩৫০৫ নাসায়ী/আমালুল-ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ ৬৫৬ আহমাদ: ১/১৭০ হকিম: ১/৫০৫, ২/৩৮৩ আল-কালিমুত-তায়্যিব: ৮৬)

১৩. যে বিপদে পড়ে নিমোক্ত দু‘আ পড়েঃ

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ فِيْ مُصِيْبَتِهِ، وأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا

"কোন বান্দা যদি যে কোন বিপদে পড়ে বলে:

إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ، وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِنْهَا

"নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহরই কর্তৃত্বাধীন এবং নিশ্চয়ই আমাদের সবাইকে একদা তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এ বিপদের বিপরীতে সাওয়াব দিন। আর আমার জন্য এর চেয়ে আরো উত্তমটির ব্যবস্থা করুন"।

তখন আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীতে তাকে সাওয়াব দেন এবং এর চেয়ে আরো উত্তম বস্তুটির তার জন্য ব্যবস্থা করেন"।

(মুসলিম: ২/৬৩২-৬৩৩ হাদীস ৯১৮ আবূ দাউদ ৩১১৯ তিরমিযী ৩৫১১)

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: যখন আবূ সালামাহ মৃত্যু বরণ করে তখন আমি রাসূল ﷺ এর নির্দেশ মতো এ দু'আটি পড়ি। আর তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেয়ে উত্তম বিকল্প তথা স্বয়ং রাসূল ﷺ কে আমার জন্য মিলিয়ে দেন।

১৪. যে "ইসমে আজম" তথা আল্লাহর মহান নামের উসিলায় দু'আ করে তার দু'আ:

আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত দু'আটি বলতে শুনেছেন সে তার দু'আয় বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَـمْ يَلِدْ وَلَـمْ يُوْلَدْ، وَلَـمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, আপনিই একমাত্র মা'বূদ। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আপনি একক। আপনি কারো মুখাপেক্ষী নন। না আপনি কোন সন্তান জন্ম দিয়েছেন, না আপনাকে কেউ জন্ম দিয়েছে। না আপনার সমকক্ষ কেউ আছে"।

রাসূল ﷺ যখন তার মুখ থেকে উক্ত দু'আটি বলতে শুনেছেন তখন তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! সে সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছে যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন এবং যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন।

(আবূ দাউদ: ২/৭৯ তিরমিযী: ৫/৫১৫ আহমাদ: ৫/২৬০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৭ হাকিম: ১/৬০৪)

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি একদা রাসূল ﷺ এর নিকট বসা ছিলেন। আর জনৈক ব্যক্তি তাঁদের পাশে নামায পড়ছিলো। নামাযশেষে সে বললো:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ!

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আবেদন করছি এ সাক্ষ্যর উসিলায় যে, সকল প্রশংসা আপনার জন্যই। আপনি ছাড়া সত্য

কোন মা'বূদ নেই। আপনি বিশেষ অনুকম্পাকারী। আপনি সকল আকাশ ও যমিনের স্রষ্টা। হে মহান ও মহীয়ান। হে চিরঞ্জীব! চিরসংরক্ষক!"

নবী ﷺ যখন তার মুখ থেকে উক্ত দু'আটি শুনেছেন তখন তিনি বলেন:

لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

"সে সত্যিই আল্লাহর নিকট তাঁর এমন মহান নামের উসিলায় প্রার্থনা করেছে যার উসিলায় তাঁকে ডাকা হলে তিনি সে ডাকে সাড়া দেন। যার উসিলায় তাঁর নিকট কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়ে দেন"।

(আবূ দাউদ: ২/৮০ ইবনু মাজাহ: ২/১২৬৮ তিরমিযী: ৫/৫৫০ আহমাদ: ৩/১২০ নাসায়ী: ৩/৫২ ইবনু হিব্বান ২৩৮২ হাকিম: ১/৫০৩)

১৫. মাতা-পিতার প্রতি সদাচারী নেক সন্তানের দু'আঃ

ইয়াহয়া বিন সাঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রাহিমাহুল্লাহ) এ কথা বলতেন যে, ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পর তার সন্তানের দু'আয় অনেক উঁচু স্থান দেয়া হবে। এমনকি তিনি এ ব্যাপারটি আকাশের দিকে তাঁর হাতখানা উঁচিয়ে দেখিয়েছেন। (মালিক: ১/২১৭)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِيْ الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ: يَا رَبِّ أَنَّى لِيْ هَذِهِ؟ فَيَقُوْلُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

"আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দাহর মর্যাদা বাড়িয়ে

দিলে সে বলবে: হে আমার প্রভু! আমার এ সম্মান কোত্থেকে এসেছে? তখন তিনি বলবেন: তোমার সন্তার তোমার জন্য ক্ষমা চাওয়ার দরুন"। (আহমাদ: ২/৫০৯ তাফসীরু ইবনি কাসীর: ৪/২৪৩)

আবূ হুরাইরাহ < থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"যখন কোন মানুষ মারা যায় তখন তার আমলও বন্ধ হয়ে যায়। তবুও তিনটি মাধ্যম তার জন্য খোলা থাকে: দীর্ঘ মেয়াদী সাদকা, লাভজনক জ্ঞান ও নেককার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে"।

(মুসলিম: ৩/১২৫৫ হাদীস ১৬৩১ আবূ দাউদ ২৮৮০ নাসায়ী: ৬/২৫১)

তেমনিভাবে সেই তিন জনের হাদীস যারা রাত্রিবেলায় পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান নিলে একটি বড় পাথর এসে তাদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের মধ্যকার একজন ছিলো মাতা-পিতার প্রতি সদাচারী। তখন সে তার এ নেক আমলের উসিলা করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে তিনি তা কবুল করেন।

(বুখারী: ৪/৩৭ মুসলিম: ৪/২০৯৯)

অনুরূপভাবে নবী ﷺ এমন একজন শ্রেষ্ঠ তাবি'য়ীর কথা বললেন যিনি কোন ব্যাপারে আল্লাহর উপর কসম খেলে তিনি তা দ্রুত বাস্তবায়ন করেন। কারণ, তাঁর একজন বৃদ্ধা মা ছিলেন যাঁর প্রতি তিনি ছিলেন সদা যত্নবান।

উমর বিন খাত্ত্বাব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرْنٍ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ، لَوْ

أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ

"একদা তোমাদের নিকট উওয়াইস বিন আমির নামক জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেনবাসীদের খাদ্য সহযোগিতা নিয়ে আসবে। সে ক্বারন গোত্রের মুরাদ শাখার লোক। তার শরীরে শ্বেত রোগ ছিলো যা পুরো ভালো হয়ে এখনো এক দিরহাম সমপরিমাণ বাকি আছে। সে তার মায়ের প্রতি খুবই সদাচারী। সে যদি আল্লাহর উপর কোন ব্যাপারে কসম খায় তাহলে তিনি তা দ্রুত বাস্তবায়ন করেন। তুমি যদি পারো সে আল্লাহর নিকট তোমার জন্য ক্ষমা চাক তাতে রাজি করাতে তাহলে তা করো। (মুসলিম: ৪/১৯৬৮ হাদীস ২৫৪২)

১৬. হাজীর দু'আঃ

১৭. উমরাকারীর দু'আঃ

১৮. আল্লাহর পথের যোদ্ধার দু'আঃ

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

الْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ، وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ

"আল্লাহর পথের যোদ্ধা, হাজী ও উমরাকারী আল্লাহর প্রতিনিধি দল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকেছেন বলে তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাই তারা তাঁর নিকট যাই চেয়েছে তিনি তাদেরকে তাই দিয়েছেন"।

(ইবনু মাজাহ ২৮৯৩ সহীহুল-জামি ৪১৭১ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ ১৮২০)

১৯. যে আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে তার দু'আঃ

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: الذَّاكِرُ لله كَثِيْراً، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ، والْإِمَامُ الْمُقْسِطُ

"তিন জাতীয় মানুষের দু'আ ও বদদু'আ কখনো ফেরত দেয়া হয় না: যে আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করে, মাযলূমের বদদু'আ এবং ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকের দু'আ"।

(বায়হাকী/শুআবুল-ঈমান: ২/৩৯৯ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহাহ: ৩/২১২ হাদীস ১২১১)

২০. যাকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন ও তার উপর তিনি সন্তুষ্ট তার দু'আ:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِيْ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমার কোন বন্ধুর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। বান্দা এমন কোন কিছু দিয়ে আমার নিকটবর্তী হতে পারে না যা আমার নিকট বেশি প্রিয় ফরজ আমলের চেয়ে। তবে বান্দা যখন ফরজের পাশাপাশি নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে চায় তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি তখন তার কানকে

আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি যা দিয়ে সে শুনতে পায়। তার চোখকেও আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি যা দিয়ে সে দেখতে পায়। তার হাতকেও আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি যা দিয়ে সে কোন কিছুকে ধরে। তেমনিভাবে তার পাকেও আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসি যা দিয়ে সে হাঁটে। সে আমার নিকট কোন কিছু চাইলে আমি তাকে তা দিয়ে দেই। সে আমার নিকট কোন কিছুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দেই। আর আমি কোন কিছু করতে চাইলে সে ব্যাপারে আমি কোন দ্বিধা করিনা যতটুকু দ্বিধা করি একজন মু'মিনের জীবনের ব্যাপারে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তাকে কষ্ট দেয়া অপছন্দ করি"। (বুখারী ৬৫০২)

এ হলো আল্লাহর নিকটবর্তী তাঁর একান্ত প্রিয় বান্দা। আল্লাহর নিকট যার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। তাই যখন সে তাঁর নিকট কোন কিছু চায় তখন তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। আর সে কোন কিছুর অনিষ্ট থেকে তাঁর আশ্রয় কামনা করলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন। তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহর নিকট তার বিশেষ মর্যাদার দরুন তার সকল দু'আ কবুল করা হয়। সালাফদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁদের দু'আ আল্লাহ তা'আলা কবুল করতেন। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৩৪৮)

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা আর-রুবাইয়ে' বিনত আন-নাযার (রাযিয়াল্লাহু আনহা) জনৈকা বান্দীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছেন। তখন তাঁর পক্ষের লোকরা বান্দীর পক্ষের লোকদেরকে দিয়তের প্রস্তাব করলে তারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এমনকি তারা তাঁকে ক্ষমা করতেও অস্বীকার করে। তখন রাসূল ﷺ তাদের মাঝে ক্বিসাসের ফায়সালা করেন। ইতিমধ্যে আনাস বিন আন-নাযার < নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন: সত্যিই কি আর-রুবাইয়ে'র সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে? তাঁর কসম খেয়ে বলছি যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার সামনের

দাঁত কখনোই ভাঙ্গা হবে না। আর তখনই বান্দীর পক্ষের লোকেরা দিয়ত নিতে রাজি হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ বললেন:

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"নিশ্চয়ই আল্লাহর এমন কিছু বান্দা রয়েছে যারা কখনো আল্লাহর উপর কসম খেলে তখন তিনি তা বাস্তবায়ন করে দেখান"। (বুখারী ২৭০৩ মুসলিম ১৬৩৫)

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

كَمْ مِنْ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

"অনেক দুর্বল ও সমাজ যাকে দুর্বল ভাবে এবং যার কাপড় জোড়া পুরাতন ও ময়লাযুক্ত সে যখন আল্লাহর উপর কোন বিষয়ে কসম খায় তখন আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করে দেখান। তাদের অন্যতম হলো সাহাবী আল-বারা বিন মালিক। (হাকিম: ৩/২৯২)

তিরমিযীর বর্ণনায় রয়েছে,

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لاَ يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

"এমন অনেক চুল এলোমেলো, ধুলায় ধূসরিত, পুরাতন জোড়া কাপড় বিশিষ্ট ব্যক্তি সমাজে যার কোন গুরুত্ব নেই সে যখন আল্লাহর উপর কোন বিষয়ে কসম খায় তখন আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করে দেখান। তাদের অন্যতম হলো সাহাবী আল-বারা বিন মালিক। (তিরমিযী: ৫/৬৯৩ হাদীস ৩৮৫৪)

এ জন্যই যখন মুসলমান ও কাফিরদের মাঝে কোন কঠিন যুদ্ধ লেগে যেতো তখন মুসলমানরা বলতেন: হে বারা! তুমি নিজ প্রভুর কসম খাও। তখন বারা বলতেন: হে আমার প্রভু! আমি তোমার

উপর কসম খাচ্ছি তুমি যেন তাদের মাথাগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও। তখন শত্রুরা পরাজিত হতো। তবে তুসতারের যুদ্ধের দিন তিনি বলেন: হে আমার প্রভু! আমি তোমার উপর কসম খাচ্ছি তুমি যেন তাদের মাথাগুলো আমাদেরকে দিয়ে দাও এবং আমাকে এ যুদ্ধে প্রথম শহীদ হিসেবে কবুল করো। তখন কাফিররা পরাজিত হলো আর তিনি সে যুদ্ধে শহীদ হলেন।

(আবু নু'আইম/হিলইয়াহ: ১/৩৫০ উসদুল-গাবাহ: ১/১৭২ ইবনু কাসীর/আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ: ৭/৯৫)

ইবনু রাজাব (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম" নামক কিতাবে আল্লাহর নিকট তাঁর অনেক মু'মিন বান্দার দু'আ কবুল হওয়ার প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ৩৪৮-৩৫৬)

আর শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "আল-ফুরক্বান বাইনা আউলিয়ায়ির-রাহমান ওয়া আউলিয়ায়িশ-শাইত্বান" নামক কিতাবে এ ব্যাপারে আরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (আল-ফুরক্বান: ৩০৬-৩২০)

তেমনিভাবে আবু বকর ইবনু আবিদ্দুনইয়া (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "কিতাবু মুজাবিদ্দা'ওয়াহ" বইতেও এ সংক্রান্ত ১৩০টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। (কিতাবু মুজাবিদ্দা'ওয়াহ: ১৭-১৮)

মানব জীবনে দু'আর গুরুত্ব ও তার অবস্থান: প্রভুর প্রতি তাঁর বান্দার প্রয়োজনীয়তা:

আল্লাহর সকল সৃষ্টি তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ফায়েদা অর্জন ও সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রভুরই মুখাপেক্ষী। আর কারো নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]

"হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহরই মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ হলেন প্রশংসিত ধনী"। (ফাত্বির: ১৫)

উক্ত ব্যাপারটি আরো সুস্পষ্টভাবে আমরা জানতে পারি আবু যর গিফারী < এর সেই হাদীস থেকে যাতে নবী ﷺ তাঁর প্রভু থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন:

يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلاَ تَظَالَمُوْا.

يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِيْ أَهْدِكُمْ.

يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِيْ أُطْعِمْكُمْ.

يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ.

يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ.

يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ، وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ.

يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا.

يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا.

يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ

كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ.

يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

"হে আমার বান্দারা! আমি যুলুমকে আমার নিজের উপর হারাম করেছি এবং তোমাদের মাঝেও তা হারাম করেছি। তাই তোমরা একে অপরের উপর যুলুম করো না।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট শুধু সেই পথপ্রাপ্ত যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। তাই তোমরা আমার কাছেই সঠিক পথ কামনা করো আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত শুধু সেই ক্ষুধামুক্ত যাকে আমি খাদ্য দেবো। তাই তোমরা আমার নিকটই খাদ্য কামনা করো আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই কাপড়হারা শুধু সেই কাপড়পরা যাকে আমি কাপড় দেবো। তাই তোমরা আমার কাছেই কাপড় চাও আমি তোমাদেরকে কাপড় দেবো।

হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই দিনরাত গুনাহ করে যাচ্ছো আর আমি সকল গুনাহ ক্ষমা করে যাচ্ছি। তাই তোমরা আমার কাছেই ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।

হে আমার বান্দারা! তোমাদের কোন সাধ্য নেই আমার কোন ক্ষতি করার কিংবা আমার কোন ফায়েদা করার।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের মানব জাতির শুরু ও শেষ তথা সবাই এবং তোমাদের জিন জাতির শুরু ও শেষ তথা সবাই তোমাদের মধ্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ মুত্তাকী মানুষটির ন্যায় হয়ে যায় তা আমার ক্ষমতায় কোন কিছু বাড়াবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের মানব জাতির শুরু ও শেষ

তথা সবাই এবং তোমাদের জিন জাতির শুরু ও শেষ তথা সবাই তোমাদের মধ্যকার সর্বনিকৃষ্ট মানুষটির ন্যায় হয়ে যায় তা আমার ক্ষমতায় কোন ঘাটতি করতে পারবে না।

হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের মানব জাতির শুরু ও শেষ তথা সবাই এবং তোমাদের জিন জাতির শুরু ও শেষ তথা সবাই দুনিয়ার কোথাও একত্রিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু চায় আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার সব প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে দেই তা আমার ভাণ্ডার থেকে ততটুকুই কমাবে যতটুকু কোন সুঁই সাগরের পানি থেকে কমায় যখন তাকে সাগরে ফেলে উপরে উঠানো হয়।

হে আমার বান্দারা! এগুলো হলো তোমাদেরই আমল যা আমি গণে গণে রাখছি যা পরবর্তীতে তোমাদেরকে পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেবো। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজের পক্ষে কল্যাণকর কোন কিছু দেখতে পাবে সে যেন আল্লাহরই প্রশংসা করে। আর যে এর ব্যতিক্রম পাবে সে যেন শুধু নিজকেই তিরস্কার করে। আর কাউকে নয়। (মুসলিম ২৫৭৭)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো আল্লাহর সকল সৃষ্টি তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল ফায়েদা অর্জন ও সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র তাঁর প্রভুরই মুখাপেক্ষী। আর বান্দারা এর কোন কিছুরই মালিক নয়। আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে নিজ দয়ায় হিদায়েত ও রিযিক না দিয়ে থাকেন তাহলে সে সত্যিই বঞ্চিত। আর আল্লাহ তা'আলা দয়া করে কারো গুনাহ মাফ না করলে তার এ গুনাহগুলো পরকালে ধ্বংসের দ্বারে উপনীত করবে।

(জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৩৭)

যে সকল বস্তু বান্দা বিশেষভাবে তার প্রভুর নিকট চাইবে:

বান্দা তার প্রভুর নিকট দুনিয়া ও ধর্মের সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াদি কামনা করবে। কারণ, সকল বস্তুর ভাণ্ডারই তো একমাত্র

তাঁর নিকট। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭽ ﭽ ﭽ ﭻ ﭺ ﭽ ﭽ ﮉ ﮉ ﮄ ﮄ ﮈ ﭽ [الحجر: ٢١]

“এমন কোন জিনিস নেই যার ভাণ্ডার আমার কাছে নয়। তবে আমি সেগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে নাযিল করে থাকি”। (আল-হিজর: ২১)

আল্লাহ তা‘আলা কাউকে কোন কিছু দিতে চাইলে কেউ তা মানা করতে পারে না। আর তিনি কাউকে কোন কিছু দিতে না চাইলে কেউ তা দিতে পারে না।

নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِـمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِـمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْـجَدِّ مِنْكَ الْـجَدُّ

“হে আল্লাহ! আপনি কাউকে কোন কিছু দিতে চাইলে কেউ তা মানা করতে পারে না। আর আপনি কাউকে কোন কিছু দিতে না চাইলে কেউ তা দিতে পারে না। উপরন্তু কোন ধনীর ধন আপনার শাস্তি থেকে রক্ষার ব্যাপারে তার কোন উপকারে আসবে না”।

(মুসলিম: ১/৪১৫)

শুধু তার ঈমান ও আনুগত্যই তার ফায়েদায় আসবে।

(আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল-হাদীস: ১/২৪৪)

আল্লাহ তা‘আলা এটা চান যে, তাঁর যে কোন বান্দা তার নিজ সকল প্রয়োজনাদি তাঁর কাছেই চাইবে। চাই তা তার দুনিয়া সংক্রান্ত হোক কিংবা তার ধর্ম সংক্রান্ত। তাই যেমন সে তাঁর নিকট তার প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় চাইবে তেমনিভাবে সে তাঁর নিকট হিদায়েত, মাগফিরাত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ   ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ [النساء: ٣٢]

“আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাঁর অনুগ্রহ কামনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ”। (আন-নিসা: ৩২)

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

سَلُوْا اللهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الشِّسْعَ، فَإِنَّ اللهَ إِنْ لَـمْ يُيَسِّرْهُ لَـمْ يَتَيَسَّرْ

“তোমরা আল্লাহর নিকট সবকিছুই চাও এমনকি জুতার ফিতাও। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা কোন কিছুকে সহজ না করলে তা কখনোই সহজ হয় না”।

(আবু ইয়া’লা ৮/৪৪ ইবনুস-সুন্নী/আমালুল-ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ: ৩৪৯)

তবে একজন বান্দা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়ার ব্যাপারে এমন সকল ব্যাপারের বেশি গুরুত্ব দিবে যাতে তার সত্যিকারের সুখ ও শান্তি রয়েছে। যার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো:

১. আল্লাহ তা‘আলার নিকট নিজের হিদায়েত কামনা করা।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ   ﮊ ﮋ ﭼ[الكهف: ١٧]

“আল্লাহ যাকে সঠিক পথ দেখাবেন সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি পথহারা করবেন তুমি তার জন্য কখনো সঠিক পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক পাবে না”। (আল-কাহফ: ১৭)

হিদায়েত আবার দু‘ প্রকার:

ক. সংক্ষিপ্ত কিংবা মৌলিক হিদায়েত। যা হলো মৌলিক ঈমান ও ইসলামের প্রতি হিদায়েত। যা প্রত্যেক মুসলমানই পেয়েছে।

খ. বিস্তারিত কিংবা বাস্তবমুখী হিদায়েত। যা হলো ঈমান ও ইসলামের বিস্তারিত জ্ঞান এবং তা নিজ নিজ জীবনে বাস্তবায়নের প্রতি হিদায়েত। প্রত্যেক মু’মিনই রাত-দিন এ হিদায়েতের সার্বিক

মুখাপেক্ষী। এ জন্যই আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে প্রতি রাকাতে নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়ার আদেশ করেছেন:

چ ٹ ٹ ٹ ٹ چ [الفاتحة: ٥]

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি"। (আল-ফাতিহা: ৫)

এমনকি নবী ﷺ তাঁর রাতের নামাযটুকু নিম্নোক্ত দু'আ দিয়েই শুরু করতেন:

... إِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"তুমি নিজ দয়ায় আমাকে দ্বন্দ্বপূর্ণ বিষয়ে সত্যের দিশা দাও। কারণ, তুমিই তো যাকে চাও তাকে সরল পথের দিশা দিয়ে থাকো"। (মুসলিম: ১/৫৩৪ হাদীস ৭৭০)

তেমনিভাবে তিনি মু'আয বিন জাবালকে তাঁর প্রত্যেক নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ার ওসিয়ত করেছেন:

اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও উত্তম ইবাদাত করতে সাহায্য করো"। (আবু দাউদ: ২/৮৬ নাসায়ী: ৩/৫৩)

অনুরূপভাবে তিনি রাতের নামাযের শুরুতে এও বলতেন:

... إِهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ

"তুমি আমাকে উত্তম চরিত্রের দিশা দাও। কারণ, তুমি ছাড়া উত্তম চরিত্রের দিশা আর কেউ দিতে পারে না। আর তুমি আমার থেকে খারাপ চরিত্রকে দূরে রাখো। কারণ, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার কাছ থেকে খারাপ চরিত্রকে দূরে রাখতে পারে না"।

(মুসলিম: ১/৫৩৪ হাদীস ৭৭১)

এমনকি নবী ﷺ আলী বিন আবু তালিব < কে নিম্নোক্ত শব্দে আল্লাহর নিকট হিদায়েত কামনা করার আদেশ করেন:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়েত ও সঠিকতা কামনা করছি"। (মুসলিম: ৪/২০৯ হাদীস ২৭২৫)

তেমনিভাবে তিনি হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে বিতিরের কুনূতে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া শিখিয়েছেন:

اللَّهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ ...

"হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হিদায়েত দিয়ে হিদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করো"।

(সহীহ তিরমিযী: ১/১৪৪ সহীহ ইবনু মাজাহ: ১/১৯৪ ইরওয়াউল-গালীল: ২/১৭২)

২. আল্লাহর নিকট গুনাহ মাফের আবেদন করা:

একজন বান্দাহর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'আ হলো তার প্রভুর নিকট নিজ গুনাহের মাগফিরাত কামনা করা অথবা এমন কিছু চাওয়া যা ক্ষমাকে বাধ্য করে। যেমন: জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের দু'আ। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৪১, ৪০৪)

বান্দা তার গুনাহ মাফের মুখাপেক্ষী। কারণ, সে দিন-রাত গুনাহ করেই যাচ্ছে। আর একমাত্র আল্লাহই তার এ গুনাহগুলো ক্ষমা করতে পারেন। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ فَإِنِّيْ أَتُوْبُ فِيْ الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো। কারণ, আমি তাঁর নিকট দৈনিক একশ' বার তাওবা করি"। (মুসলিম: ৪/২০৭৬)

নাসায়ীর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ، فَإِنِّيْ أَتُوْبُ إِلَى اللهِ وَأَسْتَغْفِرُهُ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةَ مَرَّةٍ

"হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা করো ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। কারণ, আমি প্রতিদিন আল্লাহর নিকট একশ' বার কিংবা তার চেয়ে বেশি তাওবা করি ও তাঁর নিকট ক্ষমা চাই"।

(নাসায়ী/আমালুল-ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ: ৩২৬ হাদীস ৪৪৪)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা একই বৈঠকে একশ' বার গণনা করতাম, রাসূল ﷺ বলতেন:

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। কারণ, আপনিই তো কেবল তাওবা কবুলকারী মহান দয়ালু"। (আবু দাউদ ১৫১৬ ইবনু মাজাহ ৩৮১৪ আহমাদ: ১/২১)

তিরমিযী ও ইমাম আহমাদের আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে,

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। কারণ, আপনিই তো কেবল তাওবা কবুলকারী মহান ক্ষমাশীল"। (তিরমিযী ৩৪৪৪ আহমাদ: ১/৬৭)

নবী ﷺ আরো বলেন:

مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْـحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ

"যে ব্যক্তি বলে:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْـحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

“আমি মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব চিরসংরক্ষক। আর আমি তাঁর নিকট তাওবা করছি”।

তখন আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসে”।

(আবু দাউদ: ২/৮৫ তিরমিযী: ৫/৫৬৯ হাকিম: ১/৫১১ তাহক্বীকু জামিইল-উসূল: ৪/৩৮৯)

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ [النساء: ١١٠]

“যে ব্যক্তি অসৎ কাজ করে কিংবা নিজের আত্মার উপর যুলুম করে অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় সে আল্লাহকে অতি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু পাবে”। (আন-নিসা: ১১০)

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেন:

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [طه: ٨٢]

“আর যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে আমি তার প্রতি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল”।

(ত্বা-হা: ৮২)

আনাস < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল @ ইরশাদ করেন:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً

"আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে ও আমার নিকট ক্ষমার আশা করবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তুমি যতই অপরাধ করে থাকো না কেন তার আমি কোন পরোয়াই করবো না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছায় অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো। তা করতে আমি কোন কিছুরই পরোয়া করবো না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি আমার নিকট জমিন ভর্তি পাপ নিয়ে আসো আর তুমি আমার সাথে কোন বস্তুকে শরীক না করে থাকো তাহলে আমি তোমার নিকট তার সমপরিমাণ ক্ষমা নিয়ে আসবো।

(তিরমিযী: ৪/১২২ দারিমী: ২/২৩০ সহীহুল-জামি': ৫/৫৪৮)

অধিকাংশ সময় ইস্তিগফারকে তাওবার সাথেই উল্লেখ করা হয়। তখন ইস্তিগফারের অর্থ হবে মুখ দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর তাওবার অর্থ হবে অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলি ইমরানের মধ্যে এ কথার ওয়াদা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন ধরনের হঠকারিতা না দেখিয়ে গুনাহ করা মাত্রই তাঁর নিকট ক্ষমা চায় তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাই ইস্তিগফারের সকল ব্যাপক আয়াত ও হাদীসকে এ শর্তে শর্তায়িত করতে হবে। অতএব, অন্তরে গুনাহর ইচ্ছা পোষণ করে শুধু মুখ দিয়ে ইস্তিগফার করা মানে একমাত্র দু'আ বৈ আর কিছুই নয়। আল্লাহ চাইলে তা কবুল করবেন, না হয় প্রত্যাখ্যান করবেন। বরং এমনটি কখনো কখনো দু'আ কবুল হওয়ার পথে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে থাকে। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৪০৭-৪১১)

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

اِرْحَمُوْا تُرْحَمُوْا، وَاغْفِرُوْا يَغْفِرِ اللهُ لَكُمْ، وَيْلٌ لِأَقْمَاعِ الْقَوْلِ، وَيْلٌ

لِلْمُصِرِّيْنَ الَّذِيْنَ يُصِرُّوْنَ عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"তোমরা অন্যের প্রতি দয়া করো তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া করা হবে। তেমনিভাবে তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা ধর্মের কথা শুনে ঠিকই তবে তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করে না। তেমনিভাবে দুর্ভোগ ওদের জন্যও যারা জেনেশুনে নিজেদের অপকর্মের উপর সর্বদা অবিচল থাকে।

(আহমাদ: ২/১৬৫, ২১৯ বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৩৮০ সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-সাহীহা ৪৮২)

অতএব, কেউ যদি বলে:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

"আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তাঁর নিকট তাওবা করছি"। তাহলে তার এ কথাটির দু'টি অবস্থা হতে পারে:

প্রথম অবস্থা: সে এমন কথা মুখে ঠিকই বলছে তবে সে মনেমনে এখনো গুনাহর ইচ্ছাই পোষণ করছে। এমতাবস্থায় সে তার উক্ত কথায় মিথ্যুক বলেই প্রমাণিত। কারণ, সে তাওবা করছে বলে দাবি করছে ঠিকই; অথচ সে বস্তুতঃ কোন তাওবাই করেনি। তাই সে নিজের ব্যাপারে নিছক তাওবার সংবাদ দিলেও সে বস্তুতঃ তাওবাই করেনি।

দ্বিতীয় অবস্থা: সে আন্তরিকভাবে গুনাহ থেকে বিরত রয়েছে এবং আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা কামনা করছে। উপরন্তু সে তার প্রভুর নিকট এ ওয়াদাও করছে যে, সে আর কখনোই গুনাহ করবে না। কারণ, এ জাতীয় প্রতিজ্ঞা করা তার উপর বস্তুতঃ ওয়াজিব। তাহলে তার তাওবার মৌখিক ঘোষণা মানে তার ভেতরকার অবস্থার কথা মুখে প্রকাশ করা। (জামিউল-উলূমি ওয়াল-হিকাম: ২/৪১০-৪১২)

৩. আল্লাহর নিকট জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম

থেকে মুক্তি কামনা করা:

আবূ হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ একদা জনৈক ব্যক্তিকে বললেন:

مَا تَقُوْلُ فِيْ الصَّلاَةِ؟

"তুমি নামাযে কী বলো?

সে বললো: আমি তাশাহহুদ পড়ার পর আল্লাহ তা'আলার নিকট জান্নাত চাই ও জাহান্নাম থেকে তাঁর আশ্রয় কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি আপনার ন্যায় ও মুআযের ন্যায় গুনগুন করা জানিনা। তখন রাসূল ﷺ বললেন: আমরা তো এগুলোর আশেপাশেই গুনগুন করি তথা জান্নাত চাই ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করি। (আবু দাউদ ৭৯২, ৭৯৩ ইবনু মাজাহ ৯১০)

আনাস বিন মালিক < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন:

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ،

وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার জান্নাত কামনা করে তখন জান্নাত বলে: হে আল্লাহ! আপনি তাকে জান্নাত দিয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে তিনবার আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে তখন জাহান্নাম বলে: হে আল্লাহ! আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন। (তিরমিযী: ৪/৭০০ ইবনু মাজাহ: ২/১৪৩৫)

রাবীআহ বিন কা'ব আল-আসলামী < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ এর সাথেই রাত্রি যাপন করতাম। একদা আমি তাঁর নিকট ওযুর পানি ও তাঁর প্রয়োজনীয় মিসওয়াক ইত্যাদি নিয়ে আসলে তিনি আমাকে বললেন: তুমি আমার নিকট কিছু চাও। তখন আমি বললাম: আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। তিনি

বললেন: এ ছাড়া অন্য কিছু? আমি বললাম: সেটিই। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। তখন তিনি বললেন:

فَأَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

"তাহলে তুমি বেশি বেশি সাজদাহ তথা বেশি বেশি নফল নামাযের মাধ্যমে তোমার ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করবে"।

(মুসলিম: ১/৩৫৩ হাদীস ৪৮৯)

এটি রাবীআহ < এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও চিরস্থায়ী, সুউচ্চ ও মহান লক্ষ্যে পৌঁছার চাহিদা প্রমাণ করে। আর রাসূল ﷺ ও তাঁকে সে ব্যাপারে বেশি বেশি নফল নামাযের সহযোগিতা নেয়ার পরামর্শ দেন।

সাউবান < থেকে বর্ণিত তিনি একদা নবী ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন: আপনি আমাকে এমন একটি আমলের সংবাদ দিবেন যা করলে আল্লাহ তা'আলা আমাকে জান্নাত দিয়ে দিবেন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আপনি আমাকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমলটির কথা বলবেন। তখন রাসূল ﷺ বলেন:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لله سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً

"তুমি বেশি বেশি সাজদাহ করো তথা বেশি বেশি নফল নামায পড়ো। কারণ, তুমি আল্লাহর জন্য একটি সাজদাহ করলে আল্লাহ তা'আলা সেটির বিনিময়ে তোমার একটি সম্মান বাড়িয়ে দিবেন আর তোমার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন"। (মুসলিম: ১/৩৫৩ হাদীস ৪৮৮)

৪. আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করা:

আব্বাস বিন আব্দুল-মুত্তালিব < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন

যা আমি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইতে পারি। তিনি বললেন: আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা সুস্থতা কামনা করবেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি কিছু দিন অপেক্ষার পর আবারো রাসূল ﷺ এর নিকট গিয়ে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমি সর্বদা আল্লাহ তা'আলার নিকট চাইতে পারি। তখন তিনি আমাকে আবারো বললেন:

يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّ رَسُوْلِ اللهِ! سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"হে আব্বাস! হে আল্লাহর রাসূলের চাচা! আপনি আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা সুস্থতা কামনা করবেন"।

(তিরমিযী: ৫/৫৩৪ হাদীস ৩৭৬১)

আবূ বকর সিদ্দীক < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: একদা নবী ﷺ মিম্বারের উপর উঠে বলেন:

سَلُوْا اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ؛ فَإِنَّ اَحَداً لَـمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِيْنِ خَيْراً مِنَ الْعَافِيَةِ

"তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করো। কারণ, কাউকে ইয়াকীনের পর সুস্থতার চেয়ে আরো উত্তম কোন নিয়ামত দেয়া হয়নি"। (তিরমিযী ৩৮১১ ইবনু মাজাহ ৩৮৪৯)

৫. আল্লাহ তা'আলার নিকট ধর্মের উপর অটলতা ও সর্ব ব্যাপারে ভালো পরিণতি কামনা করা:

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

إِنَّ قُلُوْبَ بَنِيْ آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ شَاءَ ثُمَّ قالَ ﷺ: اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"নিশ্চয়ই আদম সন্তানের হৃদয়গুলো একটি হৃদয়ের ন্যায় দয়ালু আল্লাহর দু'টি আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত। তিনি যেভাবে চান তা পরিবর্তন করেন। অতঃপর তিনি বলেন: হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন"। (মুসলিম: ৪/২০৪৫ হাদীস ২৬৫৪)

উম্মু সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার নিকট থাকা অবস্থায় রাসূল ﷺ কী দু'আ বেশি পড়তেন? তিনি বলেন: যে দু'আটি তিনি বেশি বেশি পড়তেন তা হলো:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

"হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন"।

বর্ণনাকারী বলেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ দু'আটি বেশি বেশি পড়েন কেন? তখন তিনি বলেন:

يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيْسَ آدَمِيٌّ إِلاَّ وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ

"হে উম্মু সালামাহ! এমন কোন মানুষ নেই যার হৃদয়টুকু আল্লাহ তা'আলার দু' আঙ্গুলের মাঝখানে অবস্থিত নয়। যার ব্যাপারে তিনি চান তার হৃদয়কে তিনি সোজা রাখেন। আর যার ব্যাপারে তিনি চান তার হৃদয়কে তিনি বক্র করে দেন"।

(তিরমিযী: ৫/২৩৮ আহমাদ: ৪/১৮২ হাকিম: ১/৫২৫, ৫২৮)

বুসর বিন আরতাআ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِيْ الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

"হে আল্লাহ! সকল ব্যাপারে আমাদের পরিণামটুকু যেন ভালো হয়। আর আপনি আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করুন"। (আহমাদ: ৪/১৮১ মাজমাউয-যাওয়ায়িদ: ১০/১৭৮)

৬. আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা নিয়ামত প্রার্থনা করা ও তা হাত ছাড়া হওয়া থেকে তাঁর সার্বিক আশ্রয় কামনা করা:

আল্লাহর সর্বোচ্চ নিয়ামত হলো সত্যিকারের ধার্মিকতার নিয়ামত।

আবু হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ সর্বদা বলতেন:

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার ধর্মকে সুসংহত করুন যা আমার সকল ব্যাপারের রক্ষাকবচ। তেমনিভাবে আমার দুনিয়াকেও সুসংহত করুন যাতে আমার জীবন যাপন। অনুরূপভাবে আমার আখিরাতকেও সুসংহত করুন যার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। আর আপনি আমার জীবনকে উত্তরোত্তর সার্বিক কল্যাণ সংগ্রহের মাধ্যম এবং আমার মৃত্যুকে সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তির কারণ বানিয়ে দিন"। (মুসলিম: ৪/২০৮৭ হাদীস ২৭২০)

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল ﷺ এর দু'আগুলোর মধ্যে এটিও ছিলো যে, তিনি বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি আপনার দেয়া নিয়ামতটুকু দূর হওয়া থেকে, আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন হওয়া থেকে, হঠাৎ আপনার শাস্তি নেমে আসা থেকে এবং আপনার সকল অসন্তুষ্টি থেকে"। (মুসলিম: ৪/২০৯৭ হাদীস ২৭৩৯)

৭. আল্লাহ তা'আলার নিকট কঠিন বিপদ, দুর্ভাগ্যের গ্রাস, ফায়সালার অনিষ্ট এবং শত্রুর খুশি থেকে আশ্রয় কামনা করা:

আবু হুরাইরাহ < থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ سُوْءِ الْقَضَاءِ، وَمِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَمِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ

"নবী ﷺ সর্বদা ফায়সালার অনিষ্ট, দুর্ভাগ্যের গ্রাস, শত্রুর খুশি এবং কঠিন শাস্তি থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতেন"।

(মুসলিম: ৪/২০৮০ হাদীস ২৭০৭)

এগুলো হলো আল্লাহর নিকট বিশেষ প্রাপ্তির কিছু নমুনা যা ভুলে গেলে চলবে না। তেমনিভাবে সে নিজের, নিজের সন্তান ও সকল মুসলমানের জন্য সার্বিক পরিশুদ্ধি কামনা করতেও যেন ভুল না করে।

দু'আর ব্যাপারে কিছু দুর্বল ও বানানো হাদীস:

দু'আ সংক্রান্ত এমন কিছু হাদীস রয়েছে যেগুলো মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ এবং বিদ'আতীরা যা প্রচার করতে খুবই আগ্রহী তবে একজন মুসলমানের দায়িত্ব হবে রাসূল ﷺ এর সাথে এমন কোন কিছু সম্পৃক্ত না করা যা তাঁর থেকে কোনভাবেই প্রমাণিত নয়। যা শুনবেন তা রাসূল ﷺ এর হাদীস বলে চালিয়ে দিবেন কিংবা যে কোন সুন্দর কথা রাসূল ﷺ এর হাদীস বলে চালিয়ে দেয়া হবে তা কিন্তু কোনভাবেই কাম্য নয়। নিচে এমন কিছু দুর্বল কিংবা বানানো হাদীস তুলে ধরা হলো:

১. নিম্নের হাদীসটিঃ

إِذَا أَعْيَتْكُمُ الْأُمُوْرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَهْلِ الْقُبُوْرِ، أَوْ فَاسْتَعِيْنُوْا بِأَهْلِ الْقُبُوْرِ

"যখন তোমাদের উপর কোন ব্যাপার কঠিন হয়ে পড়বে তখন তোমরা কবরবাসীদের শরণাপন্ন হবে অথবা তাদের সাহায্য কামনা করবে"।

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যে এটি নবী ﷺ এর উপর একটি মিথ্যা অপবাদ। এটি কোন যোগ্য আলিম বর্ণনা করেনি এবং এটি কোন বিশ্বস্ত হাদীসের কিতাবেও পাওয়া যায় না।

(কা-য়িদাতুন জালীলাহ ফিত-তাওয়াসসুলি ওয়াল-ওয়াসীলাহ: ১৭৪)

২. নিম্নোক্ত বর্ণনাটিঃ

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِجَاهِيْ؛ فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ، أَوْ تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ؛ فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ

"যখন তোমরা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাইবে তখন আমার মর্যাদার উসিলায় চাইবে। কারণ, আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা অতি সুমহান। অথবা তোমরা আমার মর্যাদার উসিলা ধরো। কারণ, আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা অতি সুমহান"।

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: কিছু মূর্খ নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করে যে,

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوْهُ بِجَاهِيْ؛ فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ

"যখন তোমরা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাইবে তখন আমার মর্যাদার উসিলায় চাইবে। কারণ, আল্লাহর নিকট আমার মর্যাদা অতি সুমহান"।

তিনি বলেন: এ হাদীসটি নবী ﷺ এর নামে একটি মিথ্যা অপবাদ মাত্র। যা হাদীস বিশারদদের নিকট গ্রহণযোগ্য এমন কোন

কিতাবে পাওয়া যায় না। না তা কোন হাদীস বিশারদ উল্লেখ করেছে। (কা-য়িদাতুন জালীলাহ ফিত-তাওয়াসসুলি ওয়াল-ওয়াসীলাহ: ১৭৪)

শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত হাদীসের কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। (সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা‘য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ ২২)

তিনি আরো বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নবী ﷺ এর সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তা‘আলার নিকট অনেক বেশি। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলাইহিস-সালাম) সম্পর্কে বলেন:

ﭽ ڻ ڻ ڈ ڈ ﭼ [الأحزاب: ٦٩]

“সে ছিলো আল্লাহর নিকট একজন সম্মানিত ব্যক্তি”।

(আল-আহযাব: ৬৯)

আর এ কথা নিশ্চিত যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ মূসা (আলাইহিস-সালাম) এর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি অবশ্যই তাঁর প্রভুর নিকট বেশি সম্মানিত। তবে এটি এক ব্যাপার। আর তাঁর সম্মানের উসিলা ধরা আরেক ব্যাপার। অতএব, উভয়টিকে এক করে ফেলা কখনোই ঠিক নয়। কারণ, নবী ﷺ এর মর্যাদার উসিলা করার উদ্দেশ্যই হলো দু‘আ দ্রুত কবুল হওয়ার আশা পোষণ করা। আর এ ব্যাপারটি সত্যিই নিজ বুদ্ধি, বিবেক ও মেধা দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়। বরং এটি হলো একটি গায়েবী ব্যাপার যা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই প্রমাণিত হতে হবে। যা এ ক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। কারণ, রাসূল ﷺ এর উসিলা সংক্রান্ত হাদীসগুলো মূলতঃ দু‘ প্রকার: শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ। তবে এগুলোর মধ্যে যেগুলো শুদ্ধ সেগুলো আবার তাঁর উসিলা ধরা প্রমাণ করে না। যেমন: ইস্তিসকা তথা বৃষ্টি কামনার ক্ষেত্রে তাঁর উসিলা ধরা এবং এক অন্ধ ব্যক্তির তাঁর উসিলা ধরা। বস্তুতঃ এগুলো তাঁর মর্যাদা কিংবা তাঁর সত্তার উসিলা ধরা নয় বরং এগুলো তাঁর দু‘আর উসিলা ধরা মাত্র। তাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁর দু‘আর উসিলা ধরা অসম্ভব তেমনিভাবে তাঁর উসিলা ধরাও অসম্ভব এবং না জায়িয।

বস্তুতঃ এর প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কিরামের আমল। কারণ, তাঁরা উমর < এর যুগে নবী ﷺ এর সত্তার কিংবা তাঁর মর্যাদার উসিলা না ধরে বরং তাঁর চাচা আব্বাস < এর দু'আর উসিলা ধরেছেন। যেহেতু তাঁরা সঠিক উসিলা ধরা জানতেন যা ছিলো নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় তাঁর দু'আর উসিলা ধরা তাই তাঁরা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আব্বাস < এরই দু'আর উসিলা ধরেছেন। যা তাঁদের জন্য জায়িয ও সম্ভব ছিলো।

(সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/৩০)

৩. নিম্নোক্ত হাদীসটি:

حَسْبِيْ مِنْ سُؤَالِيْ عِلْمُهُ بِحَالِيْ

"আমার প্রার্থনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত"।

শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এর কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। কেউ কেউ এটিকে ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এর বাণী বলেও দাবি করেছেন। যা ইসরাঈলী বলে গণ্য। যার কোন মৌলিক ভিত্তি নেই। (সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/২৮ হাদীস ২১)

ইমাম বাগাওয়ী সূরা আল-আম্বিয়ার তাফসীর করতে গিয়ে এটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেন: উবাই বিন কা'ব < থেকে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেন: ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) কে যখন আগুনে ফেলার জন্য বেঁধে ফেলা হয় তখন তিনি বলেন:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الْمُلْكُ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

"আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে সর্ব জগতের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা, আপনার জন্যই সকল ক্ষমতা। আপনার কোন শরীক

নেই"। অতঃপর তারা তাঁকে পাথর নিক্ষেপকারী যন্ত্র মিনজানীকে রেখে সেখান থেকে তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে। তখন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললেন: হে ইব্রাহীম! আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি? তিনি বললেন: না, এখানে আপনার কোন প্রয়োজন নেই। তখন জিব্রীল (আলাইহিস-সালাম) বললেন: তাহলে আপনার প্রভুর কাছে চান। তিনি বললেন: আমার প্রার্থনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত"। (তাফসীরুল-বাগাওয়ী: ৫/৩২৭)

যারা সুফী পন্থার হিকমতের উপর লেখালেখি করেন তাঁদের কেউ কেউ উক্ত বাণীর ভিত্তিতেই বলে থাকেন যে,

سُؤَالُكَ مِنْهُ - يَعْنِيْ اللهَ تَعَالَى - اِتِّهَامٌ لَهُ

"আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন কিছু চাওয়া তাঁকে অপবাদ দেয়ারই নামান্তর"। (সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/২৯)

শাইখ আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত কথার উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন: এটি এক চরম ভ্রষ্টতা। তাহলে কি নবীগণ তাঁদের প্রভুর নিকট বিভিন্ন প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁকে শুধু অপবাদই দিয়েছেন? (সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/২৯)

শাইখুল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: উক্ত বাণীটি পুরোপুরিই বাতিল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইব্রাহীম (আলাইহিস-সালাম) এবং আরো অন্যান্য নবীগণের দু'আ ও প্রার্থনার কথা উল্লেখ করেছেন। তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করার আদেশ করেছেন। যা উক্ত বাণীর বিপরীত।

(মাজমূউল-ফাতাওয়া: ৮/৫৩৯)

৪. নিম্নোক্ত হাদীসটি:

لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ! أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لَمَا

غَفَرْتَ لِيْ فَقَالَ اللهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! لَمَّا خَلَقْتَنِيْ بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِنْ رُوحِكَ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَى اسْمِكَ إِلا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، فَقَالَ اللهُ: صَدَقْتَ يَا آدَمُ! إِنَّهُ لأَحِبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ ادْعُنِي بِحَقِّهِ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْلاَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ

"যখন আদম (আলাইহিস-সালাম) পাপ করে বসেছেন তখন তিনি বললেন: হে আমার প্রভু! আমি মুহাম্মাদের মর্যাদার উসিলায় আপনার নিকট আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: হে আদম! তুমি মুহাম্মাদকে চিনলে কিভাবে? অথচ আমি তাকে এখনো সৃষ্টি করিনি। তিনি বললেন: হে আমার প্রভু! আপনি যখন আমাকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন এবং আমার মাঝে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন তখন আমি নিজ মাথা উপরের দিকে উঠিয়ে দেখলাম, আরশের পায়াগুলোর উপর লেখা আছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ" আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবূদ নেই আর মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আমি তখন বুঝতে পারলাম, আপনি নিজ নামের সাথে যার নামকে সম্পৃক্ত করলেন সে অবশ্যই আপনার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ লোকই হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন: তুমি সত্যই বলেছো হে আদম! সে নিশ্চয়ই আমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাঁর মর্যাদার উসিলায় তুমি আমার নিকট দু'আ করবে। আমি তো তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেই সৃষ্টি করতাম না"।

এ হাদীসটি ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক নামক কিতাবে আবুল-

হারিস আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফিহরীর সূত্রে ইসমাঈল বিন মাসলামাহ থেকে তিনি আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে তিনি উমর বিন খাত্তাব < থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন।

ইমাম হাকিম বলেন: এর সনদ তথা বর্ণনসূত্র সঠিক। উপরন্তু এটি সর্ব প্রথম হাদীস যা আমি আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম সূত্রে বর্ণনা করেছি।

ইমাম যাহাবী (রাহিমাহুল্লাহ) এর পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন: বরং এটি বানানো হাদীস। আব্দুর রহমান দুর্বল। আর আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম আল-ফিহরী কে তা আমি জানি না।

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ হাদীসের কারণেই ইমাম যাহাবী তাঁর "মিযানুল-ইতিদাল" নামক কিতাবে তা উল্লেখ করে বলেন: এটি একটি বানোয়াট হাদীস। ইমাম বায়হাকী তাঁর "দালায়িলুন-নুবুওয়াহ" কিতাবে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন: এ হাদীসটি আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম তাঁর একক সূত্রে বর্ণনা করেন। আর তিনি এ ক্ষেত্রে দুর্বল।

ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তারীখের কিতাবে (২/৩২৩) উল্লেখ করেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি হাফিয ইবনু হাজারের সাথে একমত হন। যা তিনি আল-মিযানের সূত্রে আল-লিসানে বলেন: এটি একটি বানোয়াট হাদীস।

(সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/৩৯ হাদীস ২৫)

অতঃপর আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীসের ব্যাপারে বিশিষ্ট আলিমদের কিছু কথা উল্লেখ করে বলেন: মোট কথা হলো, এ হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। তাই তো বিশিষ্ট দু' জন হাফিয তথা ইমাম যাহাবী ও আসকালানী (রাহিমাহুমাল্লাহ) এটিকে বাতিল বলেছেন।

(সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ: ১/৪০ হাদীস ২৫)

শাইখুল-ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন: ইমাম

হাকিমের এ হাদীসের বর্ণনাটি অনেকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। "আল-মাদখাল ইলা মা'রিফাতিস-সাহীহি মিনাস-সাকীম" নামক কিতাবে বলা হয়েছে, আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম তাঁর পিতা থেকে অনেকগুলো বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে জ্ঞাত যাঁরাই এ ব্যাপারটি ভেবে দেখেছেন তাঁরা সবাই নিঃসন্দেহে এ কথা বলেছেন যে, এ বর্ণনাগুলোর মূল সমস্যা সে নিজেই।

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম সর্ব সম্মতিক্রমে দুর্বল। তিনি খুব বেশিই ভুল করেছেন। তাঁকে আহমাদ বিন হাম্বল, আবু যুরআ, আবু হাতিম, নাসায়ী, দারাকুতনী ও অন্যান্যরা দুর্বল বলেছেন।

(কায়েদা জালীলাহ: ৯৮-৯৯)

৫. নিমোক্ত হাদীসটি:

الدُّعَاءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

"দু'আ হলো মু'মিনের অস্ত্র, ধর্মের খুঁটি এবং আকাশ ও জমিনের আলো"।

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ" (১৭৯) নামক কিতাবে বলেন: এ হাদীসটি বানোয়াট।

৬. নিম্নোক্ত হাদীসটি:

إِنَّ الرِّزْقَ لاَ تَنْقُصُهُ الْمَعْصِيَةُ وَلاَ تَزِيْدُهُ الْحَسَنَةُ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ

"গুনাহ রিযিককে কমাতে পারে না আর নেকী রিযিককে বাড়াতে পারে না। তবে দু'আ না করা গুনাহ"।

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর "সিলসিলাতুল-আহাদীসিস-যা'য়ীফাহ ওয়াল-মাউযূআহ" (১৮১) নামক কিতাবে বলেন: এ

হাদীসটি বানোয়াট।

৭. নিম্নোক্ত হাদীসটিঃ

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

“দু‘আ হলো ইবাদাতের মগজ বা সারবস্তু”।

ইমাম আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর “যয়ীফু সুনানিত-তিরমিযী” (৪৪১ হাদীস ৩৬১১) নামক কিতাবে বলেনঃ এ শব্দে হাদীসটি দুর্বল।

তবে দু‘আ ইবাদাত হওয়া অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

নু’মান বিন বশীর < থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল @ ইরশাদ করেনঃ

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ

“দু‘আই হলো ইবাদাত”।

(তিরমিযী ২৯৬৯ আবূ দাউদ ১৪৭৯ ইবনু মাজাহ ৩৮২৮ সাহীহুল-জামি’ ৩৪২৮)

কুরআনে বর্ণিত কিছু দু‘আর নমুনাঃ

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ [الأعراف: ٢٣]

“হে আমাদের প্রভু! আমরা তো নিজেদের উপর যুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো”। (আল-আ’রাফঃ ২৩)

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ [هود: ٤٧]

“হে আমার প্রভু! নিশ্চয়ই যে বিষয়ে আমার কোন ধারণা নেই সে বিষয়ে আপনার নিকট আবেদন করা থেকে আমি আপনার আশ্রয় কামনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা ও দয়া না করেন তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো”। (হূদঃ ৪৭)

ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [المؤمنون: ٢٩]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার বরকতময় অবতরণ ঘটান। আপনিই তো সর্বোত্তম অবতরণকারী”। (আল-মু’মিনূন: ২৯)

ﭽ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ...ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ [البقرة: ١٢٧ – ١٢٨]

“হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের পক্ষ থেকে এটি কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। ... আর আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু”। (আল-বাকারাহ: ১২৭-১২৮)

ﭽ   ﭼ [نوح: ٢٨]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে আর যারা আমার ঘরে মু’মিন অবস্থায় প্রবেশ করেছে এবং সকল মু’মিন পুরুষ ও মু’মিনা নারীদেরকে ক্ষমা করুন”। (নূহ: ২৮)

ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ   ﭼ [إبراهيم: ٤٠]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানান। হে আমাদের প্রভু! আপনি আমার দু‘আ কবুল করুন”। (ইব্রাহীম: ৪০)

ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [آل عمران: ٣٨]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আপনার নিজ পক্ষ থেকে নেক সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী”। (আ-লি ইমরান: ৩৮)

ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [الأنبياء: ٨٧]

“আপনি ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। সত্যিই আমি যালিম”। (আল-আম্বিয়া: ৮৭)

ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [طه: ٢٥ – ٢٦]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমার অন্তর খুলে দিন আর আমার কাজকে সহজ করে দিন"। (ত্বা-হা: ২৫-২৬)

چ ڈ ڎ ژ ژ ڑ ڑ چ [القصص: ١٦]

"হে আমার প্রভু! আমি তো নিজের নিজেই যুলুম করেছি। তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করুন"। (আল-কাসাস: ১৬)

چ ګ ڲ ګ گ ګ گ ڳ ڳ ں ں ٹ چ [البقرة: ٢٥٠]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দিন আর আমাদেরকে দৃঢ়পদ করুন এবং আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়ী করুন"। (বাক্বারাহ: ২৫০)

چ ۆ ۇ ۈ ۈ ۉ ۉ ۋ ۋ ې ې ٻ چ [البقرة: ٢٠١]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন"। (বাক্বারাহ: ২০১)

چ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ چ [آل عمران: ٨]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের অন্তরগুলোকে হিদায়েত প্রাপ্তির পর আর বক্র করে দিবেন না। বরং আপনি আমাদেরকে আপনার নিজ পক্ষ থেকে দয়া করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহান দাতা"। (আলি ইমরান: ৮)

چ پ پ ڀ ڀ ڀ پ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ

ٹ ٹ چ [الحشر: ١٠]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বে যে ভাইয়েরা ঈমান এনেছেন তাঁদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে কোন ঈমানদারের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ রাখবেন

না। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই আপনি বড়ই করুণাময়, অতি দয়ালু”। (আল-হাশর: ১০)

ﭽ ۀ ہ ۂ ۃ ﮪ ﮩ ﮨ ﮬ ﮮ ﮯ ﭼ [الفرقان: ٧٤]

“হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দিবে। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন”। (আল-ফুরক্বান: ৭৪)

ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ۀ ہ ۂ ﭼ [المؤمنون: ٩٧ – ٩٨]

“হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি। হে আমার প্রভু! আমি আপনার নিকট আরো আশ্রয় কামনা করছি যাতে তারা আমার নিকট আসতে না পারে”। (আল-মু’মিনূন: ৯৭-৯৮)

ﭽ ۂ ۃ ۄ ﮪ ﮩ ﮨ ﮬ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ [النمل: ١٩]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমার ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমাকে তাওফীক দিন আর এমন কাজের তাওফীক দিন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন এবং আমাকে আপনার দয়ায় আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন”।

(আন-নামল: ১৯)

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ [طه: ١١٤]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন”।

(ত্বা-হা: ১১৪)

ﭽ □ □ □ □ □ ﭼ [القصص: ٢١]

“হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে যালিম গোষ্ঠীর হাত থেকে

রক্ষা করুন"। (আল-কাসাস: ২১)

ﭽ □ □ □ □ □ □ ﭼ [الشعراء: ٨٣]

"হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন আর আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করুন"। (আশ-শুআরা: ৮৩)

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ [الكهف: ١٠]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষভাবে দয়া করুন আর আমাদের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করুন"। (আল-কাহফ: ১০)

ﭽ ﯦ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ[الفرقان: ٦٥]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করুন। নিশ্চয়ই তার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর"। (আল-ফুরক্বান: ৬৫)

ﭽ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
ﭼ [آل عمران: ١٤٧]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের গুনাহগুলো এবং আমাদের নিজ কর্মের বাড়াবাড়িগুলো মাফ করুন। উপরন্তু আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন এবং কাফির গোষ্ঠীর উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন"।

(আলি ইমরান: ১৪৭)

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ [يونس: ٨٥ – ٨٦]

"হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের জন্য ফিতনা তথা তাদের অত্যাচারের পাত্র বানাবেন না। বরং আপনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে কাফির গোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করুন"। (ইউনুস: ৮৫-৮৬)

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ں ﭼ [الأعراف: ٤٧]

“হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী বানাবেন না”। (আল-আ’রাফ: ৪৭)

ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ ى ى ﯿ ﯿ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ﭼ [البقرة: ٢٨٦]

“হে আমাদের প্রভু! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা অনিচ্ছাকৃত কোন দোষ করে থাকি তখন আপনি আমাদেরকে সে জন্য পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেরূপ গুরু-দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পণ করবেন না। হে আমাদের প্রভু! যে ভার বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই এমন ভার আমাদের উপর আপনি চাপিয়ে দিবেন না। উপরন্তু আমাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই তো আমাদের একমাত্র অভিভাবক। কাজেই আপনি আমাদেরকে কাফির গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাহায্য করুন”। (আল-বাক্বারাহ: ২৮৬)

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [التحريم: ٨]

“হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দিন এবং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছু করতেই সক্ষম”। (আত-তাহরীম: ৮)

কিছু নববী দু‘আর নমুনাঃ

বেশির ভাগ সময় নবী ﷺ নিম্নোক্ত দু‘আগুলো পড়তেন:

১. اللَّهُمَّ آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِيْ الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে

রক্ষা করুন"। (বুখারী ৬৩৮৯ মুসলিম ২৬৯০)

২. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْـهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট হিদায়েত, তাক্বওয়া, সাধুতা ও সচ্ছলতা কামনা করছি"।

(মুসলিম ২৭২১ তিরমিযী ৩৪৮৯)

৩. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি আপনার দেয়া নিয়ামতটুকু চলে যাওয়া থেকে এবং আপনার দেয়া সুস্থতার পরিবর্তন থেকে আর আপনার হঠাৎ শাস্তি থেকে এবং আপনার সকল অসন্তুষ্টি থেকে"। (মুসলিম ২৭৩৯ আবু দাউদ ১৫৪৫)

৪. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْـجُبُنِ وَالْـهَرَمِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْـمَحْيَا وَالْـمَمَاتِ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, অতি বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আমি আপনার নিকট আরো আশ্রয় কামনা করছি কবরের শাস্তি থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে"। (বুখারী ৬৩৬৭ মুসলিম ২৭০৬)

৫. اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ، وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ، وَاجْعَلِ الْـحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْـمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার ধর্মকে সুসংহত করুন যা আমার সকল ব্যাপারের রক্ষক। তেমনিভাবে আমার দুনিয়াকেও সুসংহত

করুন যাতে আমার জীবন যাপন। অনুরূপভাবে আমার আখিরাতকেও সুসংহত করুন যার দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। আর আপনি আমার জীবনকে উত্তরোত্তর সার্বিক কল্যাণ সংগ্রহের মাধ্যম এবং আমার মৃত্যুকে সকল অকল্যাণ থেকে মুক্তির কারণ বানিয়ে দিন"। (মুসলিম: ৪/২০৮৭ হাদীস ২৭২০)

৬. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَـمْ أَعْمَلْ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে এবং তারও অনিষ্ট থেকে যা আমি এখনো করিনি"। (মুসলিম ২৭১৬ আবু দাউদ ১৫৫০)

7. اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"হে আল্লাহ! হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন"।

(মুসলিম: ৪/২০৪৫ হাদীস ২৬৫৪)

৮. يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

"হে হৃদয়সমূহের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন"।

(তিরমিযী ৩৫৮৬ আস-সুন্নাহ/ইবনু আবী আসিম ২২৫ সহীহুল-জামি' ৭৯৮৭)

৯. اللَّهُمَّ عَافِنِيْ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ، وَبَصَرِيْ، وَلِسَانِيْ، وَقَلْبِيْ، وَشَرِّ مَنِيِّيْ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন আমার শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি এবং আমার জিহ্বা ও অন্তরের অনিষ্ট থেকে। তেমনিভাবে আমার বীর্যের অনিষ্ট তথা ব্যভিচার থেকে"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৬৩)

১০. رَبِّ! وَفِيْ رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّيْ وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِيْ وَلاَ تَنْصُرْ

عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِيْ وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَيَسِّرْ لِيَ الْـهُدَى، وَانْصُرْنِيْ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِيْ شَكَّاراً لَكَ، ذَكَّاراً رَاهِباً لَكَ، مِطْوَاعاً لَكَ، مُـخْبِتاً لَكَ، أَوَّاهاً مُنِيْباً، تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ، وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ، وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ، وَاهْدِ قَلْبِيْ، وَسَدِّدْ لِسَانِيْ، وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ

"হে আমার প্রভু! অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে সহযোগিতা করুন, তবে আমার বিরুদ্ধে নয়। আমাকে সাহায্য করুন, তবে আমার বিরুদ্ধে নয়। আমার জন্য কৌশল অবলম্বন করুন, তবে আমার বিরুদ্ধে নয়। আর আমার জন্য হিদায়েতের পথকে সহজ করে দিন। তেমনিভাবে যালিমের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন। হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, আপনাকে সর্বদা স্মরণকারী, আপনার প্রতি ভীতচিত্ত, আপনার অনুগত এবং আপনার প্রতি বিনয়ী, নম্র ও প্রত্যাবর্তনকারী বানান। আপনি আমার তাওবা কবুল করুন। আমার গুনাহগুলো ধুয়ে ফেলুন, আমার দু'আ কবুল করুন। আমার প্রমাণকে দৃঢ় করুন, আমার অন্তরকে হিদায়েত দিন। আমার জিহ্বাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমার অন্তরের সকল হিংসা ও বিদ্বেষ দূর করুন"। (বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৬৬৫)

১১. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـهَمِّ وَالْـحُزْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْـجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার নিকট আশ্রয় কামনা করছি চিন্তা, বিষণ্নতা, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের হঠকারিতা থেকে"।

(বুখারী/আল-আদাবুল-মুফরাদ ৫২১)

১২. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার পূর্বের ও পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং যে ব্যাপারে আপনি আমার চেয়েও বেশি ভালো জানেন এ জাতীয় সকল গুনাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনিই অগ্রসরকারী ও পশ্চাৎপদকারী। আপনি ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই"। (বুখারী ১১২০ মুসলিম ৭৬৯)

১৩. اللَّهُمَّ جَنِّبْنِيْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلاَقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَدْوَاءِ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দূরে রাখুন সকল নিকৃষ্ট চরিত্র, প্রবৃত্তি, কর্ম ও রোগ থেকে"। (হাকিম: ১/৫২০)

১৪. اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও আপনার উত্তম ইবাদাতের ব্যাপারে সহযোগিতা করুন"।

(হাকিম: ১/৪৯৯)

১৫. اللَّهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ، وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ، وَزِدْنِيْ عِلْماً

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার শিক্ষা দ্বারা উপকৃত করুন এবং আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার উপকারে আসবে আর আপনি আমার জ্ঞানটুকু বাড়িয়ে দিন"। (ইবনু মাজাহ ২৫১)

১৬. اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট লাভজনক জ্ঞান, পবিত্র জীবিকা ও গ্রহণযোগ্য আমল কামনা করছি"। (ইবনু মাজাহ ৯২৫)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর নিকট সঠিক প্রার্থনা করার তাওফীক দান করুন। যা তাঁর নিকট নিশ্চিতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর তিনি যেন পরিশেষে আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাত দিয়ে দেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল-আলামীন!

সমাপ্ত

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা ২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক ৩. সাদাকা-খায়রাত
৪. হারাম ও কবীরা গুনাহ ৫. ব্যভিচার ও সমকামের ভয়বহ পরিণতি
৬. নবী ﷺ যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন ৭. ইস্তিগফার
৮. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ ৯. ধুমপান ও মদপানের ভয়াবহ পরিণতি
১০. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
১১. গুনাহ'র অপকারিতা ও চিকিৎসা ১২. বিশ্ব যখন ধ্বংস হবে
১৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার ভয়বহ পরিণতি ১৪. নবী ﷺ এর অনুসরণ
১৫. সালাত ত্যাগ ও জামাতে সালাত আদায়ের বিধান এবং সালাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি ১৬. নিষিদ্ধ কর্মকা ১৭. মনীষীদের জীবনী
১৮. জামাতে সালাত আদায় করা ১৯. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়
২০. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
২১. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী ২২. মরেও অমর হওয়ার প্রচেষ্টা
২৩. সাহাবীগণের প্রতি আমাদের করণীয়
২৪. দেশের নিরাপত্তা বিধান সকল নাগরিকের কর্তব্য
২৫. দু'আ (আদব, শর্ত, বিধান ও তা কবুলে বাধাসমূহ)
২৬. খারিজী সম্প্রদায় (বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য ও পরিচিতি)
২৭. সূরাতুল-মুলক (কবরের আযাব থেকে এক ঐশী নিরাপত্তা)
২৮. ফিক্বহ ও আক্বীদা বিষয়ক এক অনন্য সংগ্রহ
২৯. মৌলিক ও শাখাগত বিষয়সমূহে নিজ প্রতিপক্ষের সাথে আচরণের কিছু ফিক্বহী সূত্রাবলী
৩০. মাওয়ারিদুল-আফহাম শারহু উমদাতিল-আহকাম ৩১. কুর'আনের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবো না ইনশাআল্লাহ।